সেবার জন্য জাগ্রত হওয়া

রুহি ইন্‌স্টিটিউট্‌

বই - ২

সেবার জন্য জাগ্রত হওয়া

রুহি ইন্‌স্টিটিউট্‌

এই ক্রমের বইসমূহঃ

নিচে বর্তমান বইগুলোর নাম দেওয়া হলো, যা রুহি ইন্সটিটিউট মনোনীত করেছে। বইগুলো কোর্সের প্রধান ক্রম হিসেবে ইয়ুথ এবং প্রাপ্তবয়স্কদের তাদের সমাজগুলোতে কাজ করার সামর্থ্য বাড়াতে একটি সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টায় ব্যবহার করার জন্য উদ্দীষ্ট হয়েছে। রুহি ইন্সটিটিউট কোর্সগুলোর একটি গুচ্ছও তৈরি করছে, যা বাহা'ই শিশু ক্লাস শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য সিরিজের তৃতীয় বই থেকে শাখায়িত হয়েছে এবং বই-৫ থেকে আর একটি গুচ্ছ জুনিয়র ইয়ুথ গ্রুপের অ্যানিমেটরদের গড়ে তোলার জন্য করা হয়েছে। এইগুলোও, নিচের তালিকায় সূচিত হয়েছে। এটি অনুধাবন করতে হবে যে, যখন বিস্তৃত ক্ষেত্র এগিয়ে চলবে তখন তালিকাটিতে কিছু পরিবর্তন হতে পারে এবং বইগুলোর অতিরিক্ত প্রকাশনা এর সঙ্গে যুক্ত হবে, যখন পাঠ্যক্রম উপাদানের নির্মীয়মান সংখ্যা উন্নয়নে একটা পর্যায়ে পৌঁছাবে যেখানে এইসব উপাদান ব্যাপকভাবে লভ্য হবে।

বই ১	*আত্মার জীবনের উপর অনুচিন্তন*
বই ২	*সেবার জন্য জাগ্রত হওয়া*
বই ৩	*শিশুদের ক্লাসে শিক্ষাদান, গ্রেড ১*
	শিশুদের ক্লাসে শিক্ষাদান, গ্রেড ২ (শাখায়িত কোর্স)
	শিশুদের ক্লাসে শিক্ষাদান, গ্রেড ৩ (শাখায়িত কোর্স)
	শিশুদের ক্লাসে শিক্ষাদান, গ্রেড ৪ (শাখায়িত কোর্স)
বই ৪	*যুগল ঈশ্বরীয় মহাপ্রকাশ*
বই ৫	*কিশোর শক্তির অবমুক্তকরণ*
	প্রাথমিক উদ্দীপনা: ৫ নং বইয়ের প্রথম শাখা কোর্স
	ক্রমবর্ধিষ্ণু বৃত্ত: ৫ নং বইয়ের দ্বিতীয় শাখা কোর্স
বই ৬	*প্রভুধর্মের শিক্ষাদান*
বই ৭	*সেবার পথে একসাথে চলি*
বই ৮	*বাহা'উল্লাহর দিব্য চুক্তিপত্র*
বই ৯	*একটি ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত অর্জন*
বই ১০	*স্পন্দনশীল সম্প্রদায় নির্মাণ*
বই ১১	*জাগতিক উপায়সমূহ*
বই ১২	*পরিবার এবং সম্প্রদায়*
বই ১৩	*সামাজিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ততা*
বই ১৪	*গণ চর্চায় অংশগ্রহণ*

Copyright © 1998, 2021 by the Ruhi Foundation, Colombia
All rights reserved. Edition 2.1.2.PE in Bengali published in July 2026

Originally published in Spanish as *Levantémonos a servir*
Copyright © 1987, 1996, 2020 by the Ruhi Foundation, Colombia
ISBN 978-958-52941-0-3

Permission for a limited printing of this book in Bengali has been granted by the Ruhi Institute.

Ruhi Institute
Cali, Colombia
Email: instituto@ruhi.org
Website: www.ruhi.org

সূচিপত্র

টিউটরদের জন্য কতিপয় ভাবনা.................................. v

শিক্ষাদানের আনন্দ.. ১

অনুপ্রেরণামূলক কথোপকথন...................................... ১৫

জ্ঞানগভীর বিষয়াবলী.. ৩৫

টিউটরদের জন্য কতিপয় ভাবনা

রুহি ইনস্টিটিউটের প্রধান পাঠ্যক্রমের দ্বিতীয় এই বইটি সেইসব সক্ষমতা নিয়ে আলোচনা করে যা আমাদেরকে অর্থপূর্ণ ও উন্নয়নমূলক কথোপকথনে অবদান রাখতে সাহায্য করে। বইটির মূল আলোচ্য নির্দিষ্ট সেবা কর্মটি তৃতীয় ইউনিটে বর্ণনা করা হয়েছে। এমন এক বিশ্বে যেখানে শক্তিশালী শক্তিগুলো সাম্প্রদায়িক বন্ধন ছিন্ন করছে, সেখানে বন্ধু ও প্রতিবেশীদের বাড়িতে গিয়ে সমাজ জীবনের কেন্দ্রীয় বিষয়গুলো অন্বেষণের অভ্যাসটি, যদি সংস্কৃতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে, তবে ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্নতার কারণে সৃষ্ট কিছু সমস্যার প্রতিকার করতে পারে। ইউনিটটি প্রস্তাব করে যে, এভাবে সৃষ্ট সৌহার্দ্যের বন্ধন প্রাণবন্ত ও সম্প্রীতিপূর্ণ সম্প্রদায় গড়ে তোলার প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে।

কোনো পাড়া বা গ্রামের বাড়ি বাড়ি পরিদর্শনের একটি ধারাবাহিক কর্মসূচির জন্য প্রয়োজন একটি নির্দিষ্ট মাত্রার সাংগঠনিক কাঠামো, যেখানে একদল নিবেদিতপ্রাণ বন্ধু প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সমর্থন নিয়ে কাজ করে। একটি দলকে বইটির মাধ্যমে পথ দেখানোর সময়, শিক্ষকের মনে রাখা উচিত যে অংশগ্রহণকারীদের এমন একটি চলমান প্রচেষ্টায় যোগদানের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। তাদের অধ্যয়নের অংশ হিসেবে আয়োজিত এই পরিদর্শনগুলো বছরের পর বছর ধরে এই প্রচেষ্টায় অংশ নেওয়ার প্রতি একনিষ্ঠতার জন্ম দেবে, যা সেবামূলক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

আধ্যাত্মিক ও সামাজিক তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় অন্বেষণের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যে বাড়ি বাড়ি পরিদর্শনের অভ্যাস একটি সম্প্রদায়ের সংস্কৃতিকে সুস্পষ্টভাবে সমৃদ্ধ করে। এই ক্ষেত্রে একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ হলো বাড়িতে ও কর্মক্ষেত্রে, বিদ্যালয়ে ও বাজারে সংঘটিত বহু অনানুষ্ঠানিক আলোচনা। সুতরাং, সময়ে সময়ে দৈনন্দিন কথোপকথনে আধ্যাত্মিক নীতিসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা একটি দক্ষতা যা মনোযোগের দাবি রাখে। এর বিকাশই দ্বিতীয় ইউনিটের মূল কেন্দ্রবিন্দু, যা এভাবে তৃতীয় ইউনিটে অনুসৃত অধ্যয়নের ভিত্তি স্থাপন করে।

বন্ধু ও প্রতিবেশীদের সাথে আমাদের কথোপকথন যদি অনুপ্রেরণাদায়ক হতে হয়, তবে তাদের সাথে আমাদের আলাপচারিতায় আনন্দ নিয়ে আসতে সক্ষম হতে হবে। এই বিষয়টিই প্রথম অধ্যায়, “শিক্ষাদানের আনন্দ”-এ আলোচিত হয়েছে। রুহি ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত সকল সেবামূলক কাজের সারমর্ম হলো, বাহা’উল্লাহর প্রত্যাদেশের মহাসাগরে আমরা যে ঐশ্বরিক জ্ঞানের মুক্তা আবিষ্কার করি, তা অন্যদের সাথে ভাগ করে নেওয়া। প্রথম অধ্যায়ের অধ্যয়নের উদ্দেশ্য হলো এই সাধনার অন্তর্নিহিত আনন্দ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন অংশে ঈশ্বরের বাণী এবং তা অন্যদের সাথে ভাগ করে নেওয়া যে কত বড় আশীর্বাদ, সে সম্পর্কে চিন্তা করতে বলা হয়েছে। অধ্যায়টি প্রস্তাব করে যে, এই কাজ থেকেই সেই আনন্দের উদ্ভব হয় যা সেবার পথে চলার সময় আমাদের পদক্ষেপকে ত্বরান্বিত করে। তবুও, এই গভীর আধ্যাত্মিক সত্য সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও, আমরা শিক্ষাদানের আনন্দ হারিয়ে ফেলতে পারি যদি আমরা সেই গুণাবলী এবং মনোভাব সম্পর্কে চিন্তা করতে ব্যর্থ হই যা সেবাকে স্বতন্ত্র করে তোলে। এই বিষয়গুলোই এই সিরিজের পরবর্তী অনেক বইয়ে আলোচনার বিষয়বস্তু, এবং এখানে তার মধ্যে মাত্র কয়েকটি পরীক্ষা করা হয়েছে, যার শুরুটা হয়েছে ৭ম পরিচ্ছেদে নিরাসক্তি দিয়ে। বাহা’ই ধর্মগ্রন্থ থেকে নির্বাচিত কিছু উদ্ধৃতি এই গুণটির উপর মনোনিবেশের ভিত্তি তৈরি করে, যা এমন একটি গুণ যা অপরিহার্য যদি বাহ্যিক কারণগুলো সেবার আনন্দকে ম্লান করতে না পারে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, অংশগ্রহণকারীরা যেন তাদের অধ্যয়ন শেষে এই ভুল ধারণা নিয়ে ফিরে না যান যে নিরাসক্তি মানে উদাসীনতা বা যত্নের অভাব। আমাদের অবশ্যই ক্রমাগত আমাদের প্রচেষ্টা তীব্র করতে এবং আমাদের সেবার কার্যকারিতা বাড়াতে সচেষ্ট হতে হবে, যখন আমরা আরও ভালো ফলাফল অর্জনের জন্য চেষ্টা করি। এর জন্য প্রচেষ্টার প্রকৃতি সম্পর্কে পর্যাপ্ত বোঝাপড়া প্রয়োজন, যা ৮ম পরিচ্ছেদে বিবেচনা করা হয়েছে। আশাবাদ এবং কৃতজ্ঞতা, সেবার পথের জন্য দুটি মৌলিক মনোভাব, পরবর্তী এবং চূড়ান্ত পরিচ্ছেদে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

বইটির দ্বিতীয় অধ্যায়, "অনুপ্রেরণামূলক কথোপকথন", সুযোগ বুঝে আধ্যাত্মিক নীতির উল্লেখের মাধ্যমে অনানুষ্ঠানিক কথোপকথনের মান উন্নত করার ক্ষমতার উপর আলোকপাত করে। এতে বিভিন্ন বিষয়ের উপর বেশ কিছু সংক্ষিপ্ত উক্তি রয়েছে, যা হুবহু উদ্ধৃতি না হলেও, 'আব্দুল-বাহা'র উক্তির উপর ভিত্তি করে রচিত এবং এতে তাঁর ব্যবহৃত অনেক শব্দ ও বাক্যাংশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সার্বজনীন আবেদনসম্পন্ন এই উক্তিগুলো সকল পটভূমির মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও উদ্বেগের কথা বলে। আশা করা যায় যে, এই উক্তিগুলো অধ্যয়নের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা 'আব্দুল-বাহা যেভাবে আধ্যাত্মিক নীতি ব্যাখ্যা করেছেন তা থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করবেন এবং বাহা'উল্লাহর প্রত্যাদেশের মহাসাগরে লুকিয়ে থাকা মুক্তা আবিষ্কারের প্রচেষ্টায় তাঁর দিকে তাকানোর অভ্যাস গড়ে তুলবেন, তাঁর পিতার শিক্ষার অর্থ ও তাৎপর্য বুঝবেন
এবং উদারভাবে তা অন্যদের সাথে ভাগ করে নেবেন।

এই ইউনিটের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য, অংশগ্রহণকারীদের প্রতিটি উক্তি বেশ কয়েকবার পর্যালোচনা করার, চিন্তার ধারাবাহিকতা শনাক্ত করার এবং তা বলার অনুশীলন করার সুযোগ দেওয়া উচিত, যতক্ষণ না তারা ধারণাগুলো এমনভাবে আত্মস্থ করে যে তারা তা স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ করতে পারে। কেউ কেউ প্রথমে মূলত উক্তিগুলো মুখস্থ করবে এবং ইউনিটে যেভাবে আছে সেভাবেই কমবেশি পুনরাবৃত্তি করবে। এটা প্রত্যাশিত। ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে তাদের জ্ঞান গভীর হওয়ার সাথে সাথে এবং তাদের অভিজ্ঞতা বাড়ার সাথে সাথে, তারা আরও বিস্তৃত বিষয়বস্তু এবং আরও সমৃদ্ধ শব্দভাণ্ডারের নাগাল পাবে, যা অন্যদের সাথে তাদের আলাপচারিতায় প্রতিফলিত হবে। শিক্ষককে বুঝতে হবে যে, এই পর্যায়ে যা চাওয়া হচ্ছে তা দ্বিমুখী: শিক্ষা ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে স্বাচ্ছন্দ্য এবং 'আব্দুল-বাহা'র চিন্তাধারার সাথে সামঞ্জস্য।

দলের সদস্যরা প্রতিটি বিবৃতির বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতে শেখার পর, তারা অন্য একটি কার্যকলাপে অগ্রসর হয় যেখানে তাদের অধ্যয়ন করা ধারণাগুলোকে তাদের পরিবার, বন্ধু এবং সহকর্মীদের জন্য উদ্বেগের বিষয়গুলোর সাথে সম্পর্কিত করতে উৎসাহিত করা হয়। এই উদ্দেশ্যে, তাদের কথোপকথনে উত্থাপিত কিছু বিষয় এবং প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে এবং সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয় যে কোনগুলো তাদের আলোচনায় ধারণাগুলো উপস্থাপন করার সুযোগ দেবে। কয়েকটি বিবৃতির জন্য, এক বা দুটি উদাহরণ উল্লেখ করা হয় এটা বোঝানোর জন্য যে, 'আব্দুল-বাহা কর্তৃক বর্ণিত আধ্যাত্মিক নীতিগুলো কীভাবে সর্বত্র মানুষের উদ্বেগের বিষয়গুলোর উপর আলোকপাত করে। এই অনুশীলনটি আরও ভালো ফল দেবে যদি, বইটি অধ্যয়ন চলাকালীন, শিক্ষক প্রতিটি সদস্যকে একটি বিবৃতি এবং এমন দু-একজন ব্যক্তিকে বেছে নিতে সাহায্য করতে পারেন যাদের সাথে এর অন্তর্ভুক্ত ধারণাগুলো নিয়ে আলোচনা করা যায়। এইভাবে, অংশগ্রহণকারীদের জন্য সময় বরাদ্দ করা যেতে পারে, যখন তারা একসাথে মিলিত হবে, তখন তারা একে অপরের কাছে তাদের করা কথোপকথনের গতিপ্রকৃতি বর্ণনা করার জন্য।

এই ইউনিটের প্রতিটি বিবৃতির জন্য, মুখস্থ করার উদ্দেশ্যে বাহা'উল্লাহর বাণী থেকে কয়েকটি অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। রুহি ইনস্টিটিউট মুখস্থ করার উপর যে গুরুত্ব আরোপ করে, যা এই সিরিজের প্রথম বইতেই স্পষ্ট ছিল, তা দ্বিতীয় বইতে আরও প্রকট হয়ে ওঠে। এটা ধরে নেওয়া হয় যে, এতদিনে অংশগ্রহণকারীরা বাণীর বিভিন্ন অংশ বারবার স্মরণ করার মাধ্যমে যে আধ্যাত্মিক পুষ্টি লাভ করেন, সে বিষয়ে সচেতন। সুতরাং, এই বইতে তারা মানব হৃদয়ের উপর ঈশ্বরের বাণীর প্রভাব নিয়ে আরও গভীরভাবে চিন্তা করবেন এবং তৃতীয় ইউনিটে, দ্বিতীয় ইউনিটের মতোই, তারা বাণীতে প্রাপ্ত নীতি ও ধারণাগুলো তাদের বক্তৃতায় উপস্থাপন করতে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সরাসরি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করতে শিখবেন। শিক্ষাসমূহকে নির্ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা এবং সেগুলোকে তাদের বিশুদ্ধ রূপে অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়া, সেইসব সক্ষমতার মধ্যে অন্যতম যা আমরা সেবার পথে চলার সময় অর্জন করতে চাই। 'আব্দুল-বাহা'র ব্যাখ্যাসমূহ অধ্যয়ন করা এবং তিনি যেভাবে তা প্রকাশ করেছেন, সেভাবে প্রকাশ করার চেষ্টা করা যে একটি চমৎকার সূচনা, এই মূলনীতিটিই দ্বিতীয় ইউনিটের কাঠামোর ভিত্তি।

উপরে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, "জ্ঞানগভীর বিষয়াবলী" শিরোনামের তৃতীয় অধ্যায়টি এই বইয়ে আলোচিত সেবামূলক কাজের দিকে দৃষ্টিপাত করে—অর্থাৎ, সম্প্রদায়ের জীবনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় আলোচনায় অংশ নেওয়ার সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যে বন্ধু ও প্রতিবেশীদের বাড়িতে যাওয়া। এই অধ্যায়ে তিন ধরনের কথোপকথনের পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং প্রতিটির জন্য নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রথম ধরনের কথোপকথনটি একটি গ্রাম বা এলাকার বাসিন্দাদের সাথে পদ্ধতিগত পরিদর্শনের একটি

কর্মসূচির মাধ্যমে অন্বেষণ করার জন্য একাধিক বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। যদিও বর্ণিত বিষয়বস্তু বিভিন্ন উপায়ে আগ্রহী শ্রোতাদের সাথে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে, তবুও বিষয়বস্তুগুলোর মূল উদ্দেশ্য—একটি পরিবারের সদস্যদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে তাদের জ্ঞান গভীর করার সুযোগ প্রদান করা—সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক থাকে। সুতরাং, অধ্যায়টির বৃহত্তর অংশ এই ধরনের কথোপকথনের জন্য উৎসর্গ করা হয়েছে।

তবুও, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে গৃহ পরিদর্শনের এই প্রথাটি নতুন মাত্রা লাভ করেছে, বিশেষ করে যখন গ্রাম থেকে শুরু করে শহুরে মহল্লা পর্যন্ত ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর ভৌগোলিক এককগুলিতে এমন ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে যারা গৃহশিক্ষক, জুনিয়র ইয়ুথ গ্রুপের এনিমেটর এবং শিশু ক্লাস শিক্ষক হিসেবে কাজ করতে পারেন। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই প্রথাটি কেবলমাত্র ধর্মবিশ্বাসের জ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্যেই অপরিহার্য বলে প্রমাণিত হয়নি; এটি জুনিয়র ইয়ুথদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতায়ন এবং শিশুদের আধ্যাত্মিক শিক্ষার কর্মসূচিগুলির সফল বাস্তবায়নের জন্যও অত্যাবশ্যক। এক্ষেত্রে যা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা হলো, এই দুটি কর্মসূচির জুনিয়র ইয়ুথদের অভিভাবকদের কাছে এনিমেটর ও শিক্ষকদের নিয়মিত পরিদর্শন করা প্রয়োজন, যাতে সেই কর্মসূচিগুলোকে রূপদানকারী ধারণা ও পদ্ধতিগুলো নিয়ে আলোচনা করা যায়। এই ধরনের আলোচনা দ্বিতীয় প্রকারের কথোপকথন গঠন করে, যা ১৪ এবং ১৫ নং অনুচ্ছেদে পরীক্ষা করা হয়েছে। এই অনুচ্ছেদগুলিতে আলোচিত বিষয়বস্তু ব্যাপক নয়, কারণ অংশগ্রহণকারীরা ভবিষ্যতের কোর্সগুলিতে এই দুটি শিক্ষামূলক কর্মসূচির সাথে আরও অনেক বেশি পরিচিত হবেন। কিন্তু এই ধরনের কথোপকথনের তাৎপর্য সম্পর্কে তাদের সচেতন হওয়া এবং শিশু ক্লাসের শিক্ষক ও জুনিয়র ইয়ুথ গ্রুপের এনিমেটরদের অভিভাবকদের সাথে তাদের সাক্ষাতে সঙ্গ দেওয়া এই প্রাথমিক পর্যায়ে অত্যন্ত ফলপ্রসূ হতে পারে।

এই ইউনিটে পরিকল্পিত তৃতীয় এক ধরনের কথোপকথন একটি অত্যন্ত বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করে। বহু জুনিয়র ইয়ুথ এমন পথের সন্ধান করছে যার মাধ্যমে বিশ্বের মঙ্গলে অবদান রাখার তাদের তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেতে পারে। তারা সমাজ পরিবর্তনের এক বিশাল সম্ভাবনার ভান্ডার, যা উন্মোচিত হওয়ার অপেক্ষায়, বরং আকুলভাবে আকুল। সমবয়সীদের মধ্যে এমন একটি কথোপকথন, যেখানে তারা যৌবনকালের অনন্য সুযোগ ও দায়িত্বগুলো নিয়ে চিন্তা করে, যা তার সমস্ত শক্তি ও অসাধারণ সম্ভাবনা নিয়ে হাজির হয়, তা প্রায়শই সেবামূলক কাজের বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করতে পারে এবং বিশ্বজুড়ে গ্রাম ও পাড়া-মহল্লায় চলমান কাজের প্রতি আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে পারে। ফলস্বরূপ, অনেকেই ইনস্টিটিউটের কোর্সগুলোতে যোগদানের আমন্ত্রণকে স্বাগত জানাবে, যার মাধ্যমে তারা শিশু ক্লাস শিক্ষক এবং জুনিয়র ইয়ুথ গ্রুপের এনিমেটর হিসেবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রদানের সক্ষমতা অর্জন করতে পারবে। ৯ এবং ১০ নং অনুচ্ছেদে এই ধরনের কথোপকথনে অন্বেষণযোগ্য কিছু ধারণা তুলে ধরা হয়েছে।

ব্যক্তিদের অর্থপূর্ণ কথোপকথন শুরু করতে ও তা বজায় রাখতে সক্ষম করে এমন দক্ষতাগুলোকে শক্তিশালী করার জন্য, এই ইউনিটটিকে অবশ্যই শুধু ব্যাপক বিষয়বস্তু এবং তার সংশ্লিষ্ট উপাদানের পরামর্শের বাইরে যেতে হবে। স্পষ্টতার সাথে ধারণা প্রকাশ করার ক্ষমতা ছাড়াও, অংশগ্রহণকারীদের প্রয়োজনীয় মনোভাব এবং আধ্যাত্মিক গুণাবলী বিকশিত করতে হবে। এই ইউনিটে উন্মোচিত হওয়া বিবরণের বেশিরভাগেরই ভিত্তি হলো এগুলো, কিন্তু আলোচ্য দক্ষতাগুলোর ক্ষেত্রে এদের গুরুত্ব সুস্পষ্ট করা হয়েছে চতুর্থ পরিচ্ছেদে, যেখানে অংশগ্রহণকারীরা চিন্তা করে যে একটি পরিদর্শনের প্রস্তুতির জন্য আমাদের হৃদয় ও মনকে কী ধরনের অনুভূতি ও চিন্তায় পূর্ণ করা উচিত, এবং পঞ্চম পরিচ্ছেদে, যেখানে তারা নম্রতার গুণ নিয়ে চিন্তা করে। শিক্ষক নিশ্চিত করতে চাইবেন যে অংশগ্রহণকারীরা এই পরিচ্ছেদগুলোতে যথেষ্ট মনোযোগ দেয়, কারণ আমরা যতই জ্ঞান অর্জন করি না কেন, যতই ভালোভাবে ধারণা প্রকাশ করতে পারি না কেন, আমাদের কথোপকথনের কার্যকারিতা নির্ভর করবে আমরা সেগুলোতে যে গুণাবলী ও মনোভাব নিয়ে আসি তার উপর।

উল্লেখ্য যে, এই বই সিরিজে বর্ণিত সেবামূলক কাজগুলো, যদিও একটি সম্প্রদায়ের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য অপরিহার্য, সর্বোপরি এগুলো এমন একটি প্রক্রিয়ার অংশ যা অধ্যয়ন ও কর্মের মাধ্যমে ব্যক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে চায়। প্রত্যেক শিক্ষকের যা উপলব্ধি করা উচিত তা হলো, এই কাজগুলো একে অপরের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে এবং অষ্টম বই থেকে পরবর্তী বই পর্যন্ত এগুলোর জটিলতা বৃদ্ধি পায়। প্রতিটি সেবামূলক কাজ কার্যকরভাবে সম্পাদন করতে শেখা পরবর্তী কাজগুলো সম্পাদনের

জন্য প্রয়োজনীয় সক্ষমতা অর্জনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়। এই বইয়ে যেমন প্রস্তাব করা হয়েছে, একটি বাড়িতে বেশ কয়েকবার পরিদর্শনের সময় একটি চলমান কথোপকথন বজায় রাখা, প্রথম বইয়ে উৎসাহিত করা কার্যকলাপের চেয়ে স্পষ্টতই বেশি শ্রমসাধ্য, যা হলো একা বা কয়েকজনের সহযোগিতায় একটি নিয়মিত ভক্তিমূলক সমাবেশের আয়োজন করা। এবং এটা বোঝা কঠিন নয় যে, সামনের আরও জটিল সেবামূলক কাজগুলো সম্পন্ন করার জন্য অংশগ্রহণকারীদের এখানে আলোচিত সক্ষমতাগুলোতে অগ্রসর হওয়া অপরিহার্য হবে।

প্রথম বইয়ের সূচনা বক্তব্যে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, বিশ্বজুড়ে ইনস্টিটিউটের কোর্সগুলোতে অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন প্রেক্ষাপট থেকে আসেন এবং প্রাথমিকভাবে বাহা'ই শিক্ষার সাথে তাদের পরিচিতির মাত্রা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এই দ্বিতীয় বইটি শুরু করার সময়, তারা প্রত্যেকেই কোর্সগুলোর মাধ্যমে উন্মোচিত সেবার পথে যাত্রা শুরু করে ফেলবে। কিন্তু কিছু পার্থক্য থেকেই যায়। উদাহরণস্বরূপ, তরুণদের ক্ষেত্রে, যদি তারা শিশু ও জুনিয়র ইয়ুথদের জন্য শিক্ষামূলক কর্মসূচিতে অংশ না নিয়ে থাকে, তবে বইটিতে উপস্থাপিত অনেক বক্তব্য ও বিষয়বস্তু তাদের কাছে নতুন হবে এবং এর অধ্যয়ন তাদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে নিজেদের জ্ঞানকে গভীর করার একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে। এই ক্ষেত্রে টিউটরের উচিত দলের প্রত্যেক সদস্যের মধ্যে বোঝাপড়া গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় নমনীয়তা ও সৃজনশীলতা প্রদর্শনে প্রস্তুত থাকা, এবং একই সাথে এটিও নিশ্চিত করা যে কোর্সের মূল উদ্দেশ্য—অংশগ্রহণকারীদেরকে অর্থপূর্ণ ও অনুপ্রেরণাদায়ক কথোপকথনে যুক্ত হতে সক্ষম করা—যেন অর্জিত হয়। অধিকন্তু, হাজার হাজার এলাকায় যেখানে বইটি ব্যবহৃত হচ্ছে, সেখানে সম্প্রদায়-গঠন প্রক্রিয়া—যেটিতে এই তিনটি ইউনিট অবদান রাখতে চায়—উন্নয়নের একই পর্যায়ে নেই। সুতরাং, যা শেখা হচ্ছে তা কাজে লাগানোর বিষয়টি এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় কিছুটা ভিন্ন রূপ নিতে পারে, এবং এটিও সেই যত্ন ও পুঙ্খানুপুঙ্খতার একটি ইঙ্গিত দেয়, যার সাথে একজন টিউটর একটি দলকে এই পৃষ্ঠাগুলোর মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় প্রত্যেক সদস্যের চাহিদার প্রতি সাড়া দিতে হয়।

শিক্ষাদানের আনন্দ

উদ্দেশ্য

উপলব্ধি করতে হবে যে, শিক্ষাদানের আনন্দ
অন্যদের সঙ্গে ঈশ্বরের বাণী ভাগ করে
নেওয়ার মধ্যে বিরাজ করে

পরিচ্ছেদ ১

সেবার জন্য জাগ্রত হওয়া রুহি ইন্সটিটিউট কর্তৃক প্রদত্ত ধারাবাহিক কোর্সগুলোর বিন্যাসে দ্বিতীয়, যা অধ্যয়ন এবং কর্মকান্ড সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা চালায়। এর লক্ষ্য হলো যখন আপনারা একটি দ্বিমুখী উদ্দেশ্য পূরণ করতে চেষ্টা করছেন তখন সেবার পথে প্রবেশে আরও এগিয়ে যাওয়ার জন্য আপনাদের সাহায্য করা: আপনাদের নিজস্ব আধ্যাত্মিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশকে বৃদ্ধি করা এবং সমাজের রূপান্তরে অবদান রাখা। প্রথম কোর্সে আপনাদের অংশগ্রহণ থেকে, আপনারা ইতিমধ্যে অবশ্যই উপলব্ধি করছেন যে, আমরা যে পথের কথা উল্লেখ করছি, সেটি একগুচ্ছ সেবামূলক কাজের দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে, যে কাজগুলো আমরা বাহা'উল্লাহর লেখনাবলীতে বর্ণিত একটি নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার লক্ষ্যের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সম্পাদন করি। সুতরাং আমরা যাকে "সেবার পথে চলা" বলি, তার অনেকটাই হলো তাঁর শিক্ষাগুলোকে আমাদের নিজেদের জীবনে ও মানবজাতির জীবনে প্রয়োগ করার প্রচেষ্টা। এগুলো তিনি স্বয়ং তাঁর প্রত্যাদেশ সম্পর্কে এভাবে বলেছেন:

> **"হে আমার সেবকগণ! আমার পবিত্র, তথা আমার দিব্য আদেশের প্রত্যাদেশকে মহাসাগরের সাথে তুলনা করা যেতে পারে, যার গভীরে মহামূল্যবান এবং বিস্ময়কর ঔজ্জ্বল্যের অসংখ্য মুক্তা লুক্কায়িত রয়েছে। প্রত্যেক অনুসন্ধানকারীর কর্তব্য হলো নিজেকে কর্ম-তৎপর করে তোলা এবং এই মহাসাগরের তটে পৌঁছানোর জন্য কঠোর চেষ্টা করা, যাতে সে তার অনুসন্ধানের আগ্রহ এবং তার গৃহীত উদ্যমের সমানুপাতে এরূপ লাভের অংশ প্রাপ্ত হতে পারে, যা ঈশ্বরের অপরিবর্তনীয় এবং প্রচ্ছন্ন লিপিতে পূর্ব হতেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে।"**[১]

এই প্রথম ইউনিটে, আমাদের চিন্তাভাবনাগুলো আনন্দের দিকে নিয়ে যায়, যা আমাদের হৃদয়গুলো পূর্ণ করে যখন আমরা জ্ঞানের মণিমুক্তাগুলো খুঁজে পাই, যা বাহা'উল্লাহর প্রত্যাদেশের মহাসাগরে অবস্থান করে এবং অন্যদের সঙ্গে তা ভাগ করে নিই। ১নং বইয়ে আপনাদের অধ্যয়ন থেকে ইতিমধ্যে, আপনারা দেখেছেন তাঁর শিক্ষাসমূহে পাওয়া দিব্য পথ-নির্দেশনার মণিমুক্তাগুলো কতটা অতি চমৎকাররূপে সুন্দর। এখন আরও কিছু উদ্ধৃতির বিষয়ে মনোনিবেশ করা যাক:

> **"ঈশ্বরের উক্তি হলো একটি বাতি, যার অর্থ হ'ল এ কথাসমূহ: তোমরা একই গাছের ফল এবং একই শাখার পত্রসমূহ।"**[২]
>
> **"ন্যায়পরায়ণতা আমার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম; যদি তুমি আমাকে আকাংখা কর, তবে ইহা হতে বিমুখ হইও না এবং একে অবহেলা করো না, যেন আমি তোমার উপর আমার বিশ্বাস ন্যস্ত করতে পারি।"**[৩]
>
> **"তুমি যে যুগে বাস করছো সেই যুগের চাহিদাগুলো সম্পর্কে উৎকণ্ঠার সাথে চিন্তা কর এবং এর প্রয়োজনসমূহ ও সংকটসমূহের উপর তোমার আলাপ-আলোচনা কেন্দ্রীভূত কর।"**[৪]
>
> **"একটি চির প্রগতিশীল সভ্যতাকে অগ্রগতি দানের জন্য সমগ্র মানবজাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে।"**[৫]
>
> **"পৃথিবী এগিয়ে চলে এবং যা এখানে চিরন্তন তা হলো ঈশ্বরের ভালোবাসা।"**[৬]
>
> **"তুমিই আমার প্রদীপ এবং আমার আলোক তোমারই মধ্যে। অতএব, সেখান হতে আলোকপ্রাপ্ত হও এবং আমাকে ব্যতীত অপর কাউকে অন্বেষণ করো না, কারণ তোমাকে আমি ধনবানরূপে সৃষ্টি করেছি এবং প্রচুর অনুগ্রহ তোমার ওপর বর্ষণ করেছি।"**[৭]

আপনারা ইচ্ছা করলে সময়ের সাথে এই সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদসমূহ মুখস্থ' করতে পারেন।

পরিচ্ছেদ ২

এ ইউনিটের প্রধান ভাবনার উপর আপনাদের আলোচনাগুলো আরম্ভ করার সময় পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত প্রথম অনুচ্ছেদটি পুনরায় পড়ুন এবং নিচের অনুশীলনীগুলো সম্পাদন করুণ।

১। নিচের বাক্যগুলো সম্পূর্ণ কর:

(ক) এটা আমাদের কর্তব্য নিজেদের________________এবং বাহাউল্লাহর প্রত্যাদেশের মহাসাগরের________________জন্য ________________ করা।

(খ) বাহাউল্লাহর প্রত্যাদেশের মহাসাগরের তীরসমূহে আমাদের পৌঁছাতে চেষ্টা করা উচিত যাতে আমরা এরকম________________যা ঈশ্বরের অপরিবর্তনীয় এবং নিহিত ফলকলিপিসমূহে পূর্বনির্ধারিত হয়েছে।

(গ) বাহা'উল্লাহর প্রত্যাদেশের মহাসাগর থেকে যে লাভের অংশ আমরা প্রাপ্ত হবো তা________________ ________________এর সমানুপাতিক হবে।

২। নিজেকে "সক্রিয়" করে তোলার অর্থ কী? ________________

____

৩। কোনো কিছু অর্জন করার "কঠোর প্রচেষ্টার" অর্থ কী? ________________

____

৪। প্রত্যেক অনুসন্ধাকারীকে কিছু অর্জন করার জন্য কী করতে হবে? ________________

____

৫। একটি বিষয়ের অন্যটির সঙ্গে "সমানুপাতিক" হওয়ার অর্থ কী? ________________

____

৬। বাহাউল্লাহ আমাদের বলেছেন যে, আমরা তাঁর প্রত্যাদেশের মহাসাগরের সুফলগুলো আমাদের কাজে লাগানো প্রচেষ্টাগুলোর সমানুপাতিকভাবে লাভ করব।

(ক) আমাদের এমন কিছু প্রচেষ্টার উদাহরণ দাও, যার ফলে আমরা এই সুফলগুলো লাভ করবো: ________________

____

____

____

____

____

____

(খ) আমাদের পাওয়া সুফলগুলোর কিছু দৃষ্টান্ত দাও: ________________

____

____

____

____

____

____

পরিচ্ছেদ ৩

আমরা জানি যে, বাহা'উল্লাহর মহাপ্রকাশ একটি মহাসাগরের মতো, যার গভীরে রয়েছে অপরিমেয় মূল্যের মণিমুক্তাসমূহ, আমরা প্রত্যেকে এর সুফলগুলোর অংশীদার হতে চূড়ান্ত প্রচেষ্টা করি এবং এর তীরে পৌঁছাতে অন্যদের সাহায্য করি। কিন্তু মহাসাগরের এই তীরসমূহ আমাদের থেকে কত দূরে? বাহা'উল্লাহ ঘোষণা করেন:

> **"হে আমার সেবকগণ! এক এবং অদ্বিতীয় সত্য ঈশ্বর আমার সাক্ষী। এই বিশাল, এই অতল তরঙ্গায়িত মহাসাগর অতি নিকটে, বিস্ময়করভাবে তোমার নিকটে। দেখ, ইহা তোমার জীবন-শিরা অপেক্ষা তোমার আরও কাছে। তুমি যদি ইচ্ছা কর তোমার চোখের পলক ফেলার দ্রুততায় তুমি ইহার নিকট পৌঁছাইতে পার এবং অবিনশ্বর অনুগ্রহ, ঈশ্বরের দেওয়া কৃপা, এই অক্ষয় উপহার, এই সর্বশক্তিশালী এবং অনির্বচনীয় মহৎ দানের অংশ প্রাপ্ত হতে পার।"[৮]**

১। "এই বিশাল, এই অতল তরঙ্গায়িত মহাসাগর" ব্যাক্যাংশগুলো কী নির্দিষ্ট করে? ______________________________

____

২। এই মহাসাগর আমাদের কতটা কাছে? ____

____

৩। কত তাড়াতাড়ি আমরা এই মহাসাগরে পৌঁছাতে পারি? ______________________________________

____

৪। নিচের বাক্যগুলো সম্পূর্ণ কর:

(ক) বাহা'উল্লাহর প্রত্যাদেশের মহাসাগর অতি নিকটে____________________আমাদের নিকটে।

(খ) বাহা'উল্লাহর প্রত্যাদেশের মহাসাগর আমাদের জীবন-শিরা অপেক্ষা____________________কাছে।

(গ) আমরা যদি ইচ্ছা করি তাঁর প্রত্যাদেশের মহাসাগরের নিকট____________________দ্রুততায় যেতে পারি এবং ____________________, ____________________, ____________________, ____________________, ____________________এবং ______________________________ হই।

(ঘ) আমরা যদি ইচ্ছা করি আমরা ____যাই এবং তাঁর প্রত্যাদেশের মহাসাগরে পৌঁছাতে ও তার অংশীদার হতে পারি।

পরিচ্ছেদ ৪

বাহা'উল্লাহর প্রত্যাদেশের মহাসাগরের তীরে পৌঁছে আমরা এর মূল্যবান রত্নরাজি থেকে এবং উদারভাবে ও নিঃশর্তভাবে অন্যদের সঙ্গে এর দিব্য পথনির্দেশিকার মুক্তাগুলো ভাগ করে নিই, যা আমরা নিয়ত আমাদের নিজস্ব অধ্যয়নে, প্রার্থনায় এবং মনোসংযোগে তাঁর ধর্মের এবং মানবতার সেবায় আমাদের প্রচেষ্টাগুলোতে আহরণ করি। আপনারা ইচ্ছা করলে নিচের অনুচ্ছেদটি মুখস্থ করতে কিছুটা সময় নিতে পারেন, যা এই কর্তব্যের পবিত্রতার একটি অবিরাম স্মারক।

> **"হে ঈশ্বরের পথের পথিক! তাঁর কৃপা মহাসমুদ্র হতে নিজ অংশ গ্রহণ কর এবং এর গভীরে প্রচ্ছন্ন বস্তুগুলো হতে নিজেকে বঞ্চিত করো না। তাদের মতো হও যারা এর সঞ্চিত সম্পদের অংশগুলো গ্রহণ করেছে। এই মহাসাগরের এক শিশির বিন্দু যদি স্বর্গ ও পৃথিবীর সকলের উপর বর্ষিত হয় তা তাদেরকে সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ ও মহাপ্রাজ্ঞ ঈশ্বরের আশির্বাদ দ্বারা সমৃদ্ধ**

করার পক্ষে পর্যাপ্ত হবে। ত্যাগের হস্ত দ্বারা এর জীবনদায়ী জল গ্রহণপূর্বক সমগ্র সৃষ্ট বস্তুর উপর তা সিঞ্চন কর, যাতে তারা মনুষ্য নির্মিত সব সীমাবদ্ধতা থেকে বিশোধিত হতে পারে এবং পবিত্র ও জ্যোতির্ময় পুতঃপবিত্র আলয়ে ঈশ্বরের ক্ষমতাশালী সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হতে পারে।"[৯]

পরিচ্ছেদ ৫

আমরা যখন ইন্সটিটিউট কোর্সগুলোর মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাই এবং সেগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় অধ্যয়ন ও কাজগুলো করি, তখন আমাদের সেবার সামর্থ্য বাড়তে থাকে এবং আমরা এমন সেবামূলক কাজগুলো করতে সক্ষম হই, যা আমাদের হৃদয়ে পরম আনন্দ বয়ে আনে এবং আমাদের দ্বৈত উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে সাহায্য করে। যেমন শিশুদের আধ্যাত্মিক শিক্ষার জন্য ক্লাস নেওয়া, জুনিয়র ইয়ুথদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতায়নের জন্য একটি কর্মসূচিতে সংযুক্ত থাকা এবং বন্ধুদের একটি গ্রুপকে প্রধান অনুক্রমের বইগুলো অধ্যয়নে সাহায্য করা। এই পুরো যাত্রাপথে ঈশ্বরের বাণী, যা আমরা তরুণ ও প্রবীণ নির্বিশেষে সকলের সাথে ভাগ করে নিই, সেটি হয়ে উঠে আমাদের অনুপ্রেরণার অবিচল উৎস। অতএব এর শক্তি এবং মানব হৃদয়ের উপর এর প্রভাব নিয়ে আমাদের প্রায়শই ধ্যান করা উচিত। নিচের উদ্ধৃতিতে এই শক্তির বিষয়ে বাহা'উল্লাহ বলেন:

"ঈশ্বরের বাণীকে চারাগাছের সাথে তুলনা করা যেতে পারে, যার শিকড় মানব হৃদয়ে রোপণ করা হয়েছে। জ্ঞানের জীবন্ত বারি এবং পবিত্র বাণীর দ্বারা এর বৃদ্ধিকে পরিপুষ্ট করার ভার তোমার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে, যাতে এর শিকড়গুলো দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর শাখা-প্রশাখাগুলো যেন স্বর্গ ও তৎ ঊর্ধ্বে প্রসারিত হয়।"[১০]

১। ঈশ্বরীয় বাণীর সাথে কীসের তুলনা করা যেতে পারে? ____________________

____

২। ঐশ্বরিক জ্ঞানবৃক্ষের শিকড় কোথায় রোপণ করা হয়েছে? ____________________

____

৩। আমরা কিভাবে এই বৃক্ষের বৃদ্ধিকে পরিপুষ্ট করব? ____________________

____

৪। এই বৃক্ষটি কত উচ্চতা পর্যন্ত বাড়তে পারে? ____________________

____

৫। ঈশ্বরীয় বাণী অন্যদের সঙ্গে ভাগ করা কেন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ তা কয়েকটি বাক্যে ব্যাখ্যা কর।

____

____

____

____

____

পরিচ্ছেদ ৬

আসুন আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন কার্যকলাপের কথা ভাবি। আমরা আমাদের শরীরকে পুষ্টি যোগাই। আমরা নতুন জ্ঞান অর্জন করতে এবং আমাদের মানসিক ক্ষমতা প্রসারিত করতে অধ্যয়ন করি। আমরা কাজ করি এবং এমন দক্ষতা অর্জন করি যা আমাদের সমাজের সৃজনশীল সদস্য হিসেবে জীবনযাপন করতে সক্ষম করে। আমরা খেলাধুলা ও বিনোদনে অংশ নিই। এই ধরনের অসংখ্য কার্যকলাপ, যা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক অগ্রগতি এবং বস্তুগত কল্যাণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, এসব আমাদের সময়ের একটি বড় অংশ জুড়ে থাকে। কিন্তু তারপরেও প্রতিটি দিনে এমন কিছু বিশেষ মুহূর্ত আসে, যা আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ, যখন আমরা প্রার্থনায় মগ্ন হই; যখন আমরা একা বা বন্ধুদের সাথে ঐশ্বরিক শিক্ষার জ্ঞানকে গভীর করি; অথবা যখন, অগণিত উপায়ের যেকোনো একটিতে, আমরা আমাদের চারপাশের মানুষদের বাহা'উল্লাহর প্রত্যাদেশের মহাসাগরে লুকানো মুক্তা আবিষ্কার করতে সাহায্য করি। এই মুহূর্তগুলো কি অপরিসীম মূল্যবান নয়? এই স্বর্গীয় আশীর্বাদে অংশ নিতে পারার চেয়ে বড় আনন্দ আর কী হতে পারে?

আমাদের সর্বদা মনে রাখা উচিত, কীভাবে 'আব্দুল-বাহা আমাদেরকে মানবজাতির উন্নয়নে নিজেদের উৎসর্গ করতে উৎসাহিত করেছিলেন:

"আমরা সবাই একটি দিব্য উদ্দেশ্যে একতাবদ্ধ, আমাদের কোন পার্থিব ইচ্ছা নেই এবং আমাদের সর্বাপেক্ষা প্রিয় আকাংখা হলো বিশ্বব্যাপী ঈশ্বরের ভালবাসা ছড়িয়ে দেয়া।"[১১]

ধরুন, প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে মুখস্থ করা কোনো একটি উদ্ধৃতি বন্ধুর সাথে ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ আপনার সামনে এলো। আপনার হৃদয়ের এই আনন্দ কোথা থেকে আসে? স্বাভাবিকভাবেই, আপনি আশা করেন যে বাহা'উল্লাহর কথায় আপনার বন্ধু অনুপ্রাণিত হবে। কিন্তু যদি সে আপনাকে প্রত্যাশিত উৎসাহ না দেখায়? আপনার হৃদয়ের আনন্দ কি কেবলই অদৃশ্য হয়ে যায়? কেন নয়?

পরিচ্ছেদ ৭

যখন আমরা উপলব্ধি করি যে, আমাদের জীবনে করা সমস্ত কাজের মধ্যে, অন্যদের সাথে ঈশ্বরের বাণী ভাগ করে নেওয়ার মুহূর্তগুলো বিশেষ আশীর্বাদে পরিপূর্ণ, তখন আমরা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হই: সেবাদানের মাধ্যমে আমরা যে আনন্দ লাভ করি তা সেই কাজের মধ্যেই নিহিত। আমরা অবশ্যই আশা করি যে, আমাদের সেবামূলক কাজগুলো যোগ্য ফল দেবে, কিন্তু যদি আমরা ফলাফলের প্রতি অতিমাত্রায় আসক্ত হই, যদি আমরা প্রশংসা বা সমালোচনায় অতিরিক্ত প্রভাবিত হই, তবে আমরা শিক্ষাদানের আনন্দ হারিয়ে ফেলব। যা আমাদের সেবাদানের কাজে অনুপ্রাণিত করে তা হলো ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা, সেটি সাফল্য লাভ করার বাসনায় নয়, সুফল লাভ বা স্বীকৃতি অর্জনের আকাংখায় নয়। এই সমস্ত কিছু থেকে অনাসক্তিই আনন্দময় সেবার পূর্বশর্ত। নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিগুলো অধ্যয়ন করলে এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করতে আপনাকে সাহায্য করবে:

"হে দুই চক্ষু বিশিষ্ট মানব! একটি চক্ষু বন্ধ কর এবং অপর চক্ষু উন্মুক্ত কর। একটি বন্ধ কর অর্থাৎ পৃথিবী ও পৃথিবীতে যারা ও যা আছে তাদের হতে। অপরটি উন্মুক্ত কর অর্থাৎ প্রেমাস্পদের পবিত্র সুষমার দিকে।"[১২]

"হে বন্ধুগণ! অনন্ত সুষমা পরিত্যাগ করে নশ্বর সৌন্দর্যের দিকে অগ্রসর হয়ো না। এবং এ নশ্বর ধূলির সংসারের প্রতি তোমার অন্তরে আসক্তি স্থাপন করো না।"[১৩]

"হে প্রকাশের সন্তান! আমার মুখমণ্ডলের দিকে তোমার মুখ ফিরাও, এবং আমি ব্যতীত অন্য সব কিছু হতে তোমার মুখ ফিরিয়ে নাও, কারণ আমার রাজত্ব চিরস্থায়ী, এটি কখনও বিনষ্ট হবে না। এবং আমার সাম্রাজ্য সনাতন, এটি কখনও পরিবর্তিত হবে না। এবং যদি তুমি আমাকে ব্যতীত অপরকে অন্বেষণ কর, তবে তুমি কখনও কৃতকার্য হবে না—যদিও তুমি অনাদি অনন্তকাল যাবৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অন্বেষণ কর।"[১৪]

"হে বন্ধুতে পরিণত হওয়া আগন্তুক! তোমার হৃদয়-বর্তিকা আমার পরাক্রমের হস্ত দ্বারা প্রজ্জ্বলিত; বাসনা ও রিপুর প্রতিকুল বায়ু দ্বারা একে নির্বাপিত করো না। এবং আমার স্মরণই তোমার সব রোগের আরোগ্যকারী চিকিৎসক; তা কখনও ভুলিও না। আমার প্রেমকে তোমার মূলধন স্বরূপ কর, এবং ইহাকে তোমার চক্ষু ও জীবনতুল্য মূল্যবান মনে কর।"[১৫]

"নিরাসক্তি হলো সূর্যের ন্যায়; যে হৃদয়ের মধ্যে ইহা আলো বিকীর্ণ করেছে। যার দৃষ্টি জ্ঞানের আলো দ্বারা প্রকাশিত সে অবশ্যই জগৎ এবং জগতের অহংকার হতে নিজেকে নিরাসক্ত করবে...জগৎ এবং এর নীচতা যেন তোমাকে দুঃখ দিতে না পারে। সুখী সেই যাকে ঐশ্বর্য বৃথা গৌরবে, দারিদ্র দুঃখে পরিপূর্ণ করতে পারে না।"[১৬]

১। জগৎ থেকে নিরাসক্ত হওয়ার অর্থ কী সন্ন্যাসীদের মতো জীবন-যাপন করা? ____________________।

২। একই সময়ে জগৎ থেকে নিরাসক্ত হওয়া এবং জগতের বস্তুগুলোর অধিকারী হওয়া কী সম্ভব?

____

৩। যে ব্যক্তি তার জীবনের প্রতিটি ঘন্টা বস্তুতপক্ষে তার নিজের কাজে উৎসর্গ করে সে কী জগতের বস্তুগুলো থেকে নিরাসক্ত? ____

৪। একজন ব্যক্তি যে তার জীবনের কেবল মূল চাহিদাগুলো মেটানোর জন্য কাজ করে এবং বাকি সময় কিছু করে না, সে ব্যক্তিটি কি জগৎ থেকে নিরাসক্ত? ____

৫। একজন ব্যক্তি সেবার ক্ষেত্রে পার্থিব চাহিদাগুলো বর্জন করতে অসমর্থ হলে, সে ব্যক্তিটি কী জগত থেকে নিরাসক্ত?

____

৬। বস্তুগত সম্পদ ছাড়াও এমন অনেক কিছু আছে যার প্রতি আমরা আসক্ত হতে পারি। আপনি যদি এমন একজন ব্যক্তি হতেন যিনি:

- যখন সে কোন সেবামূলক কাজ করে এবং কেউ তার কাজের স্বীকৃতি জানায় না, তখন কি সে কাজ ছেড়ে দিতে চায়? ____
- যখন কেউ তার দেওয়া ধারণাগুলো গ্রহণ করে না, তখন কি সে হতাশা বোধ করে? ____________________

  ____
- অন্যদের প্রত্যাক্ষানের ভয়ে নিজের বিশ্বাস লুকাতে চায়? ____

  ____

৭। নিরাসক্তি মানে উদাসীনতা বা যত্নের অভাব নয়। নিচের কোনটি নিরাসক্ত না হওয়ার লক্ষণ হতে পারে?

____ অন্যদের অগ্রগতি দেখে আনন্দ লাভ

____ যখন কয়েকজন শিশু দুষ্টমি করে তখন ক্লাসে পড়ানো বন্ধ করা

____ নিজের অর্জিত গুণাবলীর বড়াই করা

____ প্রচুর পড়াশোনা করা ও নিজের অগ্রগতিতে সন্তুষ্ট থাকা

____ সার্বজনীন মঙ্গলের জন্য নিজের সামর্থ্য বাড়াতে কঠোর পরিশ্রম করা

____ নিজের কাজের উৎকৃষ্টতার জন্য কঠোর পরিশ্রম করা

____ পরিছন্নতা বজায় রাখা এবং পরিষ্কার ছিমছাম বাড়ি আগলানো

____ নিজের জিনিসপত্রগুলোর যত্ন নেয়া

____ অন্যদের মঙ্গলসাধনে সযত্ন হওয়া

____ হতাশ হয়ে পড়া, যখন প্রচেষ্টাসমূহের প্রশংসা না আসে

৮। আমাদের প্রত্যেকের জন্য নিরাসক্তি এতো গুরুত্বপূর্ণ যে, আপনারা এই পরিচ্ছেদে থাকা সব উদ্ধৃতিগুলো মুখস্থ করতে পারেন।

পরিচ্ছেদ ৮

মানবতার সেবায় এক আনন্দময় জীবনের সুফল লাভ করতে হলে, আমাদের অবশ্যই প্রচেষ্টা করতে ইচ্ছুক হতে হবে, এবং আমাদের এই প্রচেষ্টার জন্য কিছুটা ত্যাগের প্রয়োজন হতে পারে। আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রায়শই "ত্যাগ" শব্দটি ব্যবহার করি। যদি কোনো বন্ধু খুব ভোরে আমাদের বাসায় বেড়াতে আসে, আমরা তাকে আনতে সকালেই ঘুম থেকে উঠতে পারি। আমরা বলতে পারি যে আমরা কয়েক ঘণ্টার ঘুম ত্যাগ করেছি। আমাদের প্রিয়জন কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে, আমরা তার সেবা করার জন্য আমাদের প্রিয় অবসর বিনোদনের কিছু সময় ত্যাগ করে তার যত্ন নেই। জীবনে এমন মুহূর্তও আসে যখন আমাদের অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করতে হয়, এবং আমরা ভাবতে পারি যে একটি লক্ষ্য পূরণের জন্য আমরা আরাম ত্যাগ করছি।

আমাদের সকলেরই প্রিয় ধর্মের সেবা করার প্রবল ইচ্ছা রয়েছে। যার জন্য আমরা উদারভাবে আমাদের সময়, শক্তি এবং যথাসম্ভব আমাদের বস্তুগত সম্পদের একটি অংশ উৎসর্গ করি। যখন আমরা তা করি, তখন আমাদের মনে রাখা উচিত যে, সেবার পথে আমরা হয়তো পার্থিব বস্তু ত্যাগ করি, কিন্তু আধ্যাত্মিকভাবে বিকশিত হওয়ার সাথে সাথে আমরা যা লাভ করি তা হলো প্রকৃত আনন্দ। ভবিষ্যতের কোর্সগুলিতে আমরা ত্যাগের প্রকৃতি নিয়ে আরও গভীরভাবে চিন্তা করার সুযোগ পাব। একেবারে শুরু থেকেই যা উপলব্ধি করা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, এর মধ্যে রয়েছে উচ্চস্তরের জন্য নিম্নস্তরকে ত্যাগ করা, ঠিক যেমন একটি বীজ নিজেকে উৎসর্গ করে যাতে একটি বৃক্ষ জন্ম নিতে পারে। ত্যাগই আনন্দের বাহক এবং এই আনন্দ আমাদের হবে না যদি না আমরা নিরন্তর প্রচেষ্টা করতে ইচ্ছুক থাকি।

বাহা'উল্লাহ বলেছেন:

"যদি তাঁকে সন্ধান করতে হয়, উদ্যম প্রয়োজন; যদি তাঁর সাথে পুনর্মিলনের মধু পান করতে হয়, আগ্রহ প্রয়োজন; এবং যদি আমরা এই পেয়ালা হতে স্বাদ গ্রহণ করি, আমরা জগত সংসারকে পরিত্যাগ করবো।"[১৭]

"...তুমি বিশ্রাম করো না, তুমি প্রশান্তি চাইও না, এ ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর বিলাসিতায় তুমি আসক্ত হয়ো না, প্রতিটি আসক্তি হতে নিজেকে মুক্ত কর এবং ঈশ্বরের রাজত্বে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য সর্বান্তকরণে কঠোরভাবে চেষ্টা কর। তুমি স্বর্গীয় সম্পদগুলো লাভ কর। দিনের পর দিন তুমি হও অধিক প্রকাশিত। তুমি একত্বের দ্বারপথের আরও নিকটবর্তী হও।"[১৮]

আমরা সকলেই বিশ্বাস করি যে, আমাদের লক্ষ্যগুলো অর্জন করতে আমাদের অবশ্যই প্রচেষ্টা করতে হবে। কিন্তু এই সহজ বিশ্বাসের কিছু নির্দিষ্ট তাৎপর্য রয়েছে, যা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। অন্তত, মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্রয়োজনীয় উদ্যমের মাত্রা এবং হাতে থাকা লক্ষ্যের বা কাজের সমস্যার স্তরের মধ্যে একটি সাদৃশ্য আছে। আমরা নিজেদের বিভ্রান্ত করছি, যদি আমরা মনে করি এটি আরও অনায়াসে করা সম্ভব। কিন্তু প্রয়াসের বিশালতাই একমাত্র বিষয় নয়, যা ধরে নিতে হবে। অবিচলতা এবং অধ্যবসায়ের প্রয়োজন রয়েছে, সঙ্গে দৃষ্টিগ্রাহ্যতাও। করণীয় কাজগুলো, কোনো কিছু অসম্পূর্ণ রেখে এবং একটি থেকে অন্যটিতে চলে না গিয়ে শেষ করার অভ্যাস অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মনের অর্ধ-বৈশিষ্ট্য চেষ্টাগুলো কোনও ফল দেয় না। শিশুদের আধ্যাত্মিক শিক্ষার জন্য একটি সাপ্তাহিক ক্লাসের চিন্তা কর। শিক্ষককে অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট সময় প্রতিটি ক্লাসের জন্য তৈরি হতে হবে, তাকে পাঠের বিষয়গুলো ছাত্র-ছাত্রীদের বোঝার জন্য সম্পূর্ণভাবে নজর রাখতে হবে, তাদের বাবা-মায়েদের সঙ্গে নিয়মিত সাক্ষাৎ করতে হবে এবং তাদের প্রত্যেকের অগ্রগতির প্রতি সপ্তাহের পর সপ্তাহ দৃষ্টি দিতে হবে। সেই ক্লাসটির কী পরিণতি হবে, যার শিক্ষক নিজেকে মাঝেমধ্যে প্রস্তুত রাখে, পরিশ্রান্ত হয়ে যখন সেশনটি তাড়াতাড়ি শেষ করে দেয় এবং প্রতিটি শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যয় করে না এবং বাবা-মায়ের সঙ্গে শিশুর অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করে না? এবং কী হতে পারে, যখন ক্লাস হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যায়, যখনই শিক্ষক অন্য কোনো বাধ্যবাধকতায় নিজেকে ব্যস্ত রাখে, কোনো বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হয়, যে শহরের বাইরে থেকে দেখা করতে আসে?

এই ধরনের কিছু মন্তব্য নিয়ে আমাদের ভাবতে বাধ্য করে যে, আমাদের অবশ্যই হাতে নেওয়া সকল প্রচেষ্টার গুরুত্ব এবং গুণ ও মান উভয় বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে, যা সেটা দাবি করে। এটা শুধু সেবার কাজগুলোর জন্য প্রযোজ্য নয়, যাতে আমরা দায়বদ্ধ, এটা আমাদের নিজেদের উন্নতির জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। এই সিরিজের ১নং বই-এ যে আধ্যাত্মিক অভ্যাসগুলো আমরা বিবেচনা করেছি—যেমন নিয়মিত প্রার্থনা করা, প্রতিদিন ঈশ্বরীয় বাণীসমূহ পাঠ করা, আমাদের জীবনকে শিক্ষাগুলোর অনুসারী কিভাবে করা যায় তা চিন্তা করা, ভক্তিমূলক সমাবেশসমূহে সর্বান্তকরণে অংশগ্রহণ করা এই সবই নিয়মিত প্রচেষ্টার উপর নির্ভরশীল। নিচে প্রচেষ্টা সম্পর্কিত কিছু উক্তি দেওয়া হয়েছে। সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোনগুলো ঠিক, উক্তিগুলো এই বিষয়ের উপর চিন্তা করতে আপনাদের আরও সাহায্য করবে :

____ যদি তুমি স্মার্ট হও, তোমার কঠোর পরিশ্রমের দরকার নেই।

____ এতো বেশি করার প্রয়োজন কীসের, সবসময় সংক্ষেপে করার চেষ্টা কর।

____ কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না।

____ বড় স্বপ্ন দেখ, তোমার ইচ্ছা পূরণ হবে।

____ পুরস্কার যত বেশি হবে, প্রচেষ্টাও তত বাড়বে।

____ প্রচেষ্টা যত বেশি হবে, পুরস্কার ততগুণ বাড়বে।

____ যদি প্রথমেই বিফল হও, বারবার চেষ্টা কর।

____ কাজ করার প্রয়োজন কী, যদি অন্যরা তোমার হয়ে কাজ করে দেয়।

____ যদি অনেক প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়, হয়তো কাজটি হবে না।

____ ছোট ছোট পদক্ষেপ-যা নিয়মিত ও ধারাবাহিক-অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

____ মূল্যবান কোনকিছুই সহজে আসে না।

____ উৎকৃষ্ঠতার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

____ হাজার মাইলের যাত্রা শুরু হয় একটিমাত্র পদক্ষেপ দিয়ে।

____ কোনরকমে দিন পার করে দেয়া যথেষ্ট নয়।

____ কোনকিছু ঘটার জন্য আমাদের অপেক্ষা করা উচিত নয়; বরং সেগুলোর পেছনে সর্বক্ষণ ছুটতে হবে।

____ সফলতা ভাগ্যের বিষয়।

____ যাদুমন্ত্রে আমরা আমাদের দ্বিমূখী উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারব না।

____ আমাদের প্রতিদিন নিজেদের মূল্যায়ন করতে হবে।

আমরা সেবারপথ ধরে চলি, আমাদের নিজস্ব আধ্যাত্মিক এবং মেধাগত উন্নতি অর্জন করতে এবং সমাজের রূপান্তরে অবদান রাখতে আমরা নিরন্তর প্রয়াস চালাই। এটি স্পষ্ট যে, এই দ্বিমূখী উদ্দেশ্যের অন্বেষণ আমাদের পক্ষ থেকে অনেক কিছু দাবি করে। বাহা'উল্লাহ আমাদের বলেন,

"অতুলনীয় সৃষ্টিকর্তা সকল মানুষকে একই বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের বাস্তবতা তাঁর অবশিষ্ট জীবসমূহের উপরে গৌরবান্বিত করেছেন। সফলতা অথবা ব্যর্থতা, লাভ বা ক্ষতি, সুতরাং অবশ্যই, মানুষের নিজের প্রয়াসগুলোর উপর নির্ভরশীল। যত বেশি সে কঠোর চেষ্টা করবে, তার অগ্রগতি তত বিশালতর হবে।"[১৯]

আপনারা যদি ইতিমধ্যেই উপরের অনুচ্ছেদটি মুখস্ত করে না থকেন, তবে ইচ্ছা করলে সেটি মুখস্থ করতে পারেন।

পরিচ্ছেদ ৯

সেবা থেকে আনন্দ লাভ করতে হলে, আমাদের নিজেদের মধ্যে কিছু নির্দিষ্ট মনোভাব লালন করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, ঈশ্বর আমাদের যে সেবার বদান্যতা দান করেছেন, তার জন্য আমাদের কৃতজ্ঞ থাকতে হবে; এটা ভাবা অকল্পনীয় যে, যখন আমরা তাঁর ধর্মের সেবা করি, তখন আমরা ঈশ্বরকে অনুগ্রহ করছি। আমাদের অবশ্যই নৈরাশ্যবাদ পরিহার করতে শিখতে হবে এবং জগৎ সম্পর্কে একটি আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জীবনের দিকে অগ্রসর হতে হবে। সেবার পথের বাধাগুলোকে আরও অগ্রগতির সোপানে পরিণত করা যেতে পারে। এমনকি প্রতিকূলতার মধ্যেও, আমরা বিশ্বাসের দৃষ্টি নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে তাকাই। আব্দুল-বাহার নিম্নলিখিত কথাগুলো সেই আশা ও আশাবাদের দিকে ইঙ্গিত করে যা আমাদের প্রচেষ্টাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে:

"প্রারম্ভে, বীজ কতো ক্ষুদ্র, তা সত্ত্বেও অবশেষে সেটি একটি শক্তিধর গাছ হয়। তোমরা, বীজটির দিকে তাকাইও না, গাছটির দিকে তাকাও, এর পুষ্পপুঞ্জ এবং এর পাতাগুলো এবং এর ফলগুলো দেখো।"[২০]

"এরপর এই ক্ষুদ্র বীজটির নিহিতার্থ বিষয়ে অবগত হও, যেই প্রকৃত কৃষক (ঈশ্বর) তার অনুকম্পার হাত দুটি দিয়ে প্রভুর চারণভূমিতে চাষ করেন এবং প্রদানের এবং বদান্যতার বৃষ্টিধারায় জলসিঞ্চন করেন এবং এখন সত্যের দিবাসূর্যের আলোকে এবং তাপে সযত্নে তা লালন করছেন।"[২১]

"যখন তোমরা একটি বিকশিত হওয়া এবং পূর্ণতর গাছ দেখ, এর পরিণতি সম্পর্কে আশাবাদী হও। এটি অবশেষে পুষ্পপুঞ্জিত হবে, ফল ধারণ করবে। যদি তোমরা শুকনো কাঠ অথবা পুরনো গাছগুলো দেখ, যে ফলই হোক তার আশা নেই।"[২২]

"সেইহেতু ঈশ্বরের প্রিয়জনেরা অবশ্যই কঠোর পরিশ্রমের, কঠোর প্রচেষ্টার জলধারায়, আশার এই বৃক্ষকে সযত্নে লালন করে এবং পুষ্টি জোগায় এবং দেখাশোনা করে।"[২৩]

"ঈশ্বর কর্তৃক প্রদান করা আশীর্বাদসমূহ থেকে যদি হৃদয় দৃষ্টি সরিয়ে নেয়, কীভাবে সে সুখের আশা করতে পারে। যদি সেটি ঈশ্বরের অনুগ্রহে আশা এবং আস্থা রাখতে না পারে, তাহলে কোথায় বিশ্রাম খুঁজে পাবে?"[২৪]

উপরের অনুচ্ছেদগুলো নিয়ে চিন্তা করে, নিচের বাক্যগুলো পূর্ণ কর:

১। প্রারম্ভে একটি বীজ কত ক্ষুদ্র হয়, তা সত্ত্বেও ______________________________।

২। আমাদের ক্ষুদ্র বীজটির দিকে তাকানো না, বরং ____
____।

৩। অতএব আমাদের এ ক্ষুদ্র বীজটির গুরুত্ব উপলব্ধি করা উচিত, যেটিতে ঈশ্বর তার অনুকম্পার হাত দিয়ে __________
____
____
____________________ ।

৪। যখন আমরা একটি গাছকে বর্ধিত ও বিকশিত হতে দেখি, আমাদের উচিত ____________________________
____________________ ।

৫। যখন আমরা একটি গাছকে বর্ধিত ও বিকশিত হতে দেখব, তখন আমরা আশাবাদী হবো যে সেটি ______________
____________________ ।

৬। কঠোর প্রচেষ্টার জল দ্বারা আমাদের উচিত ____
____________________ ।

৭। যদি হৃদয় ঈশ্বরের দেয়া আশির্বাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় ____________________________________
____?

৮। যদি হৃদয় ঈশ্বরের করুণার উপর আশা ও আস্থা না রাখে ____________________________________
____?

এখন কয়েক মুহুর্তের জন্য চিন্তা কর: তোমরা কি একমত যে, আমাদের আনন্দপূর্ণ এবং আশাবাদী মানসিকতা একটি বিনম্র কৃতজ্ঞতাবোধের সঙ্গে যুক্ত হওয়া দৃষ্টিভঙ্গি অন্যদের কাছে আনন্দের উৎস? এবং আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে যে, ধর্মের সেবায় উত্থিত হয়ে, আমরা একটি নতুন দিনের ভোরের সুসংবাদ বহন করি, মানবজাতির একত্রিত করার দিন। যেন বাহা'উল্লাহর বাণীগুলো আমাদের হৃদয়সমূহে প্রতিধ্বনিত হয়:

> **"তারাই সুখী যারা কাজ করে; তারাই সুখী যারা উপলব্ধি করে; সেই মানুষই সুখী যে সত্যের প্রতি দৃঢ় সংলগ্ন হয়, স্বর্গসমূহে এবং পৃথিবীতে থাকা সবকিছু থেকে বিযুক্ত হয়।**[২৫]

REFERENCES

1. *Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh* (Wilmette: Bahá'í Publishing Trust. 1983, 2017 printing), CLIII, par. 5, p. 369.
2. Ibid., CXXXII, par. 3, p. 326.
3. Bahá'u'lláh, *The Hidden Words* (Wilmette: Bahá'í Publishing Trust, 2003, 2012 printing), Arabic no. 2. p. 3.
4. *Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh*, CVI. par. 1. p. 241.
5. Ibid., CIX, par. 2. p. 243.
6. Bahá'u'lláh, in *Women: Extracts from the Writings of Bahá'u'lláh Abdu'l-Bahá, Shoghi Effendi and the Universal House of Justice,* compiled by the Research Department of the Universal House of Justice (Wilmette: Bahá'í Publishing Trust, 1986, 1997 printing), no. 53, p. 26.
7. *The Hidden Words*, Arabic no. 11. p. 6.
8. *Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh*, CLIII, par. 5, p. 370.
9. Ibid., CXXIX, par. 1. p. 316.
10. Ibid., XLIII, par. 9, p. 109.
11. From a talk given on 19 November 1911, published in Paris Talks: *Addresses Given by Abdu'l-Bahá in 1911* (Wilmette: Bahá'í Publishing, 2006, 2016 printing), no. 32.2, p. 121.
12. *The Hidden Words*, Persian no. 12, p. 26.
13. Ibid., Persian no. 14. p. 26.
14. Ibid., Arabic no. 15. p. 7.
15. Ibid., Persian no. 32, p. 33.
16. Bahá'u'llah, in *The Bahá'í World: Volume One. 1925-1926* (Wilmette: Bahá'í Publishing Trust, 1926, 1980 printing), p. 42.
17. *The Call of the Divine Beloved: Selected Mystical Works of Bahá'u'lláh* (Haifa: Bahá'í World Centre, 2018), no. 2.12. p. 17.
18. *Tablets of the Divine Plan Revealed by Abdu'l-Bahá to the North American Bahá'ís* (Wilmette: Bahá'í Publishing Trust, 1993, 2006 printing), no. 13.6. pp. 95-96.
19. *Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh* , XXXIV, par. 8, p. 91

20. *Selections from the Writings of Abdu'l-Bahá* (Wilmette: Bahá'í Publishing, 2010, 2015 printing), no. 40.3, pp. 118-19.

21. Ibid., no. 40.3, p. 119.

22. From a talk given on 11 May 1912, published in *The Promulgation of Universal Peace: Talks Delivered by Abdu'l-Bahá during His Visit to the United States and Canada in 1912* (Wilmette: Bahá'í Publishing, 2012), par. 2, p. 153.

23. *Selections from the Writings of 'Abdu'l-Bahá*, no. 206.13, pp. 356-57.

24. From a talk given by 'Abdu'l-Bahá on 21 November 1911, published in *Paris Talks*, no. 34.8, p. 133.

25. *Bahá'u'lláh, Epistle to the Son of the Wolf* (Wilmette: Bahá'í Publishing Trust, 1988, 2016 printing), p. 139.

অনুপ্রেরণামূলক কথোপকথন

উদ্দেশ্য

আধ্যাত্মিক মূলনীতিগুলোকে একটি
কথোপকথনে প্রবর্তন করার যোগ্যতা অর্জন করা

পরিচ্ছেদ ১

এই বইয়ের প্রথম ইউনিটে, আমরা অন্যদের সাথে ঈশ্বরের বাণী ভাগ করে নেওয়ার সময় অপরিমেয় আনন্দের বিষয়টি বলেছিলাম। আমরা যখন সেবার পথে চলি, তখন বাহা'উল্লাহর প্রত্যাদেশ থেকে আমরা যে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করি, তা বন্ধু ও পরিচিতদের সাথে আলোচনা করার অসংখ্য সুযোগ আমাদের কাছে আসে। সুতরাং, আমাদের সবাইকে সবচেয়ে অপরিহার্য যে সামর্থ্যগুলোকে বিকশিত করা প্রয়োজন, সেগুলো হলো আমাদেরকে অর্থপূর্ণ এবং উৎকর্ষমূলক কথোপকথনে অবদান রাখতে সক্ষম করে তোলা। এই ইউনিট এবং পরবর্তী ইউনিটের উদ্দেশ্য হলো এই বিষয়ে আপনাকে সহায়তা করা। এখানে আপনি আলোচনা করবেন, পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী কীভাবে আধ্যাত্মিক নীতিমালার উল্লেখ করে কথোপকথনের মান উন্নত করা যায়। পরবর্তী ইউনিটে, আপনি চিন্তা করবেন কীভাবে আপনার গ্রাম বা পাড়ায় একটি প্রাণবন্ত সম্প্রদায় গড়ে তোলার পদ্ধতিগত প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের উপর ধারাবাহিক কথোপকথন শুরু এবং অব্যাহত রাখা যায়।

পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা বিভিন্ন বিষয়ের উপর এমন কিছু উক্তি পর্যালোচনা করব, যেগুলো হুবহু উদ্ধৃতি না হলেও, সবই 'আব্দুল-বাহা'র বাণী ও ফলকলিপির উপর ভিত্তি করে রচিত এবং এতে তাঁর ব্যবহৃত অনেক বাক্যাংশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আপনার উচিত প্রতিটি উক্তি কয়েকবার পড়া, ধারণাগুলোর বিন্যাস শনাক্ত করা এবং আপনার দলের অন্য সদস্যদের সাথে পালাক্রমে সেগুলো উচ্চস্বরে বলা, যতক্ষণ না আপনি স্বাভাবিকভাবে তা প্রকাশ করতে পারেন। এই অনুশীলনটি আপনাকে প্রস্তুত করবে, যাতে কোনো আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যখন আপনি ধর্মের শিক্ষা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া উপযুক্ত মনে করবেন, তখন আপনি স্বাচ্ছন্দ্যে কথা বলতে পারেন।

এই ইউনিটে আপনি অবশ্যই বাণীগুলো থেকে বিভিন্ন অনুচ্ছেদ মুখস্থ করা চালিয়ে যাবেন, কারণ সেগুলোর মধ্যে এক বিশেষ শক্তি আছে যা মানুষের হৃদয়কে উদ্বুদ্ধ করে এবং যখন আপনার কথায় তা মিশে যায়, তখন শ্রোতার উপর এক গভীর প্রভাব ফেলে। তবুও, কথোপকথনে বাণী থেকে উদ্ধৃতি দেওয়ার জন্য বিজ্ঞতার প্রয়োজন। যা প্রয়োজন তা হলো সংযম, বাণী থেকে সরাসরি উদ্ধৃতি দেওয়া এবং ধর্মের শিক্ষা ব্যাখ্যা করার জন্য নিজের ভাষায় কথা বলার সময় ভারসাম্য রক্ষা করা। এই ভারসাম্য অর্জন করতে, আপনাকে পবিত্র লেখনীসমূহ অধ্যয়নে প্রচুর সময় ও শক্তি ব্যয় করতে হবে এবং সেগুলোকে আপনার চিন্তা ও অনুভবে রূপ দিতে হবে।

পরিচ্ছেদ ২

অধ্যয়নের জন্য প্রথম যে কথাটি আপনাদের জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, তা হলো একজন শিক্ষকের কি প্রয়োজন তার সাথে সংশ্লিষ্ট।

> যখন আমরা অস্তিত্ব বিবেচনা করি, আমরা দেখতে পাই যে, খনিজ, উদ্ভিজ, প্রাণিজ এবং মানব জগতসমূহ প্রত্যেকে এবং সকলেই একজন শিক্ষকের প্রয়োজন অনুভব করে। একটি বাগানে একজন মালির দরকার। প্রচুর পরিমাণ শস্য ফলাতে, জমির জন্য একজন চাষির প্রয়োজন। যদি একজন মানুষকে জনবসতিহীন এলাকায় একা ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে সে একটি জন্তুর পথ বেছে নেয়। যদি তাকে শিক্ষা দেওয়া হয়, সে উৎকর্ষতার চূড়ান্ত উচ্চতায় পৌঁছাতে পারে। যদি তা শিক্ষকদের কারণে না হতো, তবে সভ্যতা বিরাজ করত না।
>
> শিক্ষা তিন প্রকারের: বস্তুগত, মানবিক এবং আধ্যাত্মিক। বস্তুগত শিক্ষা দৈহিক উন্নতিসাধনের বিষয়ে কাজ করে। মানবিক শিক্ষা কার্যকরী হয় সভ্যতার এবং প্রগতির ক্ষেত্রে। এই শিক্ষা সরকারি প্রশাসন, দাতব্য কার্য, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও কলা, বিজ্ঞান এবং মহান আবিষ্কারের ক্ষেত্রে কাজ করে। আধ্যাত্মিক শিক্ষা সাহায্য করে স্বর্গীয় পরিপূর্ণতা অর্জন করতে। এটাই প্রকৃত শিক্ষা, এর সাহায্যে মানবসত্ত্বার উচ্চ প্রকৃতি অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতার প্রগতি হয়।

প্রগতির ক্ষেত্রে মানবজাতির এমন একজন শিক্ষকের প্রয়োজন, যার পার্থিব, মানবিক এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষক হিসেবে পরিষ্কার কর্তৃত্ব আছে। যদি কেউ বলে যে, "আমি নিখুঁত মেধাসম্পন্ন এবং আমার ঐ ধরনের কোনো শিক্ষকের প্রয়োজন নেই," তাহলে সে একটা বিষয়কে অস্বীকার করবে যা পরিষ্কার এবং প্রমাণিত। এটা একটা ছোট্ট শিশুর কথার মতো হবে, যে বলে, "শিক্ষার কোনো প্রয়োজন নেই, আমি আমার বুদ্ধি ও চিন্তা অনুসারে কাজ করব এবং নিজে থেকেই পরিপূর্ণতা লাভ করব।"

সর্বকালেই মানবজাতির একজন নির্ভুল শিক্ষকের প্রয়োজন ছিল, যে এর দৈহিক স্বাস্থ্য ও পুষ্টির বিষয়ে সাহায্য করতে পারে, এর জ্ঞান, উদ্ভাবনী শক্তি ও আবিষ্কারের কাজে, অগ্রগতির ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করতে পারে এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে এর ভিতরে আত্মার প্রকৃত জীবনের নিঃশ্বাস বায়ু সঞ্চার করতে সক্ষম। কোনো সাধারণ মানুষ এই দূরহ কাজগুলো করতে সক্ষম নয়। এই কাজগুলো করার ক্ষমতা কেবল ঈশ্বরীয় মহাপ্রকাশগণেরই আছে, এঁরা সকলেই মনোনীত আত্মা, যাঁদের ঈশ্বর বিভিন্ন সময়ে মানবতার সার্বজনীন শিক্ষক হওয়ার জন্য প্রেরণ করেন।

১। আপনাদের দলে বিবৃতিটি বেশ কয়েকবার পড়ুন এবং এর বিষয়বস্তু ভালোভাবে বুঝতে একে অপরকে সাহায্য করুন। উপস্থাপিত ধারণাগুলো সম্পর্কিত প্রশ্ন একে অপরকে জিজ্ঞাসা করুন এবং সেগুলো স্বাভাবিক ও সাবলীলভাবে প্রকাশ করার অনুশীলন করুন।

২। এরপর, আপনার দলে আলোচনা করুন যে, এখানে আপনারা যে ধারণাগুলো স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে শিখেছেন, সেগুলো কীভাবে কোনো কথোপকথনে উপস্থাপন করা যেতে পারে। স্পষ্টতই, আপনি হঠাৎ করে আপনার বন্ধুদের বলবেন না যে শিক্ষা তিন প্রকারের হয়। সুতরাং, আপনার জন্য এটা ভাবা সার্থক হবে যে, কোন ধরনের আলাপচারিতায় উপরের ধারণাগুলো প্রাসঙ্গিক বলে প্রমাণিত হতে পারে। হয়তো আলোচনার বিষয়টি হলো সমাজের নৈতিক অবক্ষয় অথবা কীভাবে বিশ্বের উন্নতির জন্য কাজ করা যায়। বন্ধু, পরিবারের সদস্য এবং পরিচিতদের সাথে আপনার বিভিন্ন কথোপকথনের কথা ভাবুন। তাদের মনে যে বিষয়গুলো ঘুরপাক খায়, সেগুলোর মধ্যে এমন কোনো বিষয় কি আছে যা এই বিবৃতির ধারণাগুলোকে কেন্দ্র করে আলোচনার জন্য উপযুক্ত হবে?

৩। আপনি এইমাত্র যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন, তার মতো বিষয় নিয়ে কথা বলার সময় প্রায়শই প্রশ্ন ওঠে। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে: "আপনি যে শিক্ষকদের কথা বলছেন, তাঁরা কারা?", তাহলে আপনি কী উত্তর দেবেন?

৪। নিচে বাহা'উল্লাহর বাণীগুলো থেকে নেওয়া মনুষ্যসমাজের একজন শিক্ষকের প্রয়োজন সম্পর্কিত কিছু উদ্ধৃতিসমূহ দেওয়া হয়েছে। এর উপরে চিন্তা করুন এবং এর মধ্যে অন্তত একটি মুখস্থ করুন। এইভাবে, সময়মতো আপনারা বাণীগুলো থেকে উদ্ধৃতিগুলোর পূর্ণাঙ্গরূপ আপনাদের কথাবার্তায় তুলে ধরতে পারবেন।

"একটি চির প্রগতিশীল সভ্যতাকে অগ্রগতি দানের জন্য সমগ্র মানবজাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে।"[১]

"মানবের নিকট স্বয়ং প্রকাশিত হওয়ার পিছনে একমেবম বা দ্বিতীয়ম সত্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্য হ'ল, তাঁর মহিমা সুউচ্চ হউক, সেই সকল মণি-মুক্তা উদ্ঘাটিত করা যা তাদের প্রকৃত এবং অন্তরতম সত্তার গভীরের খনিতে লুক্কায়িত আছে।"[২]

"মানবের নিকট তাঁর অবতারদের প্রেরণ করার পেছনে ঈশ্বরের দুই ধরণের উদ্দেশ্য বিদ্যমান। প্রথমটি হ'ল, অজ্ঞতার অন্ধকার হতে মানব সন্তানদের মুক্ত করা এবং প্রকৃত জ্ঞানের আলোর পথে তাদেরকে পরিচালিত করা। দ্বিতীয়টি হ'ল, মানবজাতির শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা এবং সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় সুযোগ সৃষ্টি করা, যাতে তা স্থাপিত হতে পারে।"[৩]

"চিরকাল এবং সর্ব অবস্থায় মানবকুল একজনের অপেক্ষায় থাকে যে তাদেরকে উপদেশ দিবে, তাদের পরিচালনা করবে এবং তাদের নির্দেশ ও শিক্ষাদান করবে।"[৪]

পরিচ্ছেদ ৩

নিচের অনুচ্ছেদসমূহ বর্ণনা করুন, কীভাবে ঈশ্বর শুধু তাঁর মহাপ্রকাশগণের মাধ্যমে জানতে পারেন এবং অন্যদিকে বন্ধুদের সঙ্গে কথোপকথনে অনুচ্ছেদগুলো আপনাদের জন্য সহায়তামূলক হতে পারে:

অসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ে চিন্তা করুন। এটা কী সম্ভব যে, এটি একজন সৃষ্টিকর্তা ছাড়া সৃষ্টি হতে পারত? অথবা স্রষ্টার বাস্তবতা কি তাঁর সৃষ্ট কোনো কিছুর দ্বারা কখনো উপলব্ধি করা সম্ভব? যদি আমরা সমগ্র সৃষ্টিকে লক্ষ্য করি, তবে আমরা দেখি যে, যা কিছু নিম্নতর তা উচ্চতর সত্তার শক্তি উপলব্ধিতে অক্ষম। সুতরাং পাথর এবং গাছ, যতই বিবর্তিত হোক না কেন, তারা দৃষ্টি এবং শ্রবণ শক্তির কল্পনা কখনোই করতে পারে না। পশু কখনও মনুষ্যজাতির বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারে না এবং মানব চেতনার শক্তিগুলো সম্পর্কে সচেতন হতে পারে না। সেই কারণে, কীভাবে আমরা যারা সৃষ্টি হয়েছি, সৃষ্টিকর্তার বাস্তবতা বুঝতে পারব? যদিও আমাদের বোধশক্তি ঈশ্বরের কাছে কখনও পৌঁছাতে পারে না, তবুও আমরা তাঁকে জানার অধিকার থেকে বঞ্চিত নই। বিভিন্ন সময়ে একটি বিশেষ অস্তিত্ব পৃথিবীতে আসেন যিনি ঈশ্বরের মহাপ্রকাশ। ঈশ্বরের সকল পূর্ণতা, বদান্যতা এবং মহিমা এইসব পবিত্র মহাপ্রকাশে দৃশ্যমান হয়, সূর্যের কিরণের মতো, যা স্বচ্ছ আয়নায় দেখা যায়। অর্থাৎ কিনা, আয়না সূর্য প্রতিফলিত করে, এর অর্থ এই নয় যে, সূর্য তার উচ্চতা থেকে নেমে এসেছে এবং আয়নার সাথে মিশে গেছে। অনুরূপভাবে, ঈশ্বর পবিত্রতার স্বর্গ থেকে অস্তিত্বের জগতে অবতীর্ণ হন না। এর অর্থ যা দাঁড়ায়, ঈশ্বরের নামাবলী, গুণাবলী এবং উৎকৃষ্টতাসমূহ সম্পর্কে মনুষ্যসমাজ যা কিছু জানে, শেখে এবং বুঝতে পারে, সেটি তাঁর পবিত্র মহাপ্রকাশসমূহ সম্পর্কিত।

১। এই উক্তিটি কয়েকবার আপনাদের গ্রুপের মধ্যে পড়ার পর এবং এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে একজন আরেকজনকে করা প্রশ্নোত্তরের পর, আপনাদের উচিত একটি ধারণাগুলো কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্যে বলার অভ্যাস করা।

২। যে ভাবনাগুলো এখানে আপনারা শিখেছেন সেটি নিয়ে একটি বাক্যালাপ শুরু করা যেতে পারে, সেটা কীভাবে? এখন আপনাদের গ্রুপে আলোচনা করুন। এটা সহজেই করা যেতে পারে। যেমন, একটি আলোচনায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব অথবা জীবনের উদ্দেশ্য বিষয়ক কথাবার্তা। আর অন্য কী বিষয়সমূহ এবং প্রশ্নসমূহ আছে, যা আপনাদের পরিবার এবং বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনায় উঠে এসেছিল, যে ধারণাগুলো আপনারা অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চান?

৩। মনে করুন যে, বন্ধুদের সঙ্গে একটি আলোচনায়, আপনাদের সবেমাত্র পড়া ধারণাসমূহ উত্থাপন করার সুযোগ এলো। যদি তাদের মধ্যে একজন পরের প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করে, কীভাবে তার উত্তর দেবেন: "ঈশ্বরীয় মহাপ্রকাশগণের মাধ্যমে আমরা ঈশ্বর সম্পর্কে কোন কোন বিষয়গুলো জানতে পারি?"

৪। আপনারা ইচ্ছা করলে বাহা'উল্লাহর বাণীগুলো থেকে নেওয়া একটি বা তার বেশি অংশ পরবর্তী অনুচ্ছেদসমূহ মুখস্থ করতে পারেন, যাতে আপনারা এই বিষয়ে বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলার সময় উদ্ধৃত করতে পারেন।

"তাঁর সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা, সর্ববস্তুর উৎসস্থল এবং তাঁর নিকটবর্তী হওয়া একান্তই অসম্ভব, যদি না সত্য-সূর্যের নিকট হতে আগত এই সমস্ত আলোকিত সত্তাদের সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা এবং তাঁদের নিকটবর্তী হওয়া যায়।"[৫]

"অন্তকাল যাবৎ মহাপ্রকাশের অবতারগণ ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং মুখপাত্র ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই ঈশ্বরের অতীব চমৎকার উপাধিসমূহের দিবস ঝর্ণা এবং মহিমান্বিত গুণাবলির ভজনালয়।"[৬]

"তোমরা আরও নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, এই সকল ঈশ্বরীয় অবতারদের প্রত্যেকের ক্রিয়াকলাপ, অধিকন্তু, যা কিছু তাঁদের প্রতি প্রদান করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে যা কিছু তাঁরা প্রকাশ করবেন, তার সমস্ত কিছুই ঈশ্বর কর্তৃক নির্দেশিত এবং তাঁর ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের প্রতিফলন।"[৭]

পরিচ্ছেদ ৪

ধর্মের একত্ব, বিষয়টি প্রচুর মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট করে। এবং নিচের ধারণাগুলো অসংখ্য ঘটনাসমূহে আপনাদের সাহায্য করবে।

আমরা অবশ্যই আলোর প্রেমিক হব, যে কোনও উৎস থেকে তা আসুক না কেন। আমরা অবশ্যই গোলাপের অনুরাগী হব, যে বাগানেই সেটি ফুটুক না কেন। বাতির প্রতি আসক্তি আমাদের আলোর প্রশংসা করতে বাধা দেয়, যখন তা অন্য কিছুতে প্রজ্জ্বলিত হয়। সত্যের অনুসন্ধানে, আমাদের অবশ্যই আবিষ্ট হওয়া পূর্বধারণাগুলো থেকে নিজেদের মুক্ত করতে হবে এবং কুসংস্কারগুলো ত্যাগ করতে হবে। যদি আমাদের পেয়ালা অহংকারে পূর্ণ হয়, তবে তারমধ্যে জীবনদায়ী জলের কোনো জায়গা থাকে না।

ধর্ম পৃথিবীর আলো। এটি আমাদের পথ দেখায় এবং অন্তহীন সুখের দরজা খুলে দেয়, যখন আমরা গোঁড়া বিশ্বাস ও অন্ধ অনুকরণের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হয়ে সকল মহান ধর্মের শিক্ষাগুলোকে অনুসন্ধান করি। তখন আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, সেগুলোর ভিত্তি একই। সেগুলো সবই ঈশ্বর-জ্ঞান প্রকাশ করে। সেগুলো মানবজাতির কল্যাণ কামনা করে।

অবশ্যই, সময় এবং স্থানের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতিটি ধর্মের প্রচারিত সামাজিক আইন ও বিধি বিধানের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু সারবস্তুতে সকল ধর্মগুলো এক। তারা বিশ্বাস, জ্ঞান, দৃঢ়তা, ন্যায়বিচার, ঈশ্বরভক্তি, উচ্চমনোভাবাপন্নতা, বিশ্বাসযোগ্যতা, ঈশ্বরের ভালোবাসা এবং দানশীলতার অনুশীলন করে। তারা পবিত্রতা, নির্লিপ্ততা, বিনম্রতা, সংযম, ধৈর্য এবং অবিচলতার শিক্ষা দেয়। এইসব মানবিক গুণাবলী প্রতিটি যুগে নবায়িত হয়।

এটি দুর্ভাগ্যজনক যে, কুসংস্কার এবং অন্ধ অনুকরণের কারণে, অনেকে ধর্মের একত্বের ভিত্তির বিষয়টা অনুধাবন করতে পারেন না। মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের পথ নির্দেশনা হলো সত্য, এবং সত্যের কোনও বিভাজন নেই, এটা এক। যদি আমরা পূর্ব ধারণাগুলো পরিত্যাগ করে সত্যকে নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধান করি, তবে আমাদের এই অনুসন্ধান ঐক্যের দিকে পরিচালিত করবে। ধর্ম আমাদের অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ করবে, এটি মানুষের মধ্যে ভালোবাসার বন্ধন স্থাপন করবে। যদি তা শত্রুতা ও বিবাদের কারণ হয়, এর অনুপস্থিতি শ্রেয়।

১। বিগত পরিচ্ছেদের মতো, গ্রুপের মধ্যে আপনাদের এই উক্তিটি কয়েকবার পড়া উচিত, ধারণাগুলো সম্পর্কিত প্রশ্নগুলো একে অপরকে জিজ্ঞাসা করুন এবং সেগুলো ভালোভাবে প্রকাশ করার অভ্যাস করুন।

২। নিজেদের গ্রুপে চিন্তা করুন, কীভাবে আপনাদের পড়া ধারণাগুলো আপনাদের কথোপকথনে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন, যেমন ধর্মীয় বিবাদ বিষয়ক, যা মানুষের মনে প্রায়শই ঘুরপাক খায়। তবে আপনারা বন্ধুদের সাথে সত্যানুসন্ধানের গুরুত্ব এবং প্রচারণার দ্বারা কুলষিত না হওয়ার বিষয়েও আলোচনা করতে পারেন। আপনাদের বন্ধু, প্রতিবেশী, সহকর্মী এবং পরিচিতদের সঙ্গে সাম্প্রতিক কথোপকথনগুলোর কথা মনে করার চেষ্টা করুন। তাদের মনে এমন কোন বিষয়গুলো আছে, যা সেইসব ধারণাগুলো ঘিরে আলোচনায় সুফল লাভ করা যাবে?

৩। কথোপকথনে উপরের ধারণাগুলো ভাগ করে নেওয়ার পর যদি কেউ আপনাদের জিজ্ঞাসা করে "সকল ধর্মের মধ্যে সাধারণ সত্যসমূহ কী কী?" তখন কীভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেবেন?

৪। বাহা'উল্লাহর বাণী থেকে নিচের অনুচ্ছেদসমূহের একটি বা দুটি মুখস্থ করার জন্য আপনাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে:

"এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, পৃথিবীর যেখানকার মানুষই হউক না কেন, যে ধর্মের বা জাতিরই হউক না কেন, তারা সবাই একই স্বর্গীয় উৎস হতে তাদের অনুপ্রেরণা লাভ করেছে এবং তারা সবাই একই ঈশ্বরের।"[৮]

"বন্ধুত্ব ও সৌহার্দের চেতনায় সর্ব ধর্মের অনুসারীদের সাথে মেলামেশা কর।"[৯]

"ঈশ্বরের বিশ্বাস ও তাঁর ধর্মকে যে মৌলিক উদ্দেশ্য প্রাণবন্ত রেখেছে তা হ'ল মানবজাতির স্বার্থকে সংরক্ষিত রাখা এবং এর ঐক্য বর্ধিত করা।"[১০]

"ঈশ্বরের ধর্ম ঐক্য সৃষ্টির জন্য; একে বিবাদ ও বৈরিতার কারণস্বরূপ ব্যবহার করো না।"[১১]

পরিচ্ছেদ ৫

বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যকার সম্পর্কের পরবর্তী বিষয়টি আপনাদের অধ্যয়ন করতে বলা হচ্ছে।

ধর্মকে অবশ্যই বিজ্ঞানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। ঈশ্বর আমাদের বিচারবুদ্ধি দান করেছেন যাতে আমরা সত্যকে উপলব্ধি করতে পারি। বিজ্ঞান ও ধর্ম উভয়ের কাছ থেকেই বিচারবুদ্ধির মানদণ্ড পূরণের প্রত্যাশা করা হয়। অতএব, তাদের একে অপরের সাথে একমত হওয়া উচিত। এরাই হলো সেই দু'টি ডানা যার উপর ভর করে মানব বুদ্ধিমত্তা মহান উচ্চতায় আরোহণ করতে পারে, সেই দু'টি ডানা যার সাহায্যে মানবতা উড়তে পারে। একটি ডানা উড়বার জন্য যথেষ্ট নয়।

বিজ্ঞান ঈশ্বরের একটি দান। এটি ভৌত জগতের নিয়মাবলি আবিষ্কার করে এবং প্রকৃতি আমাদের উপর যে সীমাবদ্ধতা আরোপ করেছে তা অতিক্রম করতে আমাদের সক্ষম করে তোলে। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে আমরা খালি চোখে অদৃশ্য জিনিস দেখতে পাই এবং মুহূর্তের মধ্যে বিশাল দূরত্বে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারি। বিজ্ঞান বর্তমান ও অতীতকে এক করে এবং ভবিষ্যতের রহস্য ভেদ করে। একটি জাতির অগ্রগতি বৈজ্ঞানিক সাফল্যের উপর নির্ভর করে।

ঈশ্বরের ধর্ম হলো সত্যের প্রচারক, জ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক এবং মানবজাতির সভ্যতাদানকারী। ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান বস্তুবাদকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটি হাতিয়ারে পরিণত হয়, যা অবশেষে হতাশার দিকে চালিত করে। যখন ধর্ম বিজ্ঞানের বিরোধিতা করে, তখন তা নিছক কুসংস্কারে পরিণত হয়। যদি ধর্ম ও বিজ্ঞান সম্প্রীতির সাথে একসাথে চলে, তবে বর্তমানে মানবজাতিকে দুর্দশাগ্রস্ত করে তোলা ঘৃণা ও তিক্ততার অনেকটাই অবসান ঘটবে।

১। বরাবরের মতোই, আপনার দলে বিবৃতিটি একাধিকবার, অনুচ্ছেদ ধরে ধরে পড়ুন, এবং একে অপরকে প্রশ্ন করুন যতক্ষণ না আপনারা বিষয়বস্তুটি ভালোভাবে শিখে স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ করতে পারেন।

২। কেউ যদি নিম্নলিখিত কথাটি বলেন, তাহলে আপনি কীভাবে উত্তর দেবেন: "ধর্ম অতীতের বিষয়; বিজ্ঞান মানবজাতির সকল সমস্যার সমাধান করবে।" এটা স্পষ্ট করলে কি আপনার জন্য সহায়ক হবে যে ধর্ম কুসংস্কারের মতো নয়, কিন্তু বিজ্ঞান ছাড়া তা কুসংস্কারে পরিণত হয়, এবং ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান বস্তুবাদ থেকে জন্ম নেওয়া হতাশার দিকে নিয়ে যায়? এটি কীভাবে ঘটে তার উদাহরণ দিতে পারবেন কি?

৩। বাহা'উল্লাহর বাণী থেকে নেওয়া নিচের অনুচ্ছেদগুলোর একটি বা তার বেশি মুখস্থ করার জন্য আপনাদের পরামর্শ দেওয়া হলো।

"এসব অনুগ্রহসমূহের মধ্যে প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ, যা সর্বশক্তিমান মানুষকে প্রদান করেছেন, তা হলো উপলব্ধির ক্ষমতা...এই ক্ষমতা মানুষকে সকল বস্তুর সত্যতা বোঝার ক্ষমতা দেয়, তাকে সঠিক পথ দেখায় এবং সৃষ্টির রহস্যগুলো আবিষ্কার করতে সাহায্য করে।"[১২]

"পৃথিবীর দিকে তাকাও এবং কিছুক্ষণ এর উপর মনোনিবেশ কর। এটি নিজে থেকেই তোমাদের চোখের সামনে নিজের তত্ত্ব উন্মোচন করবে এবং প্রকাশ করবে, যা তোমার প্রভুর লেখনী, রূপকার, সর্বজ্ঞাত, তার মধ্যে খোদাই করেছেন।"[১৩]

"জ্ঞান হলো মানুষের জীবনে ডানার এবং তার আরোহণের জন্য একটি সিঁড়ির মতো। এর অর্জন সকলের অবশ্য পালনীয়।"[১৪]

পরিচ্ছেদ ৬

মানবজাতির একত্ব এমন একটি বিষয়, যা আজ সর্বত্র মানুষের হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হয় এবং অনেকে নিচের ধারণাগুলো নিয়ে আলোচনা করতে আপনাদের স্বাগত জানাবে।

যে বাগানে বিভিন্ন রঙ এবং সুগন্ধের ফুল পাশাপাশি ফোটে তা দেখতে মনোরম। ভিন্ন হলেও প্রতিটি ফুল একই বৃষ্টিতে সতেজ হয় এবং একই সূর্যের উষ্ণতা লাভ করে। এটি মানবজাতির জন্যও সত্য। এটি বহু জাতি ও বর্ণে গঠিত। কিন্তু, সকলে একই ঈশ্বর থেকে আসে এবং সকলের উৎস এক। মানব পরিবারের বৈচিত্র্য সম্প্রীতির উৎস হওয়া উচিত, সংগীতের মতো, যেখানে বিভিন্ন স্বর একসঙ্গে মিশে একটি নিখুঁত সুর তৈরি করে।

অস্তিত্বের জন্য একতা অপরিহার্য। প্রেম হলো জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। পার্থিব জগতে, সকল জিনিসের উপাদানগুলি আকর্ষণের সূত্র দ্বারা একত্রিত থাকে। আকর্ষণের সূত্র কিছু নির্দিষ্ট উপাদানকে একত্রিত করে একটি সুন্দর ফুলের রূপ দেয়। কিন্তু যখন সেই আকর্ষণ কেড়ে নেওয়া হয়, ফুলটিতে পচন ধরে এবং মরে যায়। মানুষের ক্ষেত্রেও তাই। আকর্ষণ, সংগতি এবং একতা হলো শক্তি, যা মানবজাতিকে একসঙ্গে ধরে রাখে।

বাহাউল্লাহ বিশ্বের সকল মানুষকে একত্রিত করার একটি পরিকল্পনা করেছেন। আমাদের উচিত তাদেরকে এই ঐক্যের বৃত্তে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা। যখন আমরা আমাদের থেকে ভিন্ন জাতি, জাতীয়তা, ধর্ম এবং মতামতের মানুষের সাথে মিলিত হই, তখন এই পার্থক্যগুলোকে আমাদের মধ্যে বাধা হতে দেওয়া উচিত নয়। আমাদের উচিত তাদেরকে মানবতার সুন্দর বাগানে ফুটে থাকা বিভিন্ন রঙের গোলাপ হিসেবে ভাবা এবং তাদের মাঝে থাকতে পেরে আনন্দিত হওয়া।

১। উপরের উক্তিটি পড়ার পর, যা আপনারা আগে করেছেন, আপনাদের চারদিকে উঠে আসা অনেকরকম কথোপকথনগুলো নিয়ে চিন্তা করুন। মানুষের মনে কোন বিষয়গুলো রয়েছে, যা তাদের সঙ্গে এই ধারণাগুলো আপনাদের পক্ষে ভাগ করে নেওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করে?

২। মানবজাতির একত্বের উপর একটি আলোচনা একজনের নিজের সমাজের একতার গুরুত্ব সম্পর্কে একটি আলোচনার পথ করে দেয়। কীভাবে আমরা প্রত্যেকে এতে একটি ধারণা সামনে আনতে পারি, এ বিষয়ে আপনারা কিছু বলতে পারবেন কী?

___

___

___

৩। আপনারা ইচ্ছা করলে নিচের উদ্ধৃতিগুলোর মধ্যে একটি বা তার বেশি মুখস্থ করতে পারেন, যাতে আপনারা কথা বলার সময় আপনাদের বন্ধুদের সঙ্গে বিষয়টি উত্থাপন করতে পারেন।

"একতার মন্দির স্থাপিত হয়েছে; তোমরা একে অপরকে বিদেশি মনে করো না। তোমরা সকলেই একই বৃক্ষের ফল এবং একই শাখার পত্রাবলি।"[১৫]

"ঐক্যের আলো এতটাই শক্তিশালী যে, তা সমগ্র পৃথিবীকে আলোকিত করতে পারে।"[১৬]

"তোমাদের মুখমণ্ডল ঐক্যের দিকে স্থাপন কর এবং এর আলোকদীপ্তিকে তোমাদের উপর বিকিরিত হতে দাও। তোমরা সবাই একযোগে একত্রিত হও এবং যা কিছু তোমাদের মধ্যে বিভেদের উৎস, ঈশ্বরের নামে সেসবকে সমূলে উপড়ে ফেলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর।"[১৭]

"মানবের জন্য উপযুক্ত হবে সে সবের প্রতি দৃঢ়সংলগ্ন থাকা যা কিছু বন্ধুত্ব, দয়ালুতা এবং ঐক্যকে বর্ধিত করবে।"[১৮]

পরিচ্ছেদ ৭

নিচের বিবৃতিটি আপনাদের ন্যায়বিচার বিষয়ের উপর আলোচনা করতে সাহায্য করবে, যা বেশির ভাগ মানুষের কাছে যথেষ্ট উদ্বেগের একটি বিষয়।

ব্যক্তি সক্ষমতার ভিন্নতা থাকা মানব অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য। সুতরাং সবদিক থেকে সব মানুষের পক্ষে সমান হওয়া সম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও, সামগ্রিকভাবে মানবীয় বিষয়াবলী ন্যায়ের মূলনীতি দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত। ন্যায়কে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে এবং সকল ব্যক্তির অধিকারকে অবশ্যই সুরক্ষিত করতে হবে।

ন্যায় সীমিত নয়, এটি একটি সার্বজনীন গুণ। এটি অবশ্যই মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রে কার্যকর হতে হবে। সমাজের প্রত্যেক সদস্যের সভ্যতার সুফল ভোগ করা উচিত, কারণ আমরা সকলেই মানবজাতির অংশ। এই দেহের কোনো একজন সদস্য যদি দুঃখ বা দুর্দশায় থাকে, তবে অন্য সকল সদস্যও অনিবার্যভাবে কষ্ট পায়। একজন কষ্ট পাবে আর বাকিরা স্বস্তিতে থাকবে, এটা কেমন কথা? আজকের সমাজে প্রয়োজনীয় পারস্পরিকতা ও সামঞ্জস্যের অভাব রয়েছে; এটি সুবিন্যস্ত নয়। এমন আইন ও নীতির প্রয়োজন যা সমগ্র মানব পরিবারের মঙ্গল ও সুখ নিশ্চিত করবে।

পুরস্কার ও শাস্তির স্তম্ভের উপর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত। যে শাসন ব্যবস্থা বিশ্বাসহীন ও ঐশ্বরিক শাস্তির ভয়হীন ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হয়, সেখানে অন্যায় আইন প্রয়োগ হবে। নিপীড়ন প্রতিরোধ করতে হলে পুরস্কারের আশা এবং শাস্তির ভয় উভয়েরই প্রয়োজন। আইন প্রণেতা এবং আইনের শাসকদের অবশ্যই তাদের সিদ্ধান্তের আধ্যাত্মিক পরিণতি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। যে শাসকেরা বিশ্বাস করেন যে তাদের কর্মের পরিণতি এই পার্থিব জীবনের পরেও তাদের অনুসরণ করবে এবং যারা জানেন যে তাদের বিচার ঐশ্বরিক ন্যায়বিচারের দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা হবে, তারা অবশ্যই স্বৈরাচার ও নিপীড়ন পরিহার করবেন।

১। একবার আপনি উপরোক্ত ধারণাগুলো স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ করতে শিখে গেলে, ভেবে দেখুন কোন কোন আলোচনার বিষয়বস্তু এই উক্তিটির অন্তর্দৃষ্টি থেকে উপকৃত হতে পারে।

২। যারা বিশ্বাস করে যে অন্যায় কোনদিনও পৃথিবী থেকে শেষ হবে না, এ ধরণের কথায় আপনারা কি উত্তর দেবেন?

৩। বাহাউল্লাহর বাণী থেকে নেওয়া ন্যায়বিচার সম্পর্কিত কিছু উদ্ধৃতি নিচে দেওয়া হয়েছে, যা মুখস্থ করতে আপনাদের উৎসাহিত করা হচ্ছে।

"ন্যায়বিচারই মানবের আলোক। অবিচার ও অত্যাচারের বিপরীত বায়ু দ্বারা একে নির্বাপিত করো না। ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য হলো মানবের ভিতর ঐক্যের আবির্ভাব ঘটানো।"[১৯]

"ন্যায়বিচারের সাথে কোনো দীপ্তিই তুলনীয় নহে। পৃথিবীর পরিচালন ব্যবস্থা ও মানবজাতির শান্তি এর উপর নির্ভরশীল।"[২০]

"যা কিছু পৃথিবীকে প্রশিক্ষিত করে তা হলো ন্যায়বিচার, কারণ এটি পুরস্কার ও শাস্তি স্তম্ভদ্বয়ের দ্বারা সমর্থিত। এই স্তম্ভদ্বয় পৃথিবীর কাছে জীবনের উৎসস্বরূপ।"[২১]

পরিচ্ছেদ ৮

দিন দিন ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান বাড়ছে এবং নিচের বিবৃতিটি আপনাকে এর উপর এবং এ সম্পর্কিত বিষয়ে বন্ধুদের সাথে কথোপকথনে সহায়তা করবে।

আজ, পারস্পরিকতা এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের অভাবে, সমাজের কিছু সদস্য পরম আরাম ও বিলাসে জীবনযাপন করে সন্তুষ্ট, একই সময়ে অন্যরা খাদ্য ও আশ্রয়ের অভাবে ভুগছে। কেউ কেউ বিপুল ধনী, এবং অন্যরা চরম দারিদ্রতায় বসবাস করছে।

সমাজের আইনকানুন এমনভাবে প্রণয়ন ও প্রয়োগ করতে হবে, যাতে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের পক্ষে অপরিমিত সম্পদ সঞ্চয় করা এবং অন্যদের নিঃস্ব থাকা সম্ভব না হয়। এর মানে এই নয় যে সবাই সমান হয়ে যাবে, কারণ মাত্রা ও ক্ষমতার পার্থক্য সৃষ্টির সহজাত বৈশিষ্ট্য। কিন্তু নৈতিক অবক্ষয়কারী দারিদ্র্যের সাথে যুক্ত সম্পদের এই অতি প্রাচুর্য দূর করা সম্ভব। যদি একজন পুঁজিপতির সম্পদ থাকা সঠিক হয়, তবে শ্রমিকের জীবনধারণের জন্য পর্যাপ্ত উপায় থাকাও সমানভাবে ন্যায়সঙ্গত। যখন আমরা চরম দারিদ্র্য দেখি, তখন কোথাও না কোথাও আমরা স্বৈরাচার খুঁজে পাব।

মূল কথা হলো, ঐশ্বরিক ন্যায়বিচারকে অবশ্যই মানবিক পরিস্থিতিতে প্রকাশিত হতে হবে। সমগ্র অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তি ঐশ্বরিক প্রকৃতির এবং তা হৃদয় ও আত্মার জগতের সাথে জড়িত। ধনীদের অবশ্যই তাদের প্রাচুর্য থেকে দান করতে হবে; তাদের হৃদয়কে কোমল করতে হবে এবং একটি সহানুভূতিশীল বুদ্ধিমত্তা গড়ে তুলতে হবে। হৃদয়কে

এমনভাবে একীভূত করতে হবে, ভালোবাসাকে এমনভাবে প্রভাবশালী করে তুলতে হবে যে ধনীরা স্থায়ীভাবে অর্থনৈতিক সমন্বয় স্থাপনের জন্য অত্যন্ত স্বেচ্ছায় পদক্ষেপ নেবে। তাদের নিজেদেরই উপলব্ধি করতে হবে যে, সমাজে চরম দারিদ্র্য থাকা সত্ত্বেও তাদের বিপুল সম্পদের অধিকারী হওয়া ন্যায়সঙ্গত বা আইনসম্মত নয়। এইভাবে, তারা স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপনের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু রেখে স্বেচ্ছায় তাদের সম্পদ থেকে দান করবে।

১। বিবৃতিটি ভালোভাবে পড়ুন এবং আপনার দলে যথারীতি এটি নিয়ে আলোচনা করুন। মানুষের মনে সম্পদ ও দারিদ্র্য সম্পর্কিত অনেক বিষয় রয়েছে—যেমন কর্মসংস্থান, মজুরি, আবাসন। আপনি কি এমন অন্য কোনো বিষয়ের কথা ভাবতে পারেন, যার আলোচনা এই বিবৃতির ধারণাগুলো থেকে উপকৃত হতে পারে?

২। যদি কেউ আপনার উপরোক্ত ধারণাগুলো উল্লেখ করতে শুনে আপনাকে নিম্নলিখিত প্রশ্নটি করে, তাহলে আপনি কী উত্তর দেবেন: "আপনি কি বলতে চাইছেন যে ধনীরা কঠোর কর আইন বুঝবে ও সমর্থন করবে এবং তারা স্বেচ্ছায় তাদের নির্ধারিত কর পরিশোধ করবে? আপনার কেন মনে হয় এটা সম্ভব?"

৩। বাহা'উল্লাহর শিক্ষা থেকে নেয়া এই উদ্ধৃতিগুলোর মধ্যে একটি বা দু'টি আপনারা মুখস্থ করতে পারেন:

"...তোমরা অবশ্যই সুন্দর ও আশ্চর্য ফল উৎপাদন করবে, যেন তা থেকে তোমরা নিজেরা এবং অন্যরা লাভবান হতে পারে। এরূপে প্রত্যেকেরই হস্তশিল্প ও পেশাতে নিযুক্ত হওয়াকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, কারণ সম্পদের রহস্য তার ভিতরই নিহিত। হে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ।"[২২]

"যদি তোমাদের চোখগুলো অনুকম্পামুখী করা হয়, তখন সেই জিনিসগুলো পরিত্যাগ কর যা তোমাদের সুফল দেয় এবং তাতে দৃঢ়সংলগ্ন হও, যা মানবজাতির উপকার করবে। এবং যদি তোমাদের চোখগুলো ন্যায়মুখী কর, তোমাদের প্রতিবেশীর জন্য আনন্দ কর, যা তোমরা নিজেদের জন্য পছন্দ করেছ।"[২৩]

"সেই আশিসপুতঃ, যে নিজের চেয়ে নিজের ভাইকে অগ্রাধিকার দেয়।"[২৪]

"কোনো সুন্দর কাজ হারিয়ে যায়নি অথবা যাবে না। কারণ সদিচ্ছাপূর্ণ কাজগুলো হলো ঈশ্বরের কাছে সঞ্চিত মণিমানিক্যসমূহ যারা কাজ করে তাদের উপকারের জন্য।"[২৫]

"....সংযমতার দায়বদ্ধতা অতিক্রম না করার প্রতি কর্ণপাত কর এবং অমিতব্যয়ীদের মধ্যে পরিগণিত হইও না।"[২৬]

পরিচ্ছেদ ৯

নিচে কিছু ধারণা দেয়া আছে যা পূর্বসংস্কারের বিষয়ের উপর আলোচনায় অংশ নিতে আপনাদের সাহায্য করবে।

সব ধরণের কুসংস্কার-ধর্মীয়, বর্ণ, লিঙ্গ, জাতিগত, আর্থিক-মানবতার সৌধ ধ্বংস করে এবং ঈশ্বরের আদেশের পরিপন্থি। হাজার হাজার বছর ধরে এসব কুসংস্কারের কোন কোন একটির দ্বারা উস্কে দেয়া সৃষ্ট যুদ্ধে মানবজাতি কষ্টভোগ করেছে। যতদিন এসব থাকবে, মানবজাতি শান্তি পাবে না।

ঈশ্বর তাঁর অবতারদের একমাত্র ভালোবাসা ও ঐক্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করেছেন। সকল ঐশী গ্রন্থই ভালোবাসার লিখিত বাণী। যদি সেগুলো বিভেদের কারণ বলে প্রমাণিত হয়, তবে তা নিস্ফল হয়ে যায়। অতএব, ধর্মীয় বিদ্বেষ বিশেষভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও আদেশের পরিপন্থী।

জাতীয়তার কুসংস্কার সম্পূর্ণরূপে অগ্রহণযোগ্য। পৃথিবী একটি ভূখণ্ড, এক দেশ। যে রেখা ও সীমানা রাষ্ট্রগুলোকে পৃথক করে তা কাল্পনিক; সেগুলো ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট নয়। মানুষ একটি নদীকে দুটি দেশের মধ্যে সীমানা রেখা বলে ঘোষণা করে, প্রতিটি পাড়াকে একটি করে নাম দেয়, অথচ নদীটি উভয়ের জন্যই সৃষ্টি হয়েছিল এবং এটি সকলের জন্য একটি প্রাকৃতিক ধমনী। এটা কি কল্পনা এবং অজ্ঞতা নয় যা মানুষকে জীবনের বদান্যতাকে যুদ্ধ ও ধ্বংসের কারণ সৃষ্টিতে প্ররোচিত করে?

বর্ণবিদ্বেষ কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষের গায়ের রঙ হলো সময়ের সাথে সাথে জলবায়ু ও পরিবেশের সাথে তার পূর্বপুরুষদের অভিযোজনের ফল মাত্র। চরিত্রই মানবতার প্রকৃত মাপকাঠি। শ্রেষ্ঠত্ব জাতি ও বর্ণের উপর নির্ভর করে না। বিশ্বাস, হৃদয়ের পবিত্রতা, সৎকর্ম এবং প্রশংসনীয় কথাই ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য।

দীর্ঘকাল ধরে নারীদের পুরুষের অধীন করে রাখা হয়েছে এবং তাদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য পার্থিব জগতের একটি আবশ্যকতা; আধ্যাত্মিক জগতে তারা সমান। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। তিনি সমগ্র মানবজাতিকে বুদ্ধিমত্তা ও উপলব্ধি দান করেছেন। সকলেরই সদ্গুণ অর্জনের ক্ষমতা রয়েছে। বর্তমানে এমন কোনো পরিস্থিতি নেই যেখানে কোনো ব্যক্তির লিঙ্গ বৈষম্যমূলক আচরণের ভিত্তি হতে পারে।

ওল্ড টেস্টামেন্টের বাণী অনুসারে, ঈশ্বর বলেছেন, "এসো, আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করি।" এই কথাটি স্পষ্টতই নারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট; অর্থাৎ, ঐশ্বরিক গুণাবলী মানুষের বাস্তবতায় প্রতিফলিত ও প্রকাশিত হয়। এই কথা সমগ্র মানবজাতির ক্ষেত্রেই সত্য। এই দাবি করা কতই না অগ্রহণযোগ্য যে, কেবল একটি নির্দিষ্ট বর্ণ, জাতি বা জাতীয়তার মানুষই ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট হয়েছিল। এই ধারণা করা কতই না অযৌক্তিক যে, কেবল ধনীরাই তাঁর প্রতিমূর্তিতে তৈরি হয়েছিল, অথবা এটা ভাবা যে ঈশ্বরের নৈকট্যের মাপকাঠি হলো সমাজে একটি উচ্চ পদ। কুসংস্কারের পরিত্যাগ এবং ঈশ্বরের রাজ্যের নৈতিকতা অর্জনের মাধ্যমেই কেবল মানবজাতি জ্ঞান লাভ করতে পারে।

১। আগেরগুলোর মতোই এই বিবৃতিটিও অধ্যয়ন করুন এবং তারপরে এমন কিছু প্রতিবন্ধকতার কথা ভাবুন যা আপনার বন্ধু এবং প্রতিবেশীরা কথোপকথনে উত্থাপন করেছেন, যেগুলোর জন্য কুসংস্কার দূর করা প্রয়োজন।

২।	উপরোক্ত ধারণাগুলো বলতে শুনে যদি কেউ আপনাকে জিজ্ঞাসা করে: “আমাদের অজান্তেও কি আমাদের মধ্যে কুসংস্কার থাকতে পারে?”, তাহলে আপনি কী উত্তর দেবেন?

৩।	আপনাদের আলোচনায় এইসব ধারণাসমূহের উপর বাহা’উল্লাহর শিক্ষা থেকে নেওয়া নিচের উদ্ধৃতিগুলোর একটি অথবা কয়েকটি অন্তর্ভুক্ত করার অনুকূল পরিবেশ লাভ করতে পারেন।

“পৃথিবী একটি দেশ; এবং মানবজাতি ইহার নাগরিক।”[২৭]

“পৃথিবীর সব চারাগাছগুলো একটি গাছ থেকে এবং সকল ফোঁটা একই মহাসাগর থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং সকল সত্তাসমূহ তাদের অস্তিত্ব এক মহাঅস্তিত্বের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।”[২৮]

“সে প্রকৃতই মানুষ, যে আজ সমগ্র মানবজাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছে।”[২৯]

“সচ্চরিত্রের আলো সূর্যের আলো ও তার উজ্জ্বলতাকে অতিক্রম করে যায়।”[৩০]

“মানুষের বৈশিষ্ট্য তার অলঙ্কারসমূহ অথবা সম্পদে অবস্থান করে না; বরং তার সৎ গুণাবলি, আচরণ এবং প্রকৃত উপলব্ধিতে অবস্থান করে।”[৩১]

“ঈশ্বর যেন সকল অবস্থায় কুসংস্কারের বিগ্রহসমূহ চূর্ণবিচূর্ণ করতে এবং সকল মানুষের কল্পনাসমূহের অবগুণ্ঠন বিদীর্ণ করতে তোমাকে উদারভাবে সাহায্যপ্রাপ্ত হওয়ার অনুমোদন প্রদান করেন।“[৩২]

“সমগ্র মানবের মধ্যে সে-ই সর্বাপেক্ষা অমনোযোগী যে অনর্থক বিবাদ করে এবং তাহার ভ্রাতার উপর নিজেকে বড় করিতে চায়।”[৩৩]

পরিচ্ছেদ ১০

বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলার সময়, আপনারা বারবার পুরুষ এবং নারীদের সমতা বিষয়ে নিচের বিবরণে দেওয়া ধারণাগুলোতে মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেন:

জাগতিক সূর্য, তার আলো ও তাপের মাধ্যমে পৃথিবীর সমস্ত বস্তুর বাস্তবতা উদ্ঘাটন করে। গাছের আড়ালে থাকা ফলগুলো শাখাগুলোতে দৃশ্যমান হয় সূর্যের শক্তিতে। ঠিক সেভাবেই, সত্যের সূর্য আধ্যাত্মিক আকাশে পরিপূর্ণ মাত্রায় প্রজ্জ্বলিত, বাস্তবতাকে আলোতে নিয়ে আসে, যা আগে দৃশ্যমান হয়নি। এই কারণে, এই যুগে, পুরুষ এবং নারীর সমতার মূলতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত হয়েছে এবং এটি এখন একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য।

বাহা'উল্লাহ স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন যে, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে পুরুষ এবং নারীর মধ্যে কোনও প্রভেদ নেই। অসমতার শর্ত যা যুগ যুগ ধরে চলছিল, সেটি পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের ফল নয়; এর কারণ কেবল এই যে নারীদের তাদের সকল সম্ভাবনাগুলোর বিকাশের জন্য সমান সুযোগ দেওয়া হয়নি। তবে, তাদের বিরুদ্ধে এসব কুসংস্কার থাকা সত্ত্বেও, ইতিহাস এমন অগণিত নারীদের জীবন কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছে, যারা সর্বশ্রেষ্ঠ সাফল্য অর্জন করেছিলেন।

এরকম একজন নারী ছিলেন, পার্সিয়ান কবি, তাহিরি তিনি সেই দেশে ১৮০০ শতাব্দীর শুরুর দিকে জন্মেছিলেন, যেখানে মহিলারা সম্পূর্ণরূপে পুরুষদের অধিনে ছিল। তিনি ছিলেন প্রথম নারী যিনি ঈশ্বরের নতুন প্রত্যাদেশের সত্যকে গ্রহণ করেছিলেন। যখন তিনি একটি নতুন দিনের ভোর প্রত্যক্ষ করলেন, তিনি উপলব্ধি করলেন যে, পুরুষ এবং নারীর সমতার বাস্তবতাকে স্বীকৃতি দেয়ার সময় এসেছে। তিনি তার প্রাণশক্তি এই সত্য প্রচার করতে উৎসর্গ করেছিলেন। তার বাগ্মিতা এবং জ্ঞান তার সময়ের অত্যন্ত শিক্ষিতদের হতবাক করেছিল। যদিও একজন অত্যাচারী রাজা এবং একজন অজ্ঞ এবং দাম্ভিক যাজকের সকল ক্ষমতা তার বিরুদ্ধে ছিল, তবুও এক মুহূর্তের জন্যও তিনি সত্যকে বলতে দ্বিধাবোধ করেননি। এবং পরিশেষে, তিনি যে আদর্শকে এতো দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছিলেন তার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

ঈশ্বর যা চাননি, তাতে বিশ্বাস করা হলো অজ্ঞতা ও কুসংস্কার। আজ নারীদের শিক্ষিত হওয়ার এবং মানব প্রচেষ্টার সকল ক্ষেত্রে পুরুষের সমান অবস্থান গ্রহণের প্রতিটি সুযোগ দেওয়া উচিত। আধ্যাত্মিক জগতের মতো এই পৃথিবীতেও যতক্ষণ না নারী-পুরুষের সমতা বাস্তবে পরিণত হচ্ছে, ততক্ষণ মানবজাতির প্রকৃত অগ্রগতি সম্ভব হবে না।

১। বরাবরের মতোই, আপনার দলে এই বিবৃতিটি অধ্যয়ন করুন এবং এর ধারণাগুলো বলার অনুশীলন করুন। সম্প্রতি আপনার বন্ধুদের সাথে এমন কোনো কথোপকথন হয়েছে কি, যা এর দেওয়া অন্তর্দৃষ্টি থেকে উপকৃত হতে পারত? আলোচনার বিষয়গুলো কী ছিল?

২। যদি নারীরা সকল কর্মক্ষেত্রে পুরুষদের সমান স্থান অর্জন করতে চায় তবে আজকের সমাজে প্রচলিত এমন কি কোন বিশ্বাস ও মনোভাব আছে যা পরিবর্তন করতে হবে?

৩। নিচে বাহা'উল্লাহর শিক্ষাসমূহ থেকে নেওয়া উদ্ধৃতিসমূহ আছে, যা ইচ্ছা করলে আপনারা মুখস্থ করতে পারেন।

"ঈশ্বরের দৃষ্টিতে নারীজাতি পূর্বেও সমান ছিল এবং চিরদিনই থাকবে।"[৩৪]

"তোমরা কি জানো, কেন আমরা তোমাদের সকলকে একই মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছি? এটা এ জন্য যাতে কেউ নিজেকে অন্যের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করতে না পারে।"[৩৫]

"বর্তমান যুগে স্বর্গীয় আশীর্বাদের হস্ত সর্বপ্রকার পার্থক্যকে সরিয়ে দিয়েছে। ঈশ্বরের সেবকরা এবং তার সেবিকারা জ্ঞানের স্তরে সমানভাবেই বিবেচিত হয়।"[৩৬]

পরিচ্ছেদ ১১

সার্বজনীন শিক্ষা বিষয়ের উপর আপনাকে এ চূড়ান্ত বিবৃতিটি অধ্যয়ন করতে বলা হচ্ছে:

শিক্ষার প্রসার আমাদের সময়ের অত্যন্ত এক জরুরি বিষয়। কোনো জাতিই সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারে না, যদি না তারা শিক্ষাকে তাদের অন্যতম প্রধান বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে। কোনো জাতির পতনের প্রধান কারণ হলো জ্ঞানের অভাব।

শিক্ষা শৈশবেই শুরু হওয়া উচিত। পিতা-মাতার কর্তব্য হলো তাদের সন্তানদের শিক্ষিত করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিধান অনুসারে তাদের চরিত্রকে পরিমার্জিত করা এবং কলা ও বিজ্ঞানে তাদের প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা। মায়েরা হলেন মানবজাতির প্রথম শিক্ষিকা; তাঁরা তাঁদের সন্তানদের জ্ঞানের স্তন্যে লালন করেন। প্রত্যেক শিশুকে অবশ্যই শিক্ষিত করতে হবে; এটি এমন কোনো বিষয় নয় যা অবহেলা করা যায়। যদি পিতামাতা প্রয়োজনীয় খরচ বহন করতে সক্ষম হন, তবে তাঁদের অবশ্যই তা করতে হবে। অন্যথায়, সমাজকেই শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষার মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের আকাংখা গড়ে তোলা উচিত। আমাদের মানবীয় পূর্ণতার প্রতি মুগ্ধ হওয়া উচিত এবং প্রবল আবেগের সাথে তার অনুসরণ করা উচিত। আমাদের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের আকাংখা করা উচিত, মানব জগতের গুণাবলীর জন্য পরিচিত হওয়া উচিত—আন্তরিকতা, আনুগত্য, মানবসেবা, ভালোবাসা এবং ন্যায়বিচারের জন্য। শান্তি ও ঐক্যের প্রসারে এবং জ্ঞানচর্চার প্রসারে আমাদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে স্বতন্ত্র হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। মানুষকে এই পথে পরিচালিত করাই শিক্ষার প্রকৃত কাজ।

১। আপনাদের দলে এই বিবৃতিটি অধ্যয়ন করার পর, শিক্ষা বিষয়ে আপনাদের বন্ধুদের কিছু উদ্বেগ চিহ্নিত করার চেষ্টা করুন। উপরের ধারণাগুলো কীভাবে তাদের উদ্বেগগুলো নিরসন করে?

____

____

____

____

২। বাহা'উল্লাহর শিক্ষাসমূহ থেকে নেয়া নিচের একটি বা কয়েকটি উদ্ধৃতি মুখস্থ করার পরামর্শ দেয়া হলো:

"ইহা কাংক্ষিত নহে যে, একজন মানুষও জ্ঞান ও দক্ষতাহীন থাকবে, কারণ সেক্ষেত্রে সে একটি ফলহীন বৃক্ষ ব্যতীত কিছুই নহে।"[৩৭]

"জগতের জনগণ ও তাহাদের স্বজাতিদের শিক্ষার জন্য তোমাদের মন ও প্রাণ প্রয়োগ কর...।"[৩৮]

"সত্তার জগৎকে কলা, হস্তশিল্প এবং বিজ্ঞান উর্ধ্বে স্থান দিয়েছে এবং সেটাই পদমর্যাদার জন্য উপযুক্ত।"[৩৯]

"বাস্তবিকই, মানবের নিকট জ্ঞান হলো একটি যথার্থ সঞ্চিত ধন এবং তার প্রতি মহিমার, বদান্যতার, আনন্দের পদমর্যাদার, উল্লাসের এবং স্ফুর্তির উৎস।"[৪০]

পরিচ্ছেদ ১২

শান্তি সকলের মনের একটি বিষয়। এর প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত জরুরি ও অত্যাবশ্যক। এখন, পূর্ববর্তী বক্তব্যে বর্ণিত নীতিগুলো নিয়ে আপনি কিছুটা চিন্তা করার পর, বিশ্বশান্তির প্রশ্নটি নিয়ে ভাবা আপনার জন্য উপকারী হতে পারে।

যুদ্ধ নির্মূল করার জন্য সরকারগুলোর বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের উপর অবশ্যই অনেক কিছু নির্ভর করে। শান্তি অর্জনের জন্য বিরোধ নিষ্পত্তি এবং অস্ত্র হ্রাস করার রাজনৈতিক চুক্তি অপরিহার্য, যেমনটি অপরিহার্য বিভিন্ন দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার অসংখ্য রূপ। তবুও, এই ধরনের পদক্ষেপগুলো যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, যদি পূর্বে আলোচিত নীতিগুলো বিশ্বজুড়ে প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে তা স্থায়ী শান্তি আনবে না। মানুষ যদি বাস্তবতাকে অনুসন্ধান করতে না শেখে এবং উপলব্ধি না করে যে সত্য এক, তবে কি যুগ যুগ ধরে চলে আসা শত্রুতাগুলো টিকে থাকবে না, আমাদের নিজেদেরকে অবশ্যই এই প্রশ্ন করতে হবে? আমাদের সকলের উৎস একই। ঈশ্বর আমাদের সকলের উপর নজর রাখেন এবং তাঁর প্রকাশগুলোর মাধ্যমে আমাদের সকলকে প্রশিক্ষণ দেন। তাঁদের শিক্ষা ভালোবাসা এবং সৌহার্দ্যের একই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কেবল যখন ধর্মের একত্বকে স্বীকার করা হবে, তখনই ধর্মীয় সংঘাত বন্ধ হবে এবং ধর্মের আলো শান্তির পথকে আলোকিত করবে। আমাদের আরও জিজ্ঞাসা করতে হবে, অজ্ঞতার মেঘ দূর করতে এবং শান্তির পথে প্রতিটি শক্তিশালী প্রতিবন্ধকস্বরূপ সকল প্রকার কুসংস্কারকে মিথ্যা প্রমাণ করতে বিজ্ঞান ও ধর্মের কি একযোগে কাজ করা প্রয়োজন নয়? আরও একটি প্রশ্ন হলো, যদি বিশ্বের প্রতিটি কোণে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বর্তমান অস্বাভাবিক বৈষম্যের সমাধান না করা হয়, তবে কি একটি শান্তিপূর্ণ বিশ্ব গড়ে তোলা সম্ভব? এবং, যতক্ষণ না নারীদের পুরুষদের সমান মর্যাদায় মানব প্রচেষ্টার সকল ক্ষেত্রে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইতিহাসের বহু অধ্যায়ের বৈশিষ্ট্য হয়ে থাকা সহিংসতা শান্তি ও প্রকৃত সমৃদ্ধির পথ করে দেবে না। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অবশ্যই এই ধরনের নীতি অনুসারে সার্বজনীনভাবে শিক্ষিত করতে হবে, অন্যথায় শান্তির প্রতিটি আশা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। আপনি বাহা'উল্লাহর নিম্নলিখিত বাণীগুলো মুখস্থ করে রাখতে পারেন, যাতে আপনি মানবতার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত অন্যদের সাথে তা ভাগ করে নিতে পারেন:

"মানবজাতির কল্যাণ, তাদের শান্তি এবং নিরাপত্তা অপ্রাপ্য হয়, যদি না এবং যতক্ষণ না তাদের একতা প্রতিষ্ঠিত হয়।"[৪১]

REFERENCES

1. *Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh* (Wilmette: Bahá'í Publishing Trust, 1983, 2017 printing), CIX, par. 2, p. 243.
2. Ibid., CXXXII, par. 1, p. 325.
3. Ibid., XXXIV, par. 5, p. 89.
4. *Tablets of Bahá'u'lláh Revealed after the Kitáb-i-Aqdas (*Wilmette: Bahá'í Publishing Trust, 1988, 2005 printing), no. 11. 1, p. 161.
5. Bahá'u'lláh, *The Kitab-i-Iqán:* The Book of Certitude (Wilmetter Bahá'í Publishing Trust, 2003, 2018 printing), par. 151, p. 131.
6. Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh, XXVIII, par. 2, p. 77.
7. Ibid., XXIV, par. 1, p. 66.
8. Ibid., CXI, par. 1, p. 246.
9. Ibid., XLIII, par. 6, p. 106.
10. Ibid., CX, par. 1, p. 244.
11. Tablets of Bahá'u'lláh Revealed after the Kitáb-i-Aqdas, no. 15.4, p. 220.
12. Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh, XCV, par. 1, pp. 219-20.
13. Tablets of Bahá'u'lláh Revealed after the Kitáb-i-Aqdas, no. 9.13, p. 141.
14. Ibid., no. 5.13, p. 51.
15. Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh, CXII, par. 1, pp. 247-48.
16. Ibid., CXXXII, par. 3, p. 326.
17. Ibid., CXI, par. 1, p. 246.
18. Tablets of Bahá'u'lláh Revealed after the Kitáb-i-Aqdas, no. 7.20, p. 90.
19. Ibid., no. 6.25, pp. 66-67.
20. Bahá'u'lláh cited by Effendi. The Advent of Divine Justice (Wilmette: Bahá'i Publishing Trust, 2006, 2018 printing), par. 42, p. 41.
21. Tablets of Bahá'u'lláh Revealed after the Kitáb-i-Aqdas, no. 3.23, p. 27.
22. Bahá'u'lláh, The Hidden Words (Wilmette: Bahá'í Publishing Trust, 2003, 2012 Persian no. 80, p. 51.

23. Tablets of Bahá'u'lláh Revealed after the Kitab-i-Aqdas, no. 6.19. p. 64.

24. Ibid., no. 6.37, p. 71.

25. Bahá'u'lláh, in Suququ'lláh-The Right of God: A Compilation of Extracts from the Writings of Bahá'u'lláh and 'Abdu'l-Bahá and from Letters Written by and on Behalf of Shoghi Effendi and the Universal House of Justice, compiled by the Research Department of the Universal House of Justice (Wilmette: Bahá'í Publishing Trust, 2007), no. 16. p. 16.

26. Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh, CXVIII, par. 2, p. 283.

27. Ibid., CXVII, par. 1. p. 282.

28. Bahá'u'lláh, cited by Shoghi Effendi, The Promised Day Is Come (Wilmette: Bahá'í Publishing Trust, 1996, 2018 printing), par. 279, p. 187.

29. Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh, CXVII, par. 1, p. 282.

30. Tablets of Bahá'u'lláh Revealed after the Kitáb-i-Aqdas, no. 4.11, p. 36.

31. Ibid., no. 6.3, p. 57.

32. Ibid., no. 6.3, p. 58.

33. The Hidden Words, Persian no. 5, pp. 23-24.

34. Bahá'u'lláh, in Women: Extracts from the Writings of Bahá'u'lláh, 'Abdu'l-Bahá, Shoghi Effendi and the Universal House of Justice, compiled by the Research Department of the Universal House of Justice (Wilmette: Bahá'ii Publishing Trust, 1986, 1997 printing), no. 54, p. 26.

35. The Hidden Words, Arabic no. 68, p. 20.

36. Bahá'u'lláh, in the compilation Women, no. 3, p. 3.

37. Bahá'u'lláh, in Excellence in All Things: A Compilation of Extracts from the Bahá'íWritings, compiled by the Research Department of the Universal House of Justice (London: Bahá'ii Publishing Trust, 1981, 1989 printing), no. 5, p. 2.

38. Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh, CLVI, par. 1, p. 378.

39. Bahá'u'lláh, Epistle to the Son of the Wolf (Wilmette: Bahá'í Publishing Trust, 1988, 2016 printing), p. 26.

40. Tablets of Bahá'u'lláh Revealed after the Kitab-i-Aqdas, no. 5.13, p. 52.

41. Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh, CXXXI, par. 2, p. 324.

জ্ঞানগভীর বিষয়াবলী

উদ্দেশ্য

বন্ধু এবং প্রতিবেশীদের সাথে দেখা করার অভ্যাস গড়ে তোলা,
আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের ভাবনাগুলোর উপর কথোপকথন করা

পরিচ্ছেদ ১

আগেরটির মতোই, এই তৃতীয় ইউনিটটি, সেইসব সামর্থ্যগুলো নিয়ে আলোচনা করে যা আমাদেরকে অর্থপূর্ণ ও অনুপ্রেরণাদায়ক কথোপকথনে প্রবেশ করতে সাহায্য করে। দ্বিতীয় ইউনিটে আমাদের মনোযোগ ছিল সেইসব অসংখ্য সুযোগের উপর, যা আধ্যাত্মিক নীতির উল্লেখের মাধ্যমে কথোপকথনের মানকে উন্নত করে। এখানে মনোযোগের বিষয়টি বন্ধু ও প্রতিবেশীদের বাড়িতে আমাদের পরিদর্শনের দিকে, যেখানে আমরা একত্রে সম্প্রদায়ের জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা বিষয়গুলো অন্বেষণ করি।

সারা বিশ্বের গ্রাম ও মহল্লায় বন্ধুদের দলগুলো নিবিড়ভাবে একগুচ্ছ পারস্পরিক কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত থাকে, যার মধ্যে রয়েছে নিয়মিত ভক্তিমূলক সভা, শিশুদের আধ্যাত্মিক শিক্ষার জন্য ক্লাস, জুনিয়র ইয়ুথদের সভা, অধ্যয়ন চক্র, এবং ইয়ুথ ক্যাম্প ও বিভিন্ন ধরনের ক্যাম্পেইন। যখন কোনো একটি এলাকায় এই ধরনের কর্মকাণ্ডের ধারা শেকড় গাড়তে শুরু করে এবং ক্রমবর্ধমান সংখ্যক মানুষ সেবামূলক কাজে নিজেদের উৎসর্গ করে, তখন বন্ধুদের মূল কেন্দ্রটি আকার ও শক্তিতে বৃদ্ধি পায়। গ্রাম বা মহল্লার আরও বেশি সংখ্যক বাড়িতে নিয়মিত পরিদর্শনের একটি সুসংবদ্ধ কর্মসূচি হলো সম্প্রদায় গঠনের প্রক্রিয়ার একটি অপরিহার্য উপাদান, যা এখন গতি লাভ করছে। এই ধরনের পরিদর্শনের সময় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি বাহাই শিশু ক্লাসের শিক্ষককে প্রায়শই তরুণদের অভিভাবকদের সাথে শিক্ষার সাথে প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য দেখা করতে হয়। একইভাবে, যারা এনিমেটর এবং শিক্ষক হিসাবে কাজ করেন, তাদেরও জুনিয়র ইয়ুথ ও যুবকদের বাড়িতে গিয়ে মানুষের জীবনের এই সম্ভাবনাময় বছরগুলোর সাথে জড়িত চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগ সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে হয়। পরিবারের সদস্যদের সাথে এমন সব বিষয়ে আলোচনা, যা তাদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে জ্ঞানকে গভীর করে, তা সমানভাবে অপরিহার্য বলে প্রমাণিত হয়। সর্বোপরি, সম্প্রদায়ের মধ্যে গড়ে ওঠা ভ্রাতৃত্ববোধের সংস্কৃতির উপর এই ধরনের পরিদর্শনের প্রভাবকে অবমূল্যায়ন করা যায় না।

পরিচ্ছেদ ২

এ ইউনিটের উদ্দেশ্যে, আমরা কাল্পনিক একটি পাড়াকে দেখব, যেখানে উপরে বর্ণিত প্রক্রিয়াটি এগিয়ে যাচ্ছে। একটি বাড়িতে পরিদর্শনের সময় যে ধরনের কথোপকথন হতে পারে তা পরীক্ষা করার জন্য আমরা এটিকে প্রেক্ষাপট হিসেবে ব্যবহার করব।

আলেজান্দ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের একজন তরুণী। সে এবং তার এক ভাই, যে নিজেও একজন ছাত্র, তাদের বাবা-মায়ের সাথে আমাদের কল্পনার সেই পাড়ায়, সেই বাড়িতে বাস করে যেখানে তারা জন্মেছিল এবং বড় হয়েছিল। তারা চারজন এবং সম্প্রতি মহল্লাতে চলে আসা এক তরুণ দম্পতি প্রতি সপ্তাহে প্রায় ৮,০০০ জনসংখ্যার মধ্যে তাদের চারপাশে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকা বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়ে প্রার্থনা ও পরামর্শ করার জন্য মিলিত হয়। আরও তিনজন এই সাপ্তাহিক সভাগুলোতে সময়ে সময়ে অংশগ্রহণ করছে এবং শুধু তাদের নিজেদের সেবামূলক কাজগুলো নিয়েই নয়, বরং সমগ্র সম্প্রদায়-গঠন প্রক্রিয়া নিয়েও পদ্ধতিগতভাবে ভাবতে শুরু করেছে: ছয় মাস আগে শুরু হওয়া একটি শিশু ক্লাসের একজন শিক্ষক এবং সতেরো বছর বয়সী দু'জন যুবক, যারা আলেজান্দ্রার এক বড় ভাইয়ের সহায়তায় একটি জুনিয়র ইয়ুথ দল পরিচালনা করছে। আলেজান্দ্রার বড় ভাই ছোটবেলায় তাদের নিজেদের দলটির এনিমেটর ছিল এবং সে নিয়মিত তার বাবা-মায়ের সাথে দেখা করতে আসে।

আমরা প্রথমে যে কথোপকথনগুলো খতিয়ে দেখব, সেগুলো আলেজান্দ্রা এবং সানচেজ পরিবারের মধ্যেকার। এ পরিবারটি মহল্লায় প্রতিবেশীদের কাছে সুপরিচিত ও সম্মানীয়। স্বামী ও স্ত্রী দু'জনেই ষাট বছর বয়সী এবং ছেলেমেয়েদের বড় বড় করে তোলার পর তারা আলেজান্দ্রার বাড়ি থেকে কয়েকটি বাড়ি দূরে একাই বাস করেন। মিঃ ও মিসেসঃ সানচেজ শিক্ষিত, কিন্তু খুব বেশি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেননি। উদারতা ও পবিত্র কর্মের জীবনযাপনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত প্রজ্ঞার কারণেই তাঁরা ব্যাপক সম্মান উপভোগ করেন। তাঁরা বেশ কিছুদিন ধরেই বাহা'ই শিক্ষার বিষয়ে অবগত ছিলেন, কিন্তু সম্প্রতি তাঁরা আন্তরিকভাবে তা অন্বেষণ করার সিদ্ধান্ত নেন। এক সপ্তাহ আগে, তাঁরা আলেজান্দ্রার বাবা-মাকে এই সম্প্রদায়ে যোগদানের ইচ্ছার কথা জানান।

তাঁদের স্বাগত জানানোর জন্য একটি সমাবেশের পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে এবং এর পাশাপাশি, এও স্থির হয়েছে যে আলেজান্দ্রা কয়েক সপ্তাহ ধরে নিয়মিত তাঁদের সাথে দেখা করে এমন কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন যা তাঁদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে জ্ঞানকে আরও গভীর করতে সাহায্য করবে। এই পরিদর্শনগুলোর বিবরণ অনুসরণ করে, আপনি এই বিষয়গুলো অন্বেষণ করতে পারবেন এবং একই সাথে এই ধরনের উপলক্ষগুলোতে কথোপকথনের গতিপ্রকৃতি নিয়েও চিন্তা করতে পারবেন।

পরিচ্ছেদ ৩

মিঃ ও মিসেসঃ সানচেজের সাথে আলেজান্দ্রার প্রথম কথোপকথনটি ঈশ্বরের শাশ্বত দিব্য চুক্তিপত্র-এ মুলভাবের সংক্ষিপ্ত বিবরণটি নিচে দেয়া হলো:

সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা হলেন ঈশ্বর, যিনি এক, অতুলনীয়, স্বয়ংসম্পূর্ণ। বাহা'উল্লাহ আমাদের শিক্ষা দেন যে, ঈশ্বরীয় সারসত্ত্বা মানব মনের কাছে দূর্বোধ্য, কারণ সসীম অসীমকে উপলব্ধি করতে পারে না। মানুষ তাঁর সম্পর্কে যে প্রতিরূপ তৈরি করে, তা কেবল তাদের নিজস্ব কল্পনার ফল। ঈশ্বর কোনো মানুষ নন এবং তিনি মহাবিশ্বে বিস্তৃত কোনো নিছক শক্তিও নন। আমাদের অস্তিত্বের উৎসকে বোঝাতে যে শব্দগুলো আমাদের অবশ্যই ব্যবহার করতে হয়, যেমন স্বর্গীয় পিতা, স্বর্গীয় শক্তি, মহান আত্মা, সেগুলো তাঁর নাম ও গুণাবলীকে মানুষের ভাষায় প্রকাশ করে এবং তাঁকে বর্ণনা করার জন্য সম্পূর্ণ অপর্যাপ্ত।

আমরা নিহিত বাক্যাবলিতে পড়ি:

"হে মানব সন্তান! তোমার সৃষ্টি আমার প্রিয় ছিল। সুতরাং আমি তোমাকে সৃষ্টি করলাম। অতএব, তুমি আমাকে ভালোবাস, যেন আমি তোমাকে স্মরণ করতে এবং তোমাকে আধ্যাত্মিক জীবনে সুনিশ্চিত করতে পারি।"[১]

এ অনুচ্ছেদে, বাহা'উল্লাহ আমাদের বলেছেন যে, আমাদের জন্য ঈশ্বরের ভালোবাসার একমাত্র কারণ হলো আমাদের অস্তিত্বের জন্য। এ ভালোবাসায় আমাদের অবশ্যই সবসময় সজাগ থাকতে হবে, যা আমাদের রক্ষা করে, জীবিত রাখে এবং জীবনের চেতনা দিয়ে আমাদের পূর্ণ করে। সমস্যার বা স্বস্তির, দুঃখের অথবা আনন্দের মুহুর্তগুলিতে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, তাঁর ভালোবাসা সবসময় আমাদের পরিবেষ্ঠন করে রাখে।

বাহাই শিক্ষা থেকে আমরা জানতে পারি যে, তাঁর ভালোবাসা দিয়ে আমাদের সৃষ্টি করে ঈশ্বর আমাদের সাথে একটি দিব্য চুক্তিপত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। "চুক্তিপত্র" শব্দটির অর্থ হলো দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যেকার চুক্তি বা প্রতিশ্রুতি। এই চিরন্তন দিব্য চুক্তিপত্র অনুসারে, পরম দাতা স্রষ্টা কখনও আমাদের পরিত্যাগ করেন না এবং সময়ে সময়ে তাঁর অন্যতম একজন মহাপ্রকাশের মাধ্যমে তাঁর ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য আমাদের কাছে প্রকাশ করেন।

"প্রকাশ করা" ক্রিয়াপদটির অর্থ হলো উদঘাটন করা, এমন কিছু দেখানো যা আগে জানা ছিল না। ঈশ্বরের মহাপ্রকাশগণ হলেন সেই বিশেষ সত্তা, যাঁরা আমাদের কাছে ঈশ্বরের বাণী প্রকাশ করেন। তাঁরা হলেন বিশ্বশিক্ষক, যাঁরা আমাদের শেখান কীভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে জীবনযাপন করতে হয় এবং কীভাবে প্রকৃত সুখ লাভ করতে হয়। এই মহাপ্রকাশগণের মধ্যে রয়েছেন আব্রাহাম, কৃষ্ণ, মুসা, জরাথুস্ত্র, বুদ্ধ, খ্রিষ্ট, মুহাম্মদ এবং অবশ্যই, বাব ও বাহাউল্লাহ, মানব ইতিহাসের এই যুগের জন্য ঈশ্বরের যুগল প্রকাশ।

এইভাবে, ঈশ্বরের চিরস্থায়ী চুক্তিতে, তাঁর অংশ সর্বদা পূর্ণ হয়েছে। একটি মৌলিক প্রশ্ন যা আমাদের সকলকে নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করতে হবে তা হলো, "আমি কীভাবে এ চুক্তিতে আমার অংশ পূর্ণ করব?" সকল ধর্মগ্রন্থে আমরা যে উত্তর পাই তা হলো: ঈশ্বরের মহাপ্রকাশকে স্বীকার করে এবং তাঁর শিক্ষা মেনে চলার মাধ্যমে। এই প্রতিক্রিয়া আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্যের দিকে নির্দেশ করে, যা হলো ঈশ্বরকে জানা এবং তাঁর উপাসনা করা। সংক্ষিপ্ত বাধ্যতামূলক প্রার্থনায়, আমরা ঘোষণা করি:

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, হে আমার ঈশ্বর! তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো তোমাকে জানার জন্য ও তোমার উপাসনা করার জন্য। আমি এ মুহূর্তে আমার শক্তিহীনতা ও তোমার শক্তিমত্তা, আমার দারিদ্রতা ও তোমার ঐশ্বর্যের সাক্ষ্য দিচ্ছি।"

"তুমি ব্যতীয় অপর কোন ঈশ্বর নাই, বিপদে সহায়, স্বয়ং-সত্ত্বাবিশিষ্ট।"[২]

যেহেতু তাঁর মহাপ্রকাশ ব্যতীত ঈশ্বরকে জানা আমাদের পক্ষে অসম্ভব, তাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য অর্জনের একমাত্র উপায় হলো তাঁদেরকে চেনা এবং তাঁদের শিক্ষা অনুসরণ করা। আজ, এমন এক সময়ে বাস করার বদান্যতার জন্য আমাদের হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ, যখন সমস্ত পবিত্র গ্রন্থে করা এই প্রতিশ্রুতি যে পৃথিবীতে শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে, তা পূর্ণ হচ্ছে। বাহাউল্লাহ ঘোষণা করেন:

"এই সেই দিবস যখন ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ মানবজাতির উপর বর্ষিত হয়েছে, এই সেই দিবস, যখন তাঁর সর্বশক্তিশালী কৃপা সমগ্র জীবিত বস্তুর অন্তরে ঢেলে দেয়া হয়েছে, পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য আবশ্যিক হবে তাহাদের মধ্যে পার্থক্যগুলো দূর করে নেয়া এবং পূর্ণ একতা ও শান্তির সাথে তাঁর যত্ন ও দয়াময় ভালোবাসার বৃক্ষছায়ায় বসবাস করা।"[৩]

আমাদের গল্পটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আগে, আপনাদের উপরের ব্যাখ্যাটি পড়া উচিত এবং দলের অন্য অংশগ্রহণকারীদের সাথে অনুচ্ছেদ ধরে ধরে তা নিয়ে চিন্তা করা উচিত। আপনারা একে অপরকে প্রশ্ন করতে পারেন এবং একসাথে তার উত্তর দিতে পারেন, যতক্ষণ না আপনাদের প্রত্যেকে স্বাভাবিকভাবে ও স্বাচ্ছন্দ্যে ধারণাগুলো প্রকাশ করতে সক্ষম হয়। উদ্ধৃতিগুলো ভালোভাবে শেখা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই ধরনের আলোচনায় ধর্মগ্রন্থ থেকে অংশবিশেষ তুলে ধরা অপরিহার্য। নিম্নলিখিত অনুশীলনগুলো আপনাদের এই অংশে উপস্থাপিত ধারণাগুলো এবং উদ্ধৃত অংশগুলোর অর্থ নিয়ে ভাবতে সাহায্য করবে:

১। কীভাবে আপনি কাউকে ব্যাখ্যা করবেন যে, ঈশ্বর হলেন একজন অজ্ঞেয় সারাৎসার? উপরের প্রথম অনুচ্ছেদটি আপনাদের জন্য এ সম্পর্কে ভাবতে সহায়তা করবে।

____

২। ঈশ্বর কেন আমাদের সৃষ্টি করেছেন? ____________________

৩। "দিব্য চুক্তিপত্র" শব্দটির অর্থ কী? ____________________

৪। মানুষের সঙ্গে তাঁর চিরন্তন দিব্য চুক্তিপত্রে ঈশ্বর কী অঙ্গীকার করেছেন? ____________________

৫। আমাদের জীবনধারণের উদ্দেশ্য কী? ____________________

৬। যদি আমরা ঈশ্বরীয় সারসত্ত্বাকে কখনোই জানতে পারি, তাহলে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরকে জানা এর অর্থ কি?

৭। "প্রকাশ করা" শব্দটির অর্থ কি?

৮। কয়েকজন ঈশ্বরীয় মহাপ্রকাশের নাম লিখ।

৯। যদি আমরা দিব্য চুক্তিপত্রে আমাদের অংশ পূরণ করতে চাই তাহলে আমাদের কী করতে হবে?

১০। নিচের বাক্যগুলো সম্পূর্ণ কর:

(ক) আজকের দিনে, ঈশ্বরের ________________ মানবজাতির উপর নির্গত হচ্ছে।

(খ) আজকের দিনে, ঈশ্বরের ________________ সকল সৃষ্ট বস্তুসমূহে ঢেলে দেওয়া হচ্ছে।

(গ) আজকের দিনে, আমাদের জন্য আবশ্যক হলো ________ এবং যথাযথ একতা এবং শান্তি সহকারে ________________ ________________।

১১। পৃথিবীর মানুষদের বাহা'উল্লাহ কী করতে বলেছেন?

পরিচ্ছেদ ৪

আলেজান্দ্রা মিঃ এবং মিসেসঃ সানচেজের সাথে যে বিষয়বস্তুটি ভাগ করে নেওয়ার পরিকল্পনা করছে, সেটিই তার মনের একমাত্র চিন্তা নয়। সে এই দম্পতির সাথে একটি দৃঢ় বন্ধুত্বের বন্ধন গড়ে তোলার আশা করে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে কুসংস্কার ও পিতৃসুলভ উভয় মনোভাবের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সে অবহিত। এগুলো সে স্বাভাবিকভাবেই এড়িয়ে চলবে; তার উচ্চশিক্ষা তার নম্রতা কমায়নি। সানচেজ দম্পতির জন্য তার হৃদয়ে খাঁটি ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা ছাড়া আর কিছুই নেই। প্রথম বিষয়বস্তুটি কীভাবে ব্যাখ্যা করবে তা ভাবতে ভাবতে সে নিজেকে মনে করিয়ে দেয় যে এটি একটি চলমান কথোপকথনের সূচনা, যা বহু সপ্তাহ ধরে চলবে। সে বুঝতে পারে যে, যদিও ধারণাগুলোর ধারাবাহিকতা পরিষ্কারভাবে উপস্থাপন করা গুরুত্বপূর্ণ, তবুও দম্পতির প্রতিক্রিয়া শোনার জন্য তার নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় থামা উচিত। সে নিজেকে বলে, "আমার বিচলিত হওয়া চলবে না, কারণ যখন

আমি কথা বলতেই থাকবো তখন কথোপকথন গড়ে ওঠার মতো কোনো সুযোগই থাকবে না।" আলেজান্দ্রা তার পরিদর্শনের কথা নিয়ে কিছুক্ষণ ধরে এইভাবেই ভাবতে থাকে। আপনি যদি তার জায়গায় থাকতেন, তাহলে নিচের কোন চিন্তাগুলোকে আপনার মনে আসাটা উপযুক্ত বলে মনে করতেন?

____ আমার কাজ হলো সানচেজদের ধর্মের বিষয়ে জানানো এবং সবকিছু নিশ্চিত করা যে, যা কিছু আমি তাদের শেখাই সেটি যেন তারা শেখে।

____ এই চমৎকার দম্পতির সঙ্গে কিছু সময় কাটাতে পারা এবং তাদের সঙ্গে পবিত্র লেখনাবলির অনুচ্ছেদগুলো ভাগ করে নিতে পারাটা সৌভাগ্য।

____ আমি জানি এই সাক্ষাৎ গুরুত্বপূর্ণ। এখন পর্যন্ত, আমি আশা করি এতে বেশি সময় লাগবে না, কারণ আমার অন্য কাজও আছে।

____ উদ্ধৃতিগুলো ওদের পক্ষে খুব কঠিন হবে, আমার কিছু সহজ ধারণা উল্লেখ করতে হবে। যা গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো ওদের ভালোবাসা প্রদর্শন করা।

____ ওদের এই বয়সে, সানচেজরা খুব বেশি শিখতে পারবে না।

____ আমি এ সফরের জন্য এবং বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা ও উদ্ধৃতিগুলো নিয়ে ভাবনার সময় তাদের মতামত শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।

____ ওরা পড়তে পারে। আমি শুধু বিষয়টি পরিচয় করিয়ে দেব এবং ওদের নিজেদের মধ্যে উদ্ধৃতিগুলো পড়ার জন্য দিয়ে যাবো।

____ ধারণাগুলো উপস্থাপন করার সময়, আমাকে মাঝে মাঝে থামতে হবে, যাতে আমরা একসঙ্গে উদ্ধৃতিগুলো পড়তে এবং এগুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারি।

____ আমি আশা করি, কোন বাধা ছাড়াই সমগ্র বিষয়টি তুলে ধরতে পারবো এবং শেষে ওদের কোনো প্রশ্ন আছে কি-না তা জিজ্ঞাসা করবো।

এ ধরণের একটি পরিদর্শনের প্রস্তুতি নেওয়ার ক্ষেত্রে আর অন্য কোন ধারণা আপনার মধ্যে থাকুক বা না থাকুক, সে সম্পর্কে কি আপনি ভাবতে পারেন?

পরিচ্ছেদ ৫

সানচেজ পরিবারে আলেজান্দ্রার প্রথম সাক্ষাৎ বেশ ভালোভাবেই সম্পন্ন হয়। দম্পতিটি তার উদ্বেগ লক্ষ্য করেন এবং তাদের আন্তরিকতা ও দয়া দিয়ে তাকে স্বস্তি দেন। তারা মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং আলোচনায় পুরোপুরি অংশগ্রহণ করেন, বিশেষ করে উদ্ধৃতিগুলোর দিকে মনোযোগ দেন। একমাত্র কঠিন মুহূর্তটি আসে একেবারে শেষে, যখন মিসেসঃ সানচেজ একটি প্রশ্ন করে আলেজান্দ্রাকে অবাক করে দেন: "বাহা'ই সম্প্রদায়ে যোগ দিয়ে আমি কি খ্রিস্টকে ভুলে যাচ্ছি?" আলেজান্দ্রা উত্তরটি জানে, কিন্তু তা গুছিয়ে বলতে তার সময় লাগে। মিঃ সানচেজ হেসে তাকে সাহায্য করেন: "আমার মনে হয়, বাহা'ই শিক্ষা সম্পর্কে জানার পর থেকে খ্রিস্টের প্রতি আমার ভালোবাসা আসলে আরও বেড়েছে।" আলেজান্দ্রা তার চিন্তাভাবনা গুছিয়ে নিয়ে যোগ করে, "এবং সারা বিশ্বে অনেকের ক্ষেত্রেই এমনটা ঘটে, মুসা, খ্রিষ্ট, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, জরাথুস্ত্র এবং মুহাম্মদের প্রতি তাদের ভালোবাসা আরও দৃঢ় হয়, কারণ বাহা'উল্লাহ ঈশ্বরের একত্ব, ধর্মের একত্ব এবং মানবজাতির একত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দেন।"

আপনাদের দলে কিছুক্ষণ সময় নিয়ে আলেজান্দ্রার পরিদর্শনকে এত ফলপ্রসূ করার জন্য যে গুণাবলী ও মনোভাব অবশ্যই উপস্থিত ছিল, সে সম্পর্কে আলোচনা করা আপনাদের জন্য উপকারী হবে। আপনাদের যে বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে, তার মধ্যে প্রধান হলো নম্রতা। সকল নম্রতার ভিত্তি হলো ঈশ্বরের প্রতি নম্রতা। তা থেকেই তাঁর সৃষ্টিকুলের প্রতি নম্রতার জন্ম হয়। ঈশ্বর এবং তাঁর মহাপ্রকাশসমূহ সম্পর্কে কথা বলার সময় নম্রতা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আপনাদের বাহা'উল্লাহর নিম্নলিখিত বাণীগুলি নিয়ে চিন্তা করা উচিত এবং সেগুলো মুখস্থ করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত:

"যারা ঈশ্বরের প্রিয়, তারা যে স্থানেই সমবেত হোক এবং যার সাথে তারা সাক্ষাৎ করুক, ঈশ্বরের প্রতি তাদের মনোভাব এবং ঈশ্বরের প্রশংসা এবং মহিমার গুণকীর্তনের ধারা এরূপ বিনীত ও বিনম্র হবে যে, তাদের পদতলের প্রতিটি ধূলিকণা তাদের ভক্তির গভীরতার সাক্ষ্য দিবে। এ পবিত্র আত্মাগুলোর মধ্যে কথোপকথন এরূপ শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া উচিৎ যে এই ধূলিকণাগুলো এর প্রভাবে শিহরিত হয়ে উঠবে। তাদের নিজেদের এরূপ আচরণ করা উচিত যে তারা যে মৃত্তিকার উপর দিয়ে মাড়িয়ে যায় তাদেরও তাদের প্রতি এই কথা বলার অবকাশ দিবে না যে, আমি তোমাদের চেয়ে অধিক গুরুত্ব পাব। প্রমাণস্বরূপ আমার উপর যে দায়ভার কৃষক স্থাপন করে তা গ্রহণ করতে আমি কত ধৈর্যশীল। আমি হচ্ছি উপায় যা নিরবচ্ছিন্নভাবে সমগ্র জীব জগৎকে আশীর্বাদের সেই অংশ প্রদান করছে যা তিনি, যিনি সমস্ত অনুগ্রহের উৎস, আমার উপর ন্যস্ত করেছেন। আমার উপর ন্যস্ত এই সম্মান এবং সম্পদ যা সমগ্র সৃষ্ট জগতের প্রয়োজনগুলোকে জোগান দেয়, এরূপ অসংখ্য সম্পদের নজির থাকা সত্ত্বেও আমার বিনম্রতার পরিমাণকে অবলোকন কর এবং কী চরম বাধ্যতার সাথে আমি নিজেকে মানুষের পদতলে পিষ্ট হতে দিই তা প্রত্যক্ষ কর..........।"[৪]

যেমনটি উপরে উল্লিখিত হচ্ছে, আমাদেরসহ মানুষের প্রতি বিনম্রতা ঈশ্বরের প্রতি বিনম্রতা থেকে উদ্ভুত হয়। নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু একসঙ্গে আমাদের উপলব্ধি গভীরতর করার জন্য আমরা একজন বন্ধু অথবা প্রতিবেশীর বাড়িতে যাওয়ার পর প্রার্থনাপূর্ণ ভঙ্গিতে এই একই বিনম্রতা প্রদর্শন করে থাকি। আলোচনার সময়, আমরা আমাদের চিন্তাগুলো ঈশ্বরমুখী করি। আমাদের এবং সমবেত সকলের মনগুলো এবং হৃদয়গুলো আলোকিত করতে প্রার্থনা জানাই। প্রার্থনাগুলোর মধ্যে এমন অনেক শব্দগুচ্ছ ও বাক্যগুলো আছে, মনের মধ্যে এই উদ্দেশ্য নিয়ে যা আমরা মুখস্থ করতে পারি। নিচে এর কয়েকটি দেওয়া হলো:

"আমাদের হৃদয়কে আলোকিত কর, আমাদের উপলব্ধি করিবার চক্ষু দাও এবং মনোযোগী কর্ণ প্রদান কর।"[৫]

"হে ঈশ্বর! তোমার অসীম অনুগ্রহ প্রদান কর এবং তোমার নির্দেশের আলো বিকীর্ণ হোক।"[৬]

"প্রকৃত বোধশক্তির দ্বারগুলোকে উন্মুক্ত কর এবং বিশ্বাসের আলো উজ্জ্বলভাবে বিকীর্ণ হতে দাও।"[৭]

"হে প্রভু! তোমার সেবকগণের মুখমণ্ডলগুলোকে আলোকিত কর যাতে তারা তোমাকে অবলোকন করতে পারে।"[৮]

"সম্পূর্ণরূপে আমি তোমার দিকে মুখ ফেরাই, সেই সবকিছু থেকে আমাকে সুরক্ষা দিতে তোমাকে ঐকান্তিকভাবে সর্বান্তকরণে অনুনয় করি, আমার হৃদয় এবং জিহ্বা দিয়ে, যা তোমার ইচ্ছার প্রতি তোমার দিব্য একতার আবর্তনে ধাবিত হয়.......।"[৯]

পরিচ্ছেদ ৬

সানচেজের বাড়িতে গিয়ে সাক্ষাতের পর এবং দিব্য চুক্তিপত্রের উপর তাদের সঙ্গে কথোপকথনের পর আলেজান্দ্রার মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে আছে। সে ভাবলো, "পরের সাক্ষাতে বাহা'উল্লাহর জীবন সম্পর্কে তাদের জ্ঞান সুগভীর করার এটি একটি ভালো সুযোগ তৈরি করবে।" নিচে সেই উপস্থাপনাটি দেওয়া হয়েছে, যার উপর সে মনোযোগ আকর্ষণ করবে:

১৮১৭ সালের ১২ই নভেম্বর পারস্যের তেহরান শহরে বাহা'উল্লাহ্ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শিশু বয়স থেকেই তাঁর মধ্যে দেখা গিয়েছিল অসামান্য গুণাবলি এবং তাঁর পিতামাতা উপলব্ধি করেছিলেন যে, মহত্ত্বের জন্য তিনি নির্ধারিত। বাহা'উল্লাহর পিতা, রাজ দরবারে একজন সম্মানিত মন্ত্রী ছিলেন, পুত্রের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ ভালোবাসা। একদিন রাতে তিনি স্বপ্ন দেখলেন যে, বাহা'উল্লাহ এক সীমাহীন মহাসাগরে সাঁতার কাটছেন, তাঁর শরীর বিশাল সমুদ্রের আলোকোজ্জ্বল দীপ্তি বয়ে আনছে। তাঁর মাথার চারপাশের ঘন কালো চুল চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। বিপুল সংখ্যক মাছ তাঁর চারদিকে জড়ো হয়ে, প্রত্যেকে একটি চুলের শেষ প্রান্ত ধরে থেকে সবদিকে ভেসে বেড়াচ্ছে। মাছের সংখ্যা বিপুল সংখ্যায় থাকলেও একটি চুলও বাহা'উল্লাহর মাথা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি। তিনি অবাধে এবং বাধাহীনভাবে বিচরণ করছেন। বাহা'উল্লাহর পিতা

একজন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিকে এই স্বপ্ন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি উত্তরে বলেছিলেন যে, সীমাহীন মহাসাগর হলো অস্তিত্বের বিশ্ব। একা এবং অন্যের সাহায্য ছাড়াই বাহা'উল্লাহ সমস্ত বিশ্ব জুড়ে সার্বভৌমত্ব লাভ করবেন। বিপুল সংখ্যক মাছ সে আলোড়নের প্রতীক, যা তিনি বিশ্বব্যাপী মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করবেন। তাঁর জন্য থাকবে সর্বশক্তিমানের অব্যর্থ সুরক্ষা, এই আলোড়ন তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

বাহা'উল্লাহর বয়স যখন তেরো অথবা চৌদ্দ বছর, তিনি তার প্রজ্ঞা এবং শিক্ষার কারণে রাজ দরবারে বিখ্যাত হয়ে উঠলেন। তাঁর বয়স তখন বাইশ বছর, যখন তাঁর পিতা মারা গেলেন, সরকার পিতার চাকরি বাহা'উল্লাহকে দিতে চাইল। কিন্তু পার্থিব বিষয়সমূহের ব্যবস্থাপনায় সময় ব্যয় করার কোনো অভিপ্রায় তাঁর ছিল না। তিনি রাজ দরবার এবং এর মন্ত্রীদের ছেড়ে ঈশ্বর কর্তৃক তাঁর জন্য নির্দিষ্ট পথ বেছে নিলেন। তিনি তাঁর সময় দুর্দশাগ্রস্ত, অসুস্থ এবং গরিবদের জন্য উৎসর্গ করলেন এবং খুব তাড়াতাড়ি ন্যায়ের আদর্শবান প্রবক্তা হিসেবে খ্যাত হলেন।

সাতাশ বছর বয়সে, একজন বিশেষ দূতের মাধ্যমে বাহা'উল্লাহ বা'ব-এর কিছু বাণী হাতে পান, যিনি একটি নতুন দিনের ঘোষণা করছিলেন; সেদিন, যেদিন ঈশ্বরের একটি নতুন মহাপ্রকাশ বিশ্বে শান্তি, একতা এবং ন্যায়বিচার নিয়ে আসবেন, মানবজাতি দীর্ঘদিন ধরে যার অপেক্ষায় ছিলেন। বাহা'উল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে বা'ব-এর বার্তা গ্রহণ করেন এবং তাঁর অত্যন্ত একনিষ্ঠ একজন উৎসাহী অনুসারী হয়ে পড়েন। কিন্তু হায়! যারা পারস্যের জনগণের শাসক ছিলেন, তাদের স্বার্থপর ইচ্ছাগুলোর দ্বারা অন্ধ হয়ে, বা'ব-এর অনুগামীদের নির্যাতনে উদ্যত হয়েছিলেন, বাহা'উল্লাহ, যিনি তাঁর ন্যায়পরতার জন্য পরিচিত ছিলেন, তাঁকেও ছাড় দেওয়া হলো না, বা'ব এর ঘোষণার আট বছরের কিছু বেশি পরে এবং বা'ব-এর শহীদত্বের দু'বছর পর তাঁকে একটি অন্ধকারময় কারাকক্ষে বন্দি করা হয়েছিল, যার নাম কালো গহ্বর। তাঁর গলায় যে শৃঙ্খল জড়ানো হয়েছিল, সেটি এত ভারী ছিল যে, তিনি তাঁর মাথা তুলতে পারতেন না। এখানে বাহা'উল্লাহ ভয়ানক চার মাস নিদারুণ কষ্টে সময় কাটিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও, সেই একই অন্ধকার কারাকক্ষে ঈশ্বরের চেতনা তাঁর আত্মাকে পরিপূর্ণ করেছিল এবং সকল যুগসমূহের প্রতিশ্রুত একজন হিসেবে উদ্ঘাটিত করেছিল। এই অন্ধকারাচ্ছন্ন কারাগার থেকে, বাহা'উল্লাহর সূর্য উঠে এসে সমগ্র সৃষ্টিকে আলোকোজ্জ্বল করেছিল।

কালো নরককুণ্ডে চার মাস রাখার পর, বাহা'উল্লাহ সকল অধিকৃত জিনিসপত্র থেকে বঞ্চিত করা এবং তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল। শীতের ভয়ানক ঠান্ডায়, তারা পারস্যের পশ্চিমী পর্বতমালা ধরে বাগদাদের দিকে যাত্রা করেছিলেন, যা ছিল তখনকার অটোমান শহর এবং এখন কোনো শব্দই তাদের এই দুর্দশা বর্ণনা করতে যথেষ্ট ছিল না, যখন তাঁরা শতাধিক কিলোমিটার বরফে ঢাকা পথে ভাগ্যপীড়িত শহরে গিয়েছিলেন।

খুব তাড়াতাড়ি বাহা'উল্লাহর খ্যাতি সমগ্র বাগদাদ এবং পাশের অন্যান্য শহরগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে এবং এই নির্বাসিত বন্দির দরজায় অনেক অনেক মানুষ আশীর্বাদ লাভ করতে আসেন। কিন্তু এদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর খ্যাতিতে ঈর্ষান্বিত হয়েছিল। এদের মধ্যে ছিল বাহা'উল্লাহর নিজের বৈমাত্রেয় ভাই মির্জা ইয়াহিয়া, যে তাঁরই ভালোবাসাপূর্ণ যত্নে বাস করত। মির্জা ইয়াহিয়ার ষড়যন্ত্র বা'ব-এর অনুগামীদের মধ্যে অনৈক্য এবং বাহা'উল্লাহর মনে বিরাট বিষণ্নতা এনেছিল। একদিন রাতে, কাউকে কিছু না বলে, বাহা'উল্লাহ নিজের বাড়ি ছেড়ে কুর্দিস্তানের পাহাড়ে চলে যান। সেখানে তিনি নির্জন অবস্থায় প্রার্থনা এবং ধ্যানে আবদ্ধ থাকতেন। তিনি একটি ছোট গুহায় অতি সাধারণ খাবার গ্রহণ করে দিনযাপন করা শুরু করেন। ঐ অঞ্চলের কেউই তাঁর পরিচয় এবং নাম জানতেন না। কিন্তু, এরপর, ক্রমশ ঐ অঞ্চলের মানুষেরা 'নামহীন একজন'-এর বিষয়ে আলোচনা করা শুরু করেন, একজন মহান ঋষি, যাঁর ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত জ্ঞান ছিল। যখন এই পবিত্র ব্যক্তির খবর বাহা'উল্লাহর জ্যেষ্ঠ পুত্র আব্দুল-বাহা'র কাছে পৌঁছাল, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর প্রিয় পিতার চিহ্নগুলো শনাক্ত

করলেন। একজন বিশেষ দূতের মাধ্যমে চিঠি পাঠিয়ে বাহা'উল্লাহকে স্বগৃহ বাগদাদে ফিরে আসার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন। চিঠি তিনি গ্রহণ করলেন, অবশেষে দু'বছর ব্যাপী দুঃখময় বিচ্ছেদ কালের অবসান ঘটে।

বাহাউল্লাহর অনুপস্থিতিতে বাবী সম্প্রদায়ের অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটেছিল। পর্বত থেকে ফিরে আসার পর বাগদাদে তাঁর সাত বছরের অবস্থানকালে, বাহাউল্লাহ বাবের নির্যাতিত ও বিভ্রান্ত অনুসারীদের মধ্যে এক নতুন চেতনা সঞ্চার করেছিলেন। যদিও তিনি তখনও নিজের মহান মর্যাদা ঘোষণা করেননি, তাঁর কথার শক্তি ও প্রজ্ঞা ক্রমবর্ধমান সংখ্যক বাবীদের আনুগত্য এবং সর্বস্তরের মানুষের প্রশংসা অর্জন করতে শুরু করেছিল। কিন্তু ধর্মান্ধ মুসলিম ধর্মগুরুরা এত বিপুল সংখ্যক আত্মার উপর বাহাউল্লাহর এই প্রচণ্ড প্রভাব সহ্য করতে পারছিলেন না। তারা কর্তৃপক্ষের কাছে ক্রমাগত অভিযোগ করতে থাকলেন, অবশেষে পারস্য সরকার উসমানীয় সাম্রাজ্যের কিছু কর্মকর্তার সাথে হাত মিলিয়ে বাহা'উল্লাহকে তাঁর জন্মভূমি থেকে আরও দূরে, এবার কনস্টান্টিনোপল শহরে, নির্বাসিত করে।

বাগদাদের জনগণের জন্য ১৮৬৩ সালের এপ্রিল মাসটি ছিল অত্যন্ত বেদনার। সেইজন যাকে তারা ভালোবাসতে আরম্ভ করেছিল, তিনি তাদের শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, এমন এক গন্তব্য স্থান যা ছিল তাদের কাছে অজানা। তাঁর চলে যাওয়ার ঠিক আগে, বাহা'উল্লাহ শহরের উপকণ্ঠে একটি বাগানে গেলেন। অস্থায়ী জায়গায় তাঁর তাঁবু খাটালেন এবং বারো দিন ধরে অগণিত দর্শনার্থীদের অভ্যর্থনা জানালেন, যারা তাঁকে বিদায় জানাতে এসেছিল। বা'ব-এর অনুগামীবৃন্দ বিষাদমগ্ন হয়ে এই বাগানে এলো; এদের মধ্যে অনেকে বাহা'উল্লাহর এই পরবর্তী পর্যায়ের নির্বাসনে তাঁর সঙ্গী হতে এসেছিল, যদিও এর মধ্যে অনেককেই থেকে যেতে হয়েছিল এবং তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ মেলামেশা থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছিল। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা এ রকম ছিল না যে, এ রকম একটি ঘটনা বিষাদময় হয়ে উঠুক। তাঁর অসীম করুণার দ্বার উন্মুক্ত হলো এবং বাহা'উল্লাহ তার চারপাশে সমবেত মানুষদের কাছে ঘোষণা করলেন যে, তিনি সেই ব্যক্তি, যাঁর বিষয়ে বা'ব ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন-যাঁকে ঈশ্বর প্রকাশিত করবেন। বিষাদ সীমাহীন আনন্দ এনে দিলো, হৃদয়গুলো উজ্জীবিত হলো এবং আত্মাগুলো তাঁর ভালোবাসার আগুনে প্রজ্জ্বলিত হলো। এপ্রিলের এই বারোদিন সময়কাল সর্বত্র রিজওয়ান উৎসব হিসেবে পালিত হয়, যা বাহা'উল্লাহ কর্তৃক তাঁর বিশ্বব্যাপী ব্রত ঘোষণার বার্ষিক অনুষ্ঠান।

কনস্টান্টিনোপল ছিল অটোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী। এখানে আবার, ঠিক চারমাস সময়কালের পর থেকে পূণরায়, বাহা'উল্লাহর প্রজ্ঞা এবং ব্যক্তিগত মাধুর্য বর্ধিত সংখ্যায় মানুষকে আকর্ষণ করতে শুরু করল। "তাঁকে আর বেশিদিন কনস্টান্টিনোপলে রাখা ঠিক হবে না" উগ্র মুসলিম যাজকগণ বিড়বিড় করে তা প্রকাশ করল এবং কর্তৃপক্ষকে বোঝাতে শুরু করল তাঁকে আদ্রিনোপোল শহরে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য। আদ্রিয়ানোপোল, যেখানে তিনি সাড়ে চার বছর অবস্থান করেন। বাহা'উল্লাহ বিশ্বের সম্রাট ও শাসকদের প্রতি ফলকলিপি লিখে পাঠালেন, তিনি এ ফলকলিপিগুলিতে তাদের নিপীড়নের পথ ছেড়ে দিয়ে নিজেদের জনগণের কল্যাণে উৎসর্গ করার আহ্বান জানান। এরপর তাঁর শত্রুরা অত্যন্ত নিষ্ঠুর শাস্তির কল্পনা করল। তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে আক্কায় পাঠাতে হবে, যা সেই সময় সমগ্র সাম্রাজ্যে নিকৃষ্টতম বন্দি শিবির হিসেবে পরিচিত ছিল? "নিশ্চিতভাবে তিনি ঐ বন্দি-শহরের কঠোর পরিস্থিতিতে শেষ হয়ে যাবেন" ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা চিন্তা করলো, যারা ভেবেছিল যে, এইভাবে তারা স্বয়ং ঈশ্বর কর্তৃক নির্ধারিত পরিকল্পনাকে রদ করবে।

যে কষ্টকর দিনগুলো বাহা'উল্লাহ আক্কাতে ভোগ করেছিলেন, তা বর্ণনা করা অসম্ভব। সব রকম স্বাচ্ছন্দ্য তাঁর কেড়ে নেওয়া হয়েছিল এবং দিনরাত তাঁকে শত্রুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতে হতো। কিন্তু কারাবাসের পরিস্থিতি দিনদিন পরিবর্তিত হতে লাগলো। আক্কার অধিবাসী ও এখানকার সরকার তাদের শহরে নির্বাসিত বাহা'ইদের সে ক্ষুদ্র দলটির নির্দোষের বিষয়টি বুঝতে পারল। আর একবার, জনগণ, এই অসাধারণ ব্যক্তির প্রজ্ঞা এবং ভালোবাসায় আকৃষ্ট হয়ে পড়লো, এমনকি যদিও, অধিকাংশ মানুষ তাঁর মহান লক্ষ্য বুঝতে অসমর্থ ছিল। প্রায় নয় বছর পর, বন্দি-শহরের দরজাগুলো বাহা'উল্লাহ এবং তাঁর অনুগামীদের জন্য উন্মুক্ত হলো। তাঁর প্রিয় পুত্র আব্দুল-বাহা তাঁর পিতার জন্য শহরের প্রাচীরের বাইরে একটি সম্ভ্রান্ত জায়গায় পিতার বসবাসের ব্যবস্থা করলেন এবং অবশেষে আব্দুল-বাহা'র পক্ষে পল্লী অঞ্চলে একটি বাড়ি ভাড়া করা সম্ভব হলো। যেখানে বাহা'উল্লাহ তাঁর জীবনের শেষ তেরো বছর অপেক্ষাকৃত শান্তি এবং

স্থিরতায় কাটাতে পেরেছিলেন। এখন আমরা বাড়িটিকে ‘ম্যানসন অব বাহজি’ হিসেবে জানি এবং সেখানে তাঁর মহিমাময় রূপের এবং গৌরবের উচ্চতায় ১৮৯২ সালের মে মাসে তিনি দেহত্যাগ করেন।

বাহা’উল্লাহ সার্বজনীন শান্তি এবং সৌহার্দ্যের পতাকা উড়িয়েছিলেন এবং ঈশ্বরের বাণী প্রকাশ করেছিলেন। যদিও তাঁর শত্রুরা তাঁর বিরুদ্ধে তাদের শক্তিগুলো একত্রিত করেছিল। তিনি তাদের বিপক্ষে জয় লাভ করেছিলেন, কারণ ঈশ্বর তেহরানের অন্ধকূপে শৃংখলে আবদ্ধ থাকার সময় তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তাঁর নিজের জীবনকালে, তাঁর বার্তা হাজার হাজার মানুষের হৃদয়গুলো সঞ্জীবিত করেছিল। আজ, তাঁর শিক্ষাবলি বিশ্বব্যাপী প্রতিনিয়ত বিস্তার লাভ করছে। তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে কোনোকিছু তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারবে না, যা হলো মানবজাতিকে একটি সার্বজনীন ধর্মে একত্রিত করা।

বাহা’উল্লাহর জীবন নিয়ে উপরের বর্ণনা তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ। নিচের অনুশীলনীতে যাওয়ার আগে, আপনাদের নিজেদের গ্রুপে বর্ণনাটির অনুচ্ছেদগুলো পর পর পড়া উচিত এবং একে অপরকে প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করতে হবে, যতক্ষণ না পর্যন্ত বিষয়বস্তু ভালোভাবে শিখতে এবং সেটি অনায়াসে উপস্থাপন করতে পারবেন। নিচের মানচিত্র আপনাদের বাহা’উল্লাহর নির্বাসনের যাত্রাপথ এবং সমস্ত পথ জুড়ে হওয়া ঘটনাগুলো মনে রাখতে সাহায্য করবে।

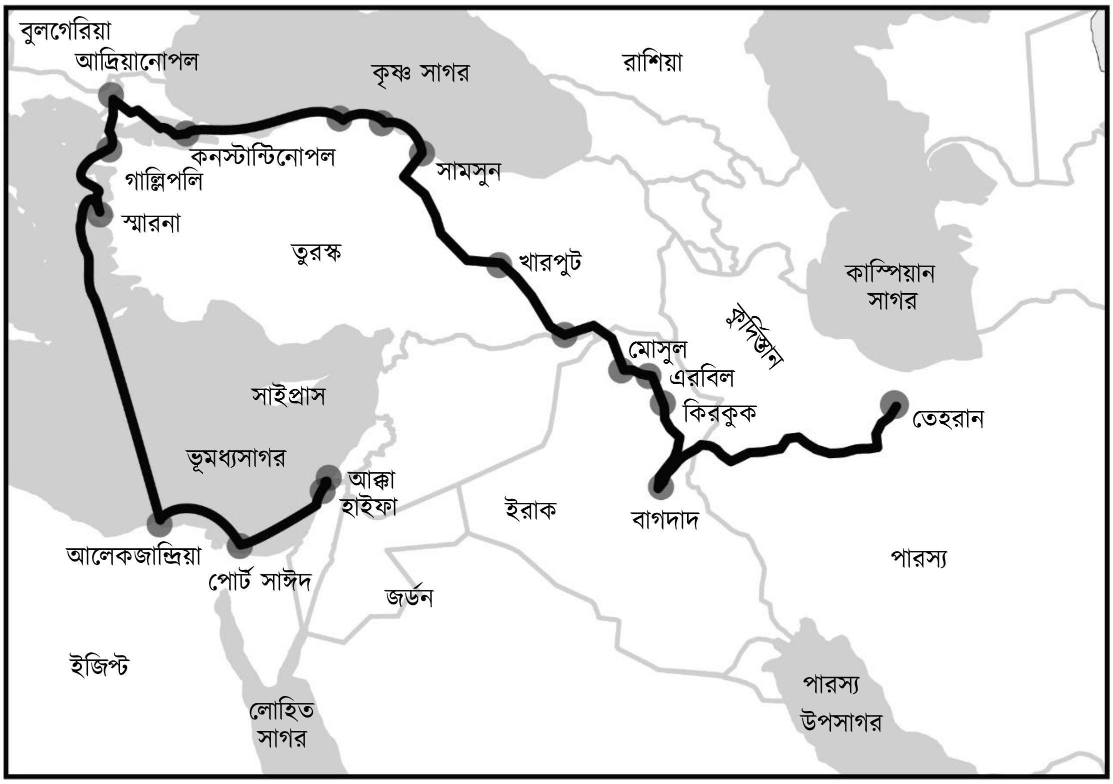

১। উপরের ঘটনার উপর ভিত্তি করে নিচে প্রদত্ত ফাঁকা জায়গায় বাহা’উল্লাহর জীবনের সাথে সম্পর্কিত প্রধান ঘটনাগুলো ধারাবাহিকভাবে লিখে রাখলে আপনার সুবিধা হবে।

২। বাহাউল্লাহর জীবন-বিষয়ক আলোচনায়, ঘটনাক্রম ছাড়াও এমন কিছু ধারণা রয়েছে যা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হলো—মানবতার প্রতি ভালোবাসার কারণে তিনি যে দুঃখভোগ করেছিলেন, সেইসাথে—বিরোধিতার মুখে তাঁর ধর্ম যে অসাধারণ বিজয় অর্জন করেছিল, সে বিষয়ে চিন্তা করা। এই কথাগুলো আমাদের মন ও হৃদয়ে খোদাই হয়ে থাকুক:

"সুপ্রাচীন সৌন্দর্য মানবজাতিকে দাসত্বের শৃংখল থেকে মুক্ত করার নিমিত্তে স্বয়ং শৃংখলাবদ্ধ হতে সম্মত হয়েছেন এবং সমগ্র বিশ্ব যেন প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করতে পারে তার জন্য এই দুর্ভেদ্য কারাগারে স্বেচ্ছায় বন্দিত্ব স্বীকার করেছেন। বেদনার পাত্র হতে তিনি তলদেশ পর্যন্ত পান করেছেন যাতে এই পৃথিবীর সমস্ত স্থায়ী মানব পরমানন্দ লাভ করতে পারে। ইহা তোমাদের প্রভুর অনুকম্পা, যিনি সহানুভূতিসম্পন্ন ও পরম করুণাময়; হে ঈশ্বরের একত্বে বিশ্বাসীগণ, অপদস্থতা আমরা স্বীকার করেছি, যেন তোমরা মর্যাদাপ্রাপ্ত হতে পার এবং বহুবিধ যন্ত্রণা আমরা সহ্য করেছি যেন তোমরা উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি করতে পার। তোমরা প্রত্যক্ষ কর, যারা ঈশ্বরের সহচর হয়েছে, তারা তাঁকে এই জনশূন্য নগরীতে নিক্ষেপ করেছে, যিনি এই পৃথিবীকে নবরূপে নির্মাণ করতে এসেছেন।"[১০]

৩। যখন আমরা বাহাউল্লাহর কষ্টভোগের কথা বলি, তখন আমাদের সতর্ক থাকতে হবে যেন তাঁকে তাঁর শত্রুদের এক অসহায় শিকার হিসেবে উপস্থাপন না করা হয়। তিনি মানবজাতিকে মুক্ত করার জন্য স্বেচ্ছায় শৃংখলিত হতে রাজি হয়েছিলেন। তাঁর জীবনের কাহিনী, যদিও প্রচণ্ড দুঃখভোগের বিবরণে পরিপূর্ণ, আদতে তা এক বিজয়ের কাহিনী। আপনার দলের শিক্ষকের সাহায্যে, তাঁর জীবন সম্পর্কে আপনার বর্তমান জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে বাহা'উল্লাহর কষ্টভোগ ও বিজয়ের উপর একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রস্তুত করতে পারেন কি? নীচের প্রশ্নগুলো আপনাকে সাহায্য করতে পারে।

ক) কেন বাহা'উল্লাহ শৃংখলে আবদ্ধ হতে সম্মতি দিয়েছিলেন? ____________

খ) কেন বাহা'উল্লাহ বন্দি হতে রাজি হয়েছিলেন? ______________________________

____

গ) কেন বাহা'উল্লাহ দুঃখের পেয়ালা থেকে পান করেছিলেন?______________________________

____

ঘ) কেন বাহা'উল্লাহ হেয় প্রতিপন্ন হতে রাজি হয়েছিলেন? ______________________________

____

ঙ) কেন বাহা'উল্লাহ এত বেশি যন্ত্রণাসমূহ ভোগ করেছিলেন? ______________________________

____

চ) বাহা'উল্লাহ কি অন্য কোন কিছু করার ক্ষমতা না থাকায় কষ্ট ভোগ করতে রাজি হয়েছিলেন? ______________

____

ছ) বাহা'উল্লাহ যদি তাঁর শত্রুদের মোকাবিলায় শক্তিহীন না-ই ছিলেন, তাহলে কেন তিনি দুঃখভোগ করতে রাজি হয়েছিলেন? ______________________________

____

পরিচ্ছেদ ৭

সানচেজ পরিবারে আলেজান্দ্রার দ্বিতীয়বারের আগমন প্রথমবারের মতোই আনন্দময়। মিঃ ও মিসেসঃ সানচেজ বাহা'উল্লাহর জীবনকাহিনীর সঙ্গে আগে থেকেই কিছুটা পরিচিত, কিন্তু আলেজান্দ্রার উপস্থাপনা থেকে আরও জানতে পেরে তাঁরা আনন্দিত এবং তাঁর কষ্টভোগের বিবরণে তাঁরা স্পষ্টতই আবেগাপ্লুত হন। এক পর্যায়ে মিসেস সানচেজ ভাবেন, "মনে হয়, ঈশ্বরের মহাপ্রকাশগণ সর্বদা তাদের হাতেই কষ্টভোগ করেন, যারা নেতৃত্ব ও পার্থিব ক্ষমতার জন্য তৃষ্ণার্ত।" আলেজান্দ্রা তাদের সাথে তার মুখস্থ করা উদ্ধৃতিটি ভাগ করে নেওয়া সমীচীন মনে করেন—যা আপনিও গত অধ্যায়টি অধ্যয়ন করে জানেন—যেখানে বাহা'উল্লাহ মানবতার জন্য তাঁর সহ্য করা কষ্টভোগের কথা বলেন, যাতে আমরা নিপীড়ন থেকে মুক্ত হয়ে স্থায়ী সুখ লাভ করতে পারি। সেদিনের আলোচনায় তিন বন্ধুই উজ্জীবিত বোধ করেন।

তার পরবর্তী পরিদর্শনের কথা ভাবতে গিয়ে আলেজান্দ্রা দ্রুত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে, আব্দুল-বাহা'র অবস্থান আলোচনার জন্য একটি স্বাভাবিক বিষয় হবে। তিনি যে বিষয়গুলো অবশ্যই আলাপ করবেন তা হলো:

> বাহা'উল্লাহর জ্যেষ্ঠপুত্র আব্দুল-বাহা মানব ইতিহাসে এক অনন্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং অন্য কোনও ধর্মে তাঁর মতো এইরকম বিশিষ্ট ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি শৈশবেই তাঁর পিতার ঐশ্বরিক মর্যাদা উপলদ্ধি করেছিলেন এবং তাঁর নির্বাসন ও কষ্টভোগে অংশীদার হয়েছিলেন। বাহা'উল্লাহ তাঁর দেহ ত্যাগের পর বাহা'ই সম্প্রদায়কে আব্দুল-বাহা'র দায়িত্বভারে এবং সুরক্ষায় রেখে যান। বাহা'উল্লাহ মানবজতিকে যে অমোঘ অনুগ্রহ দান করেছেন তা আমরা কখনই পুরোপুরি উপলদ্ধি করতে পারব না এই কারণে যে, তিনি আমাদের কেবল তাঁর সর্বোত্তম প্রকাশই দেন নাই বরং তিনি তাঁর পুত্রকেও দিয়েছেন, যাঁর জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার মাধ্যমে পৃথিবী পরিচালিত এবং আলোকিত হবে যা তিনি বলেছিলেন।
>
> যখন আমরা আব্দুল-বাহা'র জীবন এবং বাণীগুলো অধ্যয়ন করি, তখন এ যুগে তিনি যে অনন্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত, সে বিষয়ে আমরা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করি। এ মর্যাদার তিনটি দিক আমাদের মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমতঃ আব্দুল-বাহা হলেন বাহা'উল্লাহর দিব্য চুক্তিপত্রের কেন্দ্রবিন্দু। বাহা'উল্লাহ তাঁর অনুগামীদের হৃদয়গুলো সেই দিকে নিয়োজিত করতে এবং তাতে অনুগত হতে আহ্বান করেছিলেন। তাঁর উইল এন্ড টেষ্টামেন্টে আব্দুল-বাহা, ধর্মের অভিভাবক শোগি এফেন্দীকে সেই কেন্দ্র হিসেবে মনোনীত করেছিলেন, যাঁর প্রতি সকলে তাঁর চলে যাওয়ার পর অনুগত থাকবে। আজ, এই কেন্দ্রীয় অংশ হলো সার্বজনীন ন্যায় বিচারালয়, যা বাহা'উল্লাহর সুস্পষ্ট আদেশ এবং আব্দুল-বাহা'র এবং অভিভাবকের স্পষ্ট পরামর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্থাপিত হয়েছে। দিব্য চুক্তিপত্রের শক্তি বাহা'ই সমাজকে একত্রে ধরে রাখে এবং একে বিভাজন থেকে রক্ষা করে।

দ্বিতীয়ত, আব্দুল-বাহা হলেন বাহা'উল্লাহর বাণীর নির্ভুল ব্যাখ্যাকারী। বাহা'উল্লাহর প্রত্যাদেশ এত বিশাল, তার উচ্চারিত বাণীসমূহের অর্থগুলো এত সুগভীর যে, তিনি একজন ব্যাখ্যাকারী রেখে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা মনে করেছিলেন, যাকে তিনি স্বয়ং অনুপ্রেরণা জোগাবেন। এভাবে, আগামী প্রজন্মব্যাপী মানবজাতি বাহা'উল্লাহর শিক্ষাগুলো বুঝতে পারবে, অসংখ্য ফলকলিপিতে আব্দুল-বাহা'র ব্যাখ্যাসমূহ এবং তাঁর বাণীগুলোর অকৃত্রিম অনুলিপিসমূহ অধ্যয়ন করবে। অভিভাবক ছিলেন আব্দুল-বাহা'র পর বাহা'উল্লাহর শিক্ষাসমূহের ব্যাখ্যাকারী; তার মাধ্যমেই ব্যাখ্যা কাজটি সম্পন্ন হয়েছিল, এবং তাঁর বিধানকালের বাকী সময়টুকুতে বাহা'উল্লাহর বাণী ব্যাখ্যা করার কর্তৃত্ব আর কারো নেই।

অতীতে, প্রতিটি ধর্মই তার পবিত্র ধর্মগ্রন্থের বিভিন্ন অংশের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যার কারণে সৃষ্ট বিভেদে জর্জরিত ছিল। কিন্তু এই যুগে, যখনই বাহা'উল্লাহর কোনো বক্তব্যের অর্থ নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়, তখন সবাই আব্দুল-বাহা এবং অভিভাবকের ব্যাখ্যার শরণাপন্ন হন। যদি অনিশ্চয়তা থেকে যায়, তবে তার স্পষ্টতার জন্য সার্বজনীন ন্যায় বিচারালয়ের শরণাপন্ন হওয়া যায়। ফলে, শিক্ষার অর্থ নিয়ে সংঘাতের কোনো অবকাশ থাকে না এবং ধর্মের ঐক্য সুরক্ষিত থাকে।

তৃতীয়ত, আব্দুল-বাহা হলেন তাঁর পিতার শিক্ষার নিখুঁত আদর্শ। যদিও আমরা কখনো এমন পরিপূর্ণতার স্তরে পৌঁছবার আশা করতে পারি না, আমাদের সবসময় আমাদের চোখের সামনে তাঁকে রাখতে হবে এবং তাঁর উদাহরণ অনুসরণ করার প্রচেষ্টা করতে হবে। যখন আমরা পবিত্র লেখনীতে ভালোবাসা বিষয়ে পড়ি, তখন আমরা আব্দুল-বাহা'র দিকে তাকাই। আমরা দেখব ভালোবাসা এবং দয়ার সঠিক মর্মার্থ। যখন আমরা পবিত্রতা, ন্যায়পরায়ণতা, যথার্থতা এবং উদারতা বিষয়ে পড়ি, তখন আমরা তাঁর দিকে দৃষ্টি স্থাপন করে তাঁর জীবন নিয়ে চিন্তা করি, আমরা দেখব কীভাবে তিনি এইসব গুণাবলির চূড়ান্ত পরিপূর্ণতায় প্রকাশ করেছিলেন।

অবশ্যই, আব্দুল-বাহা'র জীবনের বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর বশ্যতা। আব্দুল-বাহা'র নামের অর্থ হলো বাহা'র সেবক এবং এটি ছিল অন্য সবকিছু থেকে তাঁর পছন্দের উপাধি, যা তাঁর প্রতি আরোপিত হয়েছিল। আব্দুল-বাহা'র নিচের কথাগুলো হলো সেবার প্রতি তাঁর আকুল বাসনা:

"আমার নাম আব্দুল-বাহা। আমার যোগ্যতা আব্দুল-বাহা। আমার সত্যতা আব্দুল-বাহা। আমার প্রশংসা আব্দুল-বাহা। বাহা'উল্লাহর প্রতি ক্রীতদাসত্বই আমার মহিমান্বিত ও দীপ্তিমান রাজমুকুট এবং সমগ্র মানবজাতির প্রতি দাসত্বই আমার চিরস্থায়ী ধর্ম.......। আব্দুল-বাহা ব্যতিরেকে অন্য কোনো নাম, উপাধি, বর্ণনা, প্রশংসা না আমার আছে, না কোনোদিনও হবে। ইহা আমার আন্তরিক ইচ্ছা। ইহাই আমার সর্বোচ্চ আকাংখা, ইহাই আমার শাশ্বত জীবন। ইহাই আমার চিরস্থায়ী মহিমা।"[১১]

স্পষ্টতঃ অ্যালেজান্দ্রা যেই পরিকল্পনাগুলো তার পরবর্তী সাক্ষাতে সানচেজদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চেয়েছে, সেটি একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বের বিষয়ে পরিচয় করানোর বেশি কিছু ছিল না। এই যুগে আব্দুল-বাহা যে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত, সে বিষয়ে তাদের উপলব্ধি আগামী বছরগুলিতে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবে। আপনাদের নিজের জীবনে, যখন আপনারা সেবার পথে পদচারণা করবেন, তখন আপনাদের তাঁর দৃষ্টান্তগুলো স্মরণ করবার এবং তাঁর কথাগুলো বিবেচনা করার সুযোগ পাবেন। ইতিমধ্যে, আগের ইউনিটে, আপনারা নিজেরা তাঁর উক্তিগুলোর সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন এবং সর্বসাধারণের সঙ্গে কথাবার্তায় এবং তাঁর ফলকলিপিসমূহে

যেভাবে তিনি ভাবনাগুলো তুলে ধরেছিলেন সেইভাবে প্রকাশ করতে আপনাদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। এখনকার জন্য, তাঁর লক্ষ্যের বিষয়ে আপনাদের বর্তমান উপলব্ধি দৃঢ় করতে, আপনাদের গ্রুপের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে উপরে উল্লিখিত প্রধান দিকগুলো পরামর্শ করা উচিত এবং সেগুলো ভালোভাবে বলার অভ্যাস করতে হবে। উদ্ধৃত অনুচ্ছেদের উপর বিবেচনা সেবার পথে এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টাগুলোতে আপনাদের অনুপ্রেরণা দেবে।

পরিচ্ছেদ ৮

মিঃ ও মিসেসঃ সানচেজের সাথে সাক্ষাৎ শুরু করার পর থেকেই আলেজান্দ্রার মনে একটি প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে: আলোচনার কোন বিষয়গুলো তাদেরকে মহল্লায় সম্প্রদায়-গঠন প্রক্রিয়ার দৃঢ় ও সক্রিয় নায়ক হতে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করবে। একদিকে, প্রার্থনা, আত্মার অমরত্ব এবং ঈশ্বরের প্রেমে অবিচল থাকার মতো বিষয়গুলো রয়েছে যা তিনি তাদের সাথে আলোচনা করতে চান, কারণ তাদের আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি ক্রমাগত শক্তিশালী করা আবশ্যক। অন্যদিকে, ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা সম্প্রদায়ের ধরন সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করা এবং এর বাস্তবায়নে তারা যে মূল্যবান অবদান রাখতে পারে তা জানা তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হবে। মিঃ ও মিসেসঃ সানচেজের সাথে 'আব্দুল-বাহার মর্যাদা নিয়ে কথোপকথনের সময়, আলেজান্দ্রা ধীরে ধীরে বুঝতে পারে তার পরবর্তী পরিদর্শনের বিষয় কী হওয়া উচিত। সে ভাবে, "মানুষকে একত্রিত করার ধর্মের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাদের যথেষ্ট স্পষ্ট ধারণা রয়েছে। সুতরাং, আমাদের এখন সম্ভবত যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা উচিত তা হলো কীভাবে একটি ঐক্যবদ্ধ সম্প্রদায় গড়ে তোলা এবং বজায় রাখা যায়।"

অ্যালেজান্দ্রা তার চতুর্থ সাক্ষাৎকারটি কার্যক্রমগুলোর বর্ণনা দিয়ে শুরু করল, যা বর্তমানে মহল্লায় অপেক্ষাকৃত ছোট দলগুলো হাতে নিয়েছে "যেভাবে আমাদের সংখ্যা বাড়ছে," সে ব্যাখ্যা করল, "আমাদের সকলের অবশ্যই সব থেকে চ্যালেঞ্জিং যে দায়িত্ব নিতে হবে, তা হলো আমাদের কথাবার্তায়, আমাদের চিন্তাভাবনায় এবং কার্যক্রমগুলোতে আরও বেশি একতাবদ্ধ হওয়া। এরপর, যদি আমরা সহমত হই, আজ আমরা একসঙ্গে একতার মূল ভাবনা অন্বেষণ করতে পারি।"

"আমি বুঝতে পারছি আমাদের সম্প্রদায়ের উন্নয়নে ঐক্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ," উত্তর দেন মিসেসঃ সানচেজ।

"আর সর্বোপরি, বাহা'উল্লাহর ঐক্যের বাণীই সর্বপ্রথম আমাদের হৃদয়কে তাঁর শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করেছিল," বলেন মিঃ সানচেজ।

"আমি বেশ কিছু ধারণা বেছে নিয়েছি এবং প্রত্যেকটির জন্য একটি করে উদ্ধৃতি খুঁজে পেয়েছি," বলেন আলেজান্দ্রা। "আপনি যদি কিছু মনে না করেন, আমরা এক এক করে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারি।"

নিচে আলেজান্দ্রার ধারণাগুলোর তালিকা দেওয়া হলো:

- আমাদের সম্প্রদায়কে সত্যিকারের ঐক্যবদ্ধ হতে হলে, আমাদের প্রত্যেককে অবশ্যই বিবাদ ও কলহ পরিহার করতে হবে। বাহাউল্লাহ বলেন:

"ঈশ্বরের প্রিয়জনদের মধ্যে মতবিরোধ, দ্বন্দ্ব, বিবাদ, বিচ্ছেদ ও অনীহা ব্যতীত অপর কিছুই নাই যা বর্তমান যুগে এই ধর্মের বড় ধরনের কোনো ক্ষতিসাধন করতে পারে। ঈশ্বরের শক্তি ও তাঁর সার্বভৌম সাহায্যের মাধ্যমে তাদের ত্যাগ কর এবং ঐক্যসাধনকারী, সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞানী ঈশ্বরের নামে মানুষের হৃদয়গুলো তোমরা একত্রে সংযুক্ত করতে কঠোরভাবে চেষ্টা কর।"[১২]

- আমাদের সমাজের সকলের জন্য ভালোবাসা থাকবে, ভালোবাসা যা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালোবাসার প্রতিফলন। আব্দুল-বাহা বলেন:

"পূর্ণাঙ্গভাবে ঐক্যবদ্ধ হও, একে অন্যের প্রতি কখনও রাগান্বিত হইও না...। ঈশ্বরের নিমিত্ত সৃষ্ট জীবগণকে ভালোবাস, তাদের নিজেদের জন্য নয়। মানবজাতি পূর্ণ নয়। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অপূর্ণতা আছে। তুমি যদি তাদের দিকে তাকাও তবে সকল সময়ে অসুখী হবে। কিন্তু তুমি যদি ঈশ্বরের দিকে তাকাও তবে তুমি তাদের ভালোবাসবে এবং তাদের প্রতি দয়াপরবশ হবে, কারণ ঈশ্বরের জগৎ হলো পূর্ণতার ও সম্পূর্ণ ক্ষমার জগৎ।"[১৩]

- যদি পরস্পরের জন্য সব ভালোবাসা আমরা অনুভব করি, আমাদের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দেয়, তৎক্ষণাৎ আমাদের আব্দুল-বাহা'র পরামর্শ মনে করতে হবে:

"আমি তোমাদের সকলকে আদেশ দিতেছি যে, তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের হৃদয়ের সকল চিন্তাকে ভালোবাসা ও ঐক্যের প্রতি কেন্দ্রীভূত কর। যখন যুদ্ধের ভাবনা আসে তখন তাকে অধিকতর শক্তিশালী শান্তির ভাবনা দ্বারা প্রতিরোধ কর। ঘৃণার মনোভাবকে অধিকতর শক্তিশালী ভালোবাসার মনোভাব দ্বারা অবশ্যই ধ্বংস করতে হবে। "ভালোবাসার ভাবনা ভ্রাতৃত্ব, শান্তি, বন্ধুত্ব ও সুখ আনয়নে সাহায্য করে।"[১৪]

- আর যদি সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার সর্বাত্মক চেষ্টা করার পরেও আমরা দেখি যে আমাদের আবেগ আমাদের গ্রাস করছে এবং আমরা অন্যদের সাথে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ি, তবে আমাদের নিজেদেরকে বাহা'উল্লাহর এই কথাগুলো স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত:

"যদি তোমাদের মধ্যে কোনো পার্থক্যের উদয় হয় আমাকে তোমাদের সামনে দণ্ডায়মান দেখবে এবং আমার নিমিত্তে আমার আবির্ভাবের ও দীপ্তিমান ধর্মের প্রতি তোমার ভালোবাসার নিদর্শনস্বরূপ একে অন্যের দোষ-ত্রুটিগুলোকে উপেক্ষা করবে।"[১৫]

- অন্যদের দোষত্রুটিগুলো এড়িয়ে যাওয়ার আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলা, তাদের প্রশংসনীয় গুণাবলির প্রতি দৃষ্টিপাত করা এবং আড়ালে নিন্দা করা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত করা হলো অনৈক্যের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কার্যকরী একটি পদক্ষেপ। যখন আমরা পরস্পরকে ভালোবাসতে পারি, তখন আড়ালে নিন্দার প্রবৃত্তি অবদমিত করা সহজতর। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমরা তাদের ত্রুটিগুলো দেখার চেষ্টা করি যাদের আমরা ভালোবাসি এবং আমাদের একটি পাপ-ঢাকার দৃষ্টি নিয়ে তাদের দিকে তাকাতে কোনও অসুবিধা হয় না, আব্দুল-বাহা বলেছেন:

"ত্রুটিপূর্ণ চক্ষু দোষ-ত্রুটি অবলোকন করে, যে চক্ষু দোষ-ত্রুটি ঢাকতে পারে সে আত্মাগুলো সৃষ্টিকর্তার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। তিনি তাদের সৃষ্টি করলেন, প্রশিক্ষণ দেন এবং তাদেরকে পরিপোষণ করেন। তাদের সামর্থ্য ও জীবন, দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি প্রদান করেন; সুতরাং তারা হচ্ছে তাঁর মহত্ত্বের নিদর্শন। তোমরা অবশ্যই সবাইকে ভালোবাসবে এবং প্রত্যেকের প্রতি দয়ালু হবে, দরিদ্রের প্রতি যত্নবান হবে, দুর্বলকে রক্ষা করবে, অসুস্থকে নিরাময় করবে। অজ্ঞানীকে শেখাবে এবং শিক্ষিত করে তুলবে।"[১৬]

বাহাউল্লাহ উপদেশ দিয়েছেন:

"হে আমার সিংহাসনের সহচর! মন্দ শুনিও না এবং মন্দ দর্শন করিও না, নিজেকে হেয় করিও না, অথবা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিও না বা রোদন করিও না। মন্দ কথা বলিও না, যেন তোমাকে মন্দ শুনতে না হয়; এবং অন্যের দোষকে অতিরঞ্জিত করিও না, যেন তোমার নিজ দোষ বড় না দেখায়; কারো অবমাননা অনুমোদন করো না, যেন তোমার নিজের অবমাননা অনাবৃত করা না হয়। অতঃপর, তোমার জীবনের দিনগুলো যা দ্রুত ধাবমান মুহূর্ত অপেক্ষা অল্পতর বিবেচিত হয়, তা নির্দোষ মনে, পবিত্র ও বিশুদ্ধ অন্তর, প্রকৃত ও পবিত্র হৃদয়সহকারে মুক্ত মনে কাটাতে পার, যেন তুমি মুক্ত ও পরিতুষ্ট হয়ে এ নশ্বর কাঠামো পরিত্যাগ করে এবং দুর্জ্ঞেয় আধ্যাত্ম স্বর্গোলোকে প্রত্যাগমন করতে পার এবং অমর রাজ্যে চিরস্থায়ীরূপে অবস্থান করতে পার।"[১৭]

তিনি আমাদের আরো বলেছেন,

"হে প্রবাসীগণ! রসনা আমার নাম উল্লেখের জন্যই বিশেষ করে প্রদত্ত হয়েছে। অতএব, দুর্নাম রটনা করে তাকে কলুষিত করো না, যদি নিজ স্বার্থের অনল তোমাদের পরাভুত করে, তখন তোমার নিজের দোষগুলো স্মরণে প্রবৃত্ত হবে এবং আমার সৃষ্ট জীবদের দুর্নাম করো না, কারণ তোমাদের প্রত্যেকেই আমার সৃষ্ট জীব অপেক্ষা নিজ সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন ও পরিজ্ঞাত আছ।"[১৮]

- একতা শুধুমাত্র দ্বন্দ্ব এবং মতানৈক্য নয়; এবং ভালোবাসা শুধু কথায় প্রকাশ করলেই হবে না। আমরা শুধু দাবি করতে পারি যে, প্রকৃত একতা আমাদের মধ্যে তখনই বিরাজ করে, যখন পরস্পরের প্রতি আমাদের ভালোবাসা সমাজের সেবায় রূপান্তরিত হয় এবং যখন আমাদের ক্রিয়াকলাপসমূহ একটি সহযোগিতার মানসিকতায় এবং পারস্পরিক সাহায্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আব্দুল-বাহা আমাদের আহ্বান করে বলেন:

"এক মুহুর্তের জন্য বিশ্রাম করো না এবং এক মুহুর্তের জন্যও আরাম অন্বেষণ করো না, বরং মনে-প্রাণে পরিশ্রম কর, যেন তুমি বন্ধুদের মধ্যে অন্তত একজনকে একনিষ্ঠ সেবা দিতে পারো এবং অন্তত্ব একটি উজ্জ্বল হৃদয়ে সুখ ও আনন্দ বয়ে আনতে সক্ষম হও। এটাই প্রকৃত বদান্যতা এবং এর দ্বারা আব্দুল-বাহা'র ললাট আলোকিত হয়। তুমি আমার সঙ্গী হও এবং এর মধ্যে নিজেকে সংযুক্ত কর।"[১৯]

তিনি উল্লেখ করেন,

"মানবজাতির সর্বোচ্চ প্রয়োজনটি হলো সহযোগিতা ও পারস্পরিক সম্পর্ক। মানবের মধ্যে পারস্পরিক সংহতি ও সম্পর্ক যত দৃঢ় হবে মানুষের কার্যকলাপের সর্বস্তরে গঠনশীলতা ও সম্পাদনের ক্ষমতা তত বৃহৎ হবে।"[২০]

- সফল সমাজে কর্মপ্রক্রিয়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চাবিকাঠি হলো সকল বিষয়ে সরল এবং ভালোবাসাপূর্ণ আলোচনা। আলোচনার মধ্য দিয়ে, আমরা প্রত্যেকে যখন একটি বিষয়কে দেখি, বিভিন্ন উপায়গুলো একত্রে মিলিত হয় এবং আমরা খুঁজে পাই যে, আমাদের যৌথ প্রয়াসগুলোতে কোন পথ আমরা অনুসরণ করব। আলোচনার মাধ্যমে, আমরা ভাবনার অভিন্নতা অর্জন করি এবং আমাদের ভাবনা এবং দৃষ্টিভঙ্গি সহযোগে, আমরা আমাদের সমাজের অগ্রগতির জন্য কার্যকরী পরিকল্পনা তৈরি করি। আব্দুল-বাহা তাদের কথা বলেছেন, যারা পরামর্শ করে:

"তাদের জন্য প্রধান অত্যাবশ্যকীয় হলো, মিলিতভাবে তারা যে পরামর্শ গ্রহণ করে, বন্ধুদের মধ্যে যেন সেটি উদ্দেশ্যের পবিত্রতায়, মানসিকতায় দীপ্তিময়, ঈশ্বর ব্যতিরেকে সবকিছু থেকে নির্লিপ্ত হয় তাঁর দিব্য সুবাসের প্রতি আকর্ষণে, তাঁর প্রিয়জনদের মধ্যে বিনম্র এবং বিনীত হয়, দুঃসময়ে ধৈর্যশীল দুঃখকষ্ট সহ্যশীল হয় এবং তাঁর মহিমান্বিত চৌকাঠের প্রতি অধীনতা প্রদর্শন করা হয়। এসব গুণাবলি অর্জন করা হলে, তাদের যদি উদারভাবে সাহায্য করা হয় বাহা'র অদৃশ্য সাম্রাজ্য থেকে তখন তাদের প্রতি অনুগ্রহ মঞ্জুর করা হবে।"[২১]

ভাবনার একতা অপরিপূর্ণ থাকে, যদি সেটি কার্যকলাপের একতাতে রূপান্তরিত না হয়। একতাবদ্ধভাবে কাজ করার অর্থ এই নয় যে, আমরা সবাই একই জিনিস করি। বিপরীত পক্ষে, একতাবদ্ধ কাজে একটি সমাজের নানারকম প্রতিভা সম্পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়। আমাদের শক্তিগুলো বিশাল সংখ্যায় হাজির হয় এবং এমনকি আমাদের সদস্য সংখ্যা কম থাকলেও, যা বিশ্বের অধিকাংশ বড় এবং শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পাদন করতে অসমর্থ হয়, আমরা তখন তা অর্জন করতে সমর্থ হই। আব্দুল-বাহা বলেন:

"যখনই পবিত্র আত্মাগুলো স্বর্গের শক্তি আহরণ করে, চেতনার এই রকম গুণাবলি উত্থিত হবে এবং সম্মিলিতভাবে এগিয়ে যাবে, সারিবদ্ধভাবে ঐসব আত্মাগুলোর একজন এক হাজারের এবং ঐ পরাক্রমী মহাসাগরের উত্তাল ঢেউগুলো উচ্চ সমাবেশের ঝাঁকের মতো সমান হবে।"[২২]

উপরের লেখাটি মনোযোগ সহকারে পড়ার পর এবং আপনার দলের অংশগ্রহণকারীদের সাথে প্রতিটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করার পর, আপনারা আগের তিনটির মতো এই বিষয়বস্তুটি উপস্থাপন করার অনুশীলনে একে অপরকে সাহায্য করতে চাইবেন। আপনাদের এই প্রচেষ্টায় সহায়তার জন্য নীচে কিছু অনুশীলন দেওয়া হলো।

১। নিচের শুন্যস্থানগুলি পূরণ কর:

(ক) বর্তমান যুগে ঈশ্বরের প্রিয়জনদের মধ্যে ______________ দ্বন্দ্ব, বিবাদ, বিচ্ছেদ এবং অনীহা ব্যতীত অপর কিছুই নাই যা ধর্মের ক্ষতি সাধন করতে পারে।

(খ) বর্তমান যুগে ঈশ্বরের প্রিয়জনদের মধ্যে মতানৈক্য, ______________, বিবাদ, বিচ্ছেদ এবং অনীহা ব্যতীত অপর কিছুই নাই যা ধর্মের ক্ষতি সাধন করতে পারে।

(গ) বর্তমান যুগে ঈশ্বরের প্রিয়জনদের মধ্যে মতানৈক্য, দ্বন্দ্ব, ______________, বিচ্ছেদ এবং ______________ ব্যতীত অপর কিছুই নাই যা ধর্মের ক্ষতি সাধন করতে পারে।

(ঘ) বর্তমান যুগে ঈশ্বরের প্রিয়জনদের মধ্যে মতানৈক্য, দ্বন্দ্ব, বিবাদ, বিচ্ছেদ এবং ______________ ব্যতীত অপর কিছুই নাই যা ধর্মের ক্ষতি সাধন করতে পারে।

(ঙ) বর্তমান যুগে ঈশ্বরের প্রিয়জনদের মধ্যে মতানৈক্য, দ্বন্দ্ব, ______________, বিচ্ছেদ এবং অনীহা ব্যতীত ______________ যা ধর্মের ক্ষতি সাধন করতে পারে।

(চ) বর্তমান যুগে ঈশ্বরের প্রিয়জনদের মধ্যে ______________________________ বিচ্ছেদ এবং অনীহা ব্যতীত অপর কিছুই নাই যা ধর্মের ক্ষতি সাধন করতে পারে।

(ছ) বর্তমান যুগে ঈশ্বরের প্রিয়জনদের মধ্যে মতানৈক্য, দ্বন্দ্ব, বিবাদ, বিচ্ছেদ এবং অনীহা ব্যতীত অপর কিছুই নাই যা ধর্মের ______________________________ করতে পারে।

২। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে আব্দুল-বাহা আমাদের বলেন:

(ক) আমাদের অবশ্যই পূর্ণাঙ্গভাবে ______________ হতে হবে।

(খ) আমাদের অবশ্যই কখনও একে ______________ প্রতি ______________ হওয়া যাবে না।

(গ) আমাদের অবশ্যই ______________ মানুষকে ভালোবাসতে হবে, নিজেদের জন্য নয়।

(ঘ) আমরা কখনো ______________ প্রতি ______________ হবো না, যদি আমরা মানুষকে ______________ ভালোবাসি।

(ঙ) মানবজাতি ________________________ নয়।

(চ) আমরা সর্বদা ________________________ হয়ে উঠবো যদি তাদের দিকে ________________________।

(ছ) যদি আমরা ___________________ এর দিকে তাকাই তবে আমরা সবাইকে ____________________ এবং সবার প্রতি ________________________ হবো।

৩। তৃতীয় উদ্ধৃতিতে আব্দুল-বাহা আমাদের বলেছেন:

(ক) আমাদের প্রত্যেককে অবশ্যই আমাদের হৃদয়ের সকল চিন্তাগুলোকে ______________________________ ও ______________________________________ কেন্দ্রীভূত করতে হবে।

(খ) যখন যুদ্ধের ভাবনা আসে তখন তাকে ______________________________________ ভাবনা দ্বারা প্রতিরোধ করতে হবে।

(গ) ঘৃণার মনোভাবকে অধিকতর ______________________________________ দ্বারা ধ্বংস করতে হবে।

(ঘ) যখন যুদ্ধের ভাবনা আসে ________________ শক্তিশালী শান্তির ________________ দ্বারা প্রতিরোধ কর। ঘৃণার _________________ অধিকতর _________________ ভালোবাসার _________________ দ্বারা অবশ্যই ___________________ করতে হবে।

(ঙ) ভালোবাসার ভাবনাগুলো ___________________, ___________________, ___________________ ও ___________________ আনয়নে সাহায্য করে।

৪। যখন আপনারা সমাজে আপনাদের এবং অন্যদের মধ্যে মতানৈক্য দেখতে পান, সে সময় আপনাদের কী করা উচিত?

____

____

____

____

৫। এমন আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলাসমূহের বর্ণনা করুন, যেগুলো আপনাদের সমাজের ঐক্যসাধনে অবদান রাখে: _______________

____

____

____

৬। নিচের কোনটি একতা প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখে?

____ অন্যের দূর্বলতাগুলো দেখা।

____ অন্যের ত্রুটিগুলো এড়িয়ো যাওয়া।

____ একজন বন্ধু অপর বন্ধুর দূর্বলতাগুলো নিয়ে মন্তব্য করা।

____ অন্য একজনকে হেয় করতে একটি গল্পকে অতিরঞ্জিত বা পরিবর্তন করা।

____ অন্যদের ত্রুটিগুলো নিয়ে চিন্তা করা।

৭। কেন আমরা কিছু লোককে তাদের ভুলের জন্য সমালোচনা করি, অথচ অন্যরা ঠিক একই কাজ করলেও তখন তাদের সমালোচনা করি না। ______________________________

____

____

____

৮। যেখানে মানুষ একে অপরের পরনিন্দা করতে থাকে এ অবস্থায় সেখানে কি একতা ধরে রাখা সম্ভব? কেন সম্ভব নয়?

____

____

____

____

৯। কারো সম্পর্কে মিথ্যা বলা নিঃসন্দেহে অন্যায়। কিন্তু কেউ বাস্তবে যা করেছে তার জন্য তার সম্পর্কে অন্যদের কাছে সমালোচনামূলক মন্তব্য করা কি ঠিক? ______________________________

____

১০। খোশগল্প, আড়ালে পরনিন্দা এবং অন্যদের সমালোচনা করার মধ্যে পার্থক্য কী? ______________________________

____

____

____

____

১১। সমাজের উপর খোশগল্প করা, আড়ালে পরনিন্দা করা এবং অনবরত অন্যদের সমালোচনা করা কী প্রভাব ফেলে? ______

____

____

____

____

১২। কিভাবে আমরা আমাদের জীবন থেকে ঐ ত্রুটিগুলো দূর করতে পারি? ______________________________

____

____

____

____

১৩। যেখানে একজন মানুষ উপস্থিত আছে তখন সেখানে যদি আমরা তার সমালোচনা করি তবে কি পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে? ______________________________

____

____

____

১৪। শিশুদের সামনে যদি কারো সম্পর্কে পরনিন্দা করা হয় তবে শিশুদের উপর এর কী প্রভাব পড়ে? ______________

____

____

____

১৫। পরনিন্দা ও কুৎসা রটনোর প্রবণতা কোথা থেকে আসে? ______________________________

____

____

১৬। বাহা'উল্লাহ আমাদের উৎসাহিত করেছেন যে, "যদি নিজ স্বার্থের অনল তোমাদের পরাভুত করে, তখন ______________ স্মরণে প্রবৃত্ত হতে হবে। এবং আমার সৃষ্ট জীবদের ______________ করো না, কারণ তোমাদের প্রত্যেকেই ______________ অপেক্ষা নিজের সম্বন্ধে ______________ ও পরিজ্ঞাত আছ।"

১৭। ভালোবাসা শুধু কথা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। এর জন্য আর কী কী প্রয়োজন? ______________________

____

১৮। ঐক্য ও ভালোবাসা সম্পর্কে আব্দুল-বাহা আমাদের আহ্বান করেন যে, "______________ জন্য বিশ্রাম করো না এবং এক মুহূর্তের জন্যও ______________ অন্বেষণ করো না, বরং ______________, যেন তুমি বন্ধুদের মধ্যে অন্তত একজনকে ______________ সেবা দিতে পারো এবং অন্তত একটি উজ্জ্বল হৃদয়ে ______________ ও ______________ বয়ে আনতে সক্ষম হও।

১৯। এবং তিনি আরও বলেন, "মানবজাতির সর্বোচ্চ প্রয়োজনটি হলো ______________ ও ______________। মানবের মধ্যে ______________ ও ______________ যত দৃঢ় হবে মানুষের কার্যকলাপের সর্বস্তরে ______________ ও ______________ তত বৃহৎ হবে।

২০। সফল সামাজিক কর্মকান্ডের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চাবিকাঠি কী? ______________________________

____

২১। 'আব্দুল-বাহা পরামর্শকারীদের সম্পর্কে বলেন: "যারা একত্রে পরামর্শ গ্রহণ করে তাদের জন্য প্রধান অত্যাবশ্যকীয় হলো বন্ধুদের মধ্যে যেন ______________,______________________________,

____,

তাঁর প্রিয়জনদের মধ্যে, ______________ ও ______________ হয়, দুঃসময়ে ______________ হয় এবং তাঁর মহিমান্বিত ______________ অধীনতা প্রদর্শন করা হয়। যদি এসব গুণাবলী অর্জনে তারা উদারভাবে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়, তবে ______________________ থেকে তাদের প্রতি অনুগ্রহ মঞ্জুর করা হবে।"

২২।　ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার শক্তি প্রসঙ্গে 'আব্দুল-বাহা আমাদের বলেন: "যখনই পবিত্র আত্মাগুলো, ________________ করে, চেতনার এই রকম গুণাবলী নিয়ে ________________ হবে এবং সম্মিলিতভাবে ________________ ___ এগিয়ে যাবে, সারিবদ্ধভাবে ঐসব আত্মাগুলোর একজন ________________ এবং ঐ পরাক্রমী মহাসাগরের উত্তাল ঢেউগুলো ________________ এর ________________ এর মতো সমান হবে।"

পরিচ্ছেদ ৯

মিঃ এবং মিসেসঃ সানচেজের সাথে চতুর্থবার দেখা করার সময়, ওদের নাতনি বিয়াট্রিসের সাথে আলেজান্দ্রা পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায়। বিয়াট্রিস কাছেই একটি হাই স্কুলে পড়ার জন্য তাদের সাথে থাকতে হচ্ছে। ঐক্যের বিষয়টি নিয়ে বিয়াট্রিস খুব কৌতূহলী এবং উৎসাহের সাথে আলোচনায় অংশ নেয়। কথোপকথন যখন শেষের দিকে, মিসেসঃ সানচেজ সবার জন্য কফি ও কেক নিয়ে আসেন। এতে আলেজান্দ্রা বিয়াট্রিসকে আরেকটু ভালোভাবে চেনার সুযোগ পায় এবং সে পাড়ায় সম্প্রদায়-গঠনের প্রচেষ্টা নিয়ে কথা বলার জন্য পরের দিন তার সাথে দেখা করার ব্যবস্থা করে। আলেজান্দ্রা মনে মনে ভাবে, "সে হয়তো কোর্সের মুল বইগুলো পড়তে আগ্রহী হতে পারে। আমি তাকে প্রথম কয়েকটি বই ধীরে ধীরে শেষ করতে সাহায্য করতে পারি। এরপর সে হয়তো একটি শিশুদের ক্লাস শুরু করতে চাইতে পারে অথবা পাড়ায় গড়ে ওঠা জুনিয়র ইয়ুথ গ্রুপে আমাকে সাহায্য করতে পারে। সেক্ষেত্রে, সে পঞ্চম বই পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে ধীরে ধীরে দলটির আরও বেশি দায়িত্ব নিতে পারবে, যা তাকে একজন অ্যানিমেটর হিসেবে কাজ করার জন্য প্রস্তুত করবে।" আলেজান্দ্রা যুবকদের জন্য আয়োজিত বেশ কয়েকটি সমাবেশে যোগ দিয়েছে, যেগুলি নির্দিষ্ট কিছু আলোচনার বিষয়ের উপর কেন্দ্র করে ইনস্টিটিউটের কার্যক্রমে অনেকের অংশগ্রহণের পথ তৈরি করেছে। সে সিদ্ধান্ত নেয় যে পরের দিন বিয়াট্রিসের সাথে কথোপকথনেও সে একই ধারার ভাবনা অনুসরণ করবে। এভাবেই তাদের কথোপকথনটি শুরু হয়:

> আমরা সবাই পৃথিবীকে আরও সুন্দর একটি জায়গা হিসেবে দেখতে চাই। আমরা এমন এক ভবিষ্যতের প্রত্যাশা করি, যখন বিশ্বজুড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং মানবজাতি সম্প্রীতিতে বসবাস করবে। এমন ভবিষ্যৎ কোনো স্বপ্ন নয়, বরং তা গড়ে তোলা সম্ভব, যদি আমাদের মধ্যে আরও বেশি সংখ্যক মানুষ পৃথিবীর উন্নতির জন্য প্রচেষ্টা চালায়। আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ের গভীরে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সেবা করার আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। আমাদের যা প্রয়োজন তা হলো, সাধারণ মঙ্গলের জন্য নিঃস্বার্থ সেবামূলক কাজ করার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
>
> মানবজাতির সেবায় আমরা এমন একটি উপায় নিয়ে ভাবতে পারি যেখানে আমরা একসাথে পথ চলব। এই পথ সকলের জন্য উন্মুক্ত। আমরা প্রত্যেকেই এই পথে প্রবেশ করার সিদ্ধান্ত নিই এবং নিজ নিজ গতিতে এগিয়ে যাই। আমরা এই পথে একা চলি না; আমরা আমাদের বন্ধুদের পাশে থেকে সেবা করি, একসাথে শিখি এবং একে অপরের সঙ্গী হই। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ আনন্দ ও নিশ্চয়তা তৈরি করে এবং আমাদের প্রতিটি প্রচেষ্টা দিব্য নিশ্চয়তা নিয়ে আসে।

শোনা কথাগুলো বিয়াট্রিসের ভালো লাগছে এবং এই সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনার পর একটি মনোরম আলোচনা জমে উঠল। আরও এগিয়ে যাওয়ার আগে, এখানে থামা যাক এবং দুই নতুন বন্ধুর মধ্যে হওয়া কথাবার্তা নিয়ে ভাবা যাক। অ্যালেজান্দ্রা বিষয়বস্তুর আলোচনায় ব্যস্ত থাকার সিদ্ধান্ত নেয়, যাতে ইন্সটিটিউট প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে বিয়াট্রিসকে আমন্ত্রণ করা যায়। ইন্সটিটিউট কর্তৃক কোর্সগুলোর একটি বিন্যাস উপস্থাপিত করা হয়েছে এবং এতে বিয়াট্রিসকে যোগদান করার বিষয়ে সহজভাবে আমন্ত্রণ জানানো কেন প্রয়োজন হবে?

____

____

পরিচ্ছেদ ১০

অ্যালেজান্দ্রা এবং বিয়াট্রিসের মধ্যে কথোপকথন প্রায় দুই ঘণ্টা অবধি চলল। নিচে আরও কয়েকটি ধারণা দেয়া হলো যা আলেজান্দ্রা তার নতুন বন্ধুর সাথে ভাগ করে নেয়। অবশ্যই, আমরা বুঝতে পারি যে, সে দীর্ঘ বিরামহীন উপস্থাপনা করে না। দু' ঘন্টার বেশি সময় এই অনুচ্ছেদগুলোতে বর্ণিত ধারণাগুলো নিয়ে একসাথে আলোচনা করে ব্যয় করা হয়।

আমরা তরুণ, আমাদের উদ্যম এবং বিশাল উদ্দীপনা আছে। মানুষ ধরে নেয় যে, আমরা নিশ্চিন্ত। কিন্তু আসলে এর উল্টো, আমরা মানবজাতির দুরবস্থা নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এবং আমরা সমাজের প্রকৃত পরিবর্তন দেখতে চাই। আমাদের অবশ্যই নিজেদের জীবন - শিক্ষা, কাজ, বন্ধুবান্ধব, পরিবার ইত্যাদি নিয়েও চিন্তা করতে হবে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি বছর আমরা ক্রমশ দায়িত্ব পালনে আমরা ব্যস্ত থাকি, আমাদের বাবা-মায়েরা আমাদের থেকে অনেক কিছু আশা করেন। কখনও কখনও, যখন আমি আমার সব দায়িত্বগুলোর কথা চিন্তা করি, আবেগে বিহ্বল হয়ে পড়ি। সেখানে বাহা'ই রচনার একটি উদ্ধৃতি আমার মনে আসছে, যা আমি মুখস্থ করেছি: "মানুষের জীবনের বসন্তকাল আছে এবং তা গৌরবে ভূষিত। শক্তি এবং সাহস দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত যুবকাল মানুষের জীবনের সব থেকে উৎকৃষ্ট সময় হিসেবে বিশিষ্টতা লাভ করেছে।"

যা আমি আপনাদের সাথে মতবিনিময় করতে চাইছি তা হলো পৃথিবীর চারদিকে অনেক কম বয়সীরা যারা আমাদের মতো সমাজে আছে, তারা উপলব্ধি করছে যে, তাদের জীবনীশক্তি একটি দ্বিমুখী উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হতে পারে: তাদের নিজস্ব মেধাগত এবং আধ্যাত্মিক বিকাশের ভার নেওয়া এবং সমাজের রূপান্তরে অবদান রাখা দরকার। আমাদের উদ্দেশ্যে এ দুটি অভিব্যক্তি আন্তঃসম্পর্কিত। যখন আমরা আমাদের সামর্থ্যের উন্নতি করি, তখন আমরা অন্যদের সেবা করতে এবং একে অন্যকে সাহায্য করতে আরও যোগ্য হই। আমরা ব্যক্তি হিসেবে বেড়ে উঠেছি এবং আমাদের থাকা গুণাবলিকে শক্তিশালী করেছি।

এইখানেই আমার আগে উল্লেখ করা সেবার পথের ধারণাটি আসে। এই পথে হাঁটা শুধু আমাদের জীবনে যোগ করা কোনো বিষয় নয়; এটি আমাদের প্রতিটি কাজে অর্থবহতা এনে দেয়। সমাজের সেবা আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য আরও ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করে, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের চিন্তাভাবনাকে স্পষ্ট করে তোলে এবং আমাদের পরিবারের মঙ্গলের জন্য অবদান রাখতে প্রয়োজনীয় গুণাবলী বিকাশে সহায়তা করে। এটি আমাদের বন্ধুত্বকে আরও মজবুত করে। এটি আমাদের তুচ্ছ বিষয়ে শক্তি অপচয় করা থেকে বিরত রাখে।

আমাদের আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতি সম্পর্কে চিন্তা করতে গিয়ে, আমাদের অবশ্যই বিভিন্ন শক্তিগুলো নিয়ে সজাগ থাকতে হবে, যা আমাদের প্রভাবিত করে। এর মধ্যে কিছু, যেমন জ্ঞানের, ন্যায়ের এবং ভালোবাসার শক্তিসমূহ যা আমাদের সঠিক পথে চালনা করে, আমাদের অবশ্যই এগুলোর সঙ্গে একই সারিতে নিয়ে আসা শিখতে হবে। বস্তুবাদ এবং আত্মকেন্দ্রিকতার মতো অন্যান্য শক্তিগুলো এর বিপরীতে কাজ করে এবং আমাদের উচিত এগুলোকে প্রতিরোধ করা। আমাদের অবশ্যই উৎকৃষ্টতা অর্জন করতে হবে এবং এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আমাদের প্রচেষ্টা ঐশ্বরিক অনুমোদন লাভ করবে।

সমাজের রূপান্তরে আমাদের অবদানের কথা ভাবতে গিয়ে—হিংসা, দারিদ্র্য ও দুঃখকষ্টের এক জগতকে শান্তি, সমৃদ্ধি ও সম্প্রীতির এক জগত হিসেবে রূপান্তরিত করতে—আমাদের অবশ্যই বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উভয় অগ্রগতির কথাই বিবেচনা করতে হবে। সকল মানুষের জন্য বস্তুগত অগ্রগতি অর্জিত হবে না, যদি আমরা আধ্যাত্মিক অগ্রগতিও না করি।

কেবল যদি এই দুটি একসাথে চলে, তবেই বিশ্বের উন্নতি সাধিত হবে। আরেকটি উক্তি আমার মুখস্থ আছে: "বস্তুগত সভ্যতা হলো প্রদীপের মতো, আর আধ্যাত্মিক সভ্যতা হলো সেই প্রদীপের আলো। যদি বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক সভ্যতা একত্রিত হয়, তবে আমরা আলো এবং প্রদীপ উভয়ই একসাথে পাব, এবং তার ফল হবে নিখুঁত।"

সেবার পথে চলতে গিয়ে, আমরা ব্যক্তিবিশেষদের গ্রুপগুলোর সঙ্গে কাজ করতে শিখি, বিশেষভাবে শিশু এবং জুনিয়র ইয়ুথদের সাথে কাজ করতে শিখি। তাদের জ্ঞান, দক্ষতা এবং আধ্যাত্মিক গুণাবলি অর্জনে সাহায্য করতে পারি। আমরা আমাদের সম্প্রদায়ের ঐক্যের প্রতি মনোযোগ দিতেও শিখি। যেসব ব্যক্তি, পরিবার এবং সংস্থা কোন সম্প্রদায়ের অগ্রগতিতে অবদান রাখতে ইচ্ছুক, তাদের অবশ্যই সহযোগিতা করতে হবে। তাদের একটি অভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য গড়ে তুলতে হবে এবং সংঘাতের পথ পরিহার করতে হবে।

সুতরাং, তরুণ বয়সে আমাদের জন্য অন্যদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ পারস্পরিক সম্পর্কের অভ্যাস গড়ে তোলা গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের বন্ধু হতে হবে: নিজেদের কাজে একে অপরের সঙ্গী হওয়া, একে অপরের অবদানকে গ্রহণ করা, পরস্পরকে উৎসাহিত ও সমর্থন করা, পরস্পরের শক্তিকে উপলব্ধি করা, পরস্পরের কাছে উপকারী পরামর্শ চাওয়া ও দেওয়া এবং পরস্পরের সাফল্যে আনন্দিত হওয়া। সেবার পথে চলার সময় আমাদের অবশ্যই কাজ করতে হবে, নিজেদের কাজের উপর মনোনিবেশ করতে হবে, একসাথে পরামর্শ ও অধ্যয়ন করতে হবে।

বিগত কয়েক দশকে, বাহাই সম্প্রদায় বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে এক বিশেষ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে সফল হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো, যেগুলোকে আমরা এই নামেই ডাকি, এমন কোর্স প্রদান করে যা সমাজসেবার জন্য আমাদের সক্ষমতাকে শক্তিশালী করে। এই কোর্সগুলো অধ্যয়নের মাধ্যমে, আমরা সেবার পথে একসাথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি এবং ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন করি। আমরা যখন এগুলোর মধ্য দিয়ে অগ্রসর হই, তখন ক্রমবর্ধমান জটিল সেবামূলক কাজ সম্পাদনের জন্য আমাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এই পুরো সময় জুড়ে, আমাদের চেয়ে বেশি অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা আমাদের সঙ্গী হন এবং সময়ের সাথে সাথে, আমরা স্বাভাবিকভাবেই কম অভিজ্ঞ বন্ধুদের সঙ্গী হয়ে উঠি। শুরু থেকেই, আমরা সকলেই ব্যক্তিগত ও সামাজিক রূপান্তরের নায়ক, সানন্দে নিজেদের শিক্ষা এবং সমাজের সেবার দায়িত্ব গ্রহণ করি।

"নায়ক হওয়া" মানে হলো চিন্তাভাবনা করে কাজ করার ইচ্ছা থাকা, আমাদের প্রচেষ্টায় অধ্যবসায়ী হওয়া এবং প্রতিটি পদক্ষেপে জ্ঞান অর্জন ও প্রয়োগ করা। একজন নায়ক কেবল সুবিধার নিষ্ক্রিয় প্রাপক নন, বরং অগ্রগতির একজন সক্রিয় অবদানকারী। নায়ক হতে হলে সৃজনশীল ও সুশৃঙ্খল উদ্যোগ গ্রহণ করতে শিখতে হবে। ইনস্টিটিউটের কোর্সগুলো আমাদের সমাজ-গঠন প্রক্রিয়ার নায়ক হওয়ার সক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।

আমাদের উপরের অনুচ্ছেদগুলো নিয়ে চিন্তা করতে কয়েক মুহূর্ত সময় নেওয়া উচিত। এই পরিচ্ছেদে শুরুতে যা উল্লিখিত হয়েছে, অ্যালেজান্দ্রা ভাবনাগুলো শুধু একটার পর একটা উপস্থাপন করবে না, বরং নিশ্চিত করবে যেখানে বিয়াট্রিসের সেইসব বিষয়ে চিন্তা করার এবং আলোচনায় অবদান রাখার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। আপনাদের গ্রুপের প্রতিটি অনুচ্ছেদে আলোচনার সুযোগ আসার পর এবং নিজেরাই ভাবনাগুলো ভালোভাবে প্রকাশ করার বিষয়টি শেখার পর, যা আপনারা ভাবতে পারেন তা হলো, কথোপকথন সে বিন্দুতে পৌঁছেছে কিনা, যাতে অ্যালেজান্দ্রা রুহি ইন্সটিটিউটের কিছু কোর্সগুলোর সম্পর্কে কিছু কথা আস্থা সহকারে সবাইকে বলতে পারে এবং বিয়াট্রিসকে ১নং বই এর অধ্যয়নে আমন্ত্রণ জানাতে পারে। ওর জায়গায় আপনারা থাকলে আপনারা কী বলতেন? ১নং বই এবং ২ নং বইয়ে সেবার যে দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে তা আপনারা কীভাবে বর্ণনা করবেন? পরবর্তী বইগুলোতে গৃহীত সেবামূলক কাজগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ—বিশেষ করে শিশুদের আধ্যাত্মিক শিক্ষার জন্য ক্লাস নেওয়া এবং একটি জুনিয়র ইয়ুথ গ্রুপের এনিমেটর হিসেবে তাদের পথপ্রদর্শন করা—নিঃসন্দেহে বিয়াট্রিসকে ভবিষ্যতে সে কী ধরনের সেবা করতে পারে সে সম্পর্কে একটি ধারণা পেতে সাহায্য করবে। আপনার দলের শিক্ষক এই দু'টি সেবামূলক কাজের উপর কয়েকটি বাক্য লিখতে আপনাকে সাহায্য করতে পারেন, যেমনটা আলেজান্দ্রা বিয়াট্রিসকে প্রথম বইটি অধ্যয়নের জন্য আমন্ত্রণ জানানোর সময় যোগ করতে পারত।

পরিচ্ছেদ ১১

দুই সপ্তাহ পর আলেজান্দ্রা পরবর্তী সাক্ষাতের জন্য সানচেজ এর বাড়িতে যায়। এই সময়ের মধ্যে, বিয়াট্রিস একটি নিবিড় অভিযানে অংশ নেয় এবং প্রথম বইয়ের প্রথম দু'টি ইউনিট সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়। সে এখন পাঁচজন বন্ধুর একটি দলের সাথে তৃতীয় ইউনিটটি পড়ছে, যারা সপ্তাহে দুবার পাড়ায় মিলিত হয়। আলেজান্দ্রা প্রার্থনার বিষয়ে সানচেজ পরিবারের সাথে কথা বলার উপযুক্ত সময় মনে করে এবং বিয়াট্রিসকে জিজ্ঞাসা করে যে সে তাকে সাহায্য করতে চায় কিনা। আপনি নিজে প্রথম বইয়ের দ্বিতীয় ইউনিটটি পড়েছেন, তাই আলেজান্দ্রা এবং বিয়াট্রিস সাক্ষাতের সময় যে বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করেছিল তা আপনার জন্য এখানে সংক্ষিপ্ত করার প্রয়োজন নেই। ইউনিটটি পর্যালোচনা করার পর, এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে একটি আলোচনায় আপনি যে মূল বিষয়গুলো তুলে ধরার চেষ্টা করবেন, তা আপনার সাজিয়ে নিতে সক্ষম হওয়া উচিত। আপনার ধারণাগুলো লেখার জন্য নিচে জায়গা দেওয়া হলো।

পরিচ্ছেদ ১২

আগামী কয়েক সপ্তাহ ধরে সানচেজ পরিবারের সাথে আলেজান্দ্রার সাক্ষাৎ চলতে থাকে, এবং তারা প্রার্থনার তাৎপর্য—আত্মার জীবন, আধ্যাত্মিক গুণাবলীর বিকাশ, ঈশ্বরের আইন ও বিধানের প্রতি আনুগত্য এবং তাঁর প্রেমে অবিচলতা—সম্পর্কে তাদের আলোচনার মধ্য দিয়ে স্বাভাবিকভাবে উদ্ভূত বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ পান। এক পর্যায়ে, তারা প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠানগুলো, বিশেষ করে স্থানীয় ও জাতীয় আধ্যাত্মিক পরিষদগুলো নিয়েও কিছুটা আলাপ করেন। এই পরবর্তী সাক্ষাৎগুলোর প্রতিটিতে আলোচিত বিষয়বস্তু আমাদের বিবেচনা করার প্রয়োজন নেই। তবে, আমরা যে ধরনের ধারাবাহিক আলোচনার কথা ভাবছি, তাতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রায়শই দুটি প্রশ্ন উঠে আসে। প্রথমটি সম্প্রদায়ের আয়োজিত সভাগুলোর প্রকৃতি সম্পর্কিত এবং দ্বিতীয়টি আর্থিক সংস্থান সম্পর্কিত। আমরা এই অংশে সভা, বিশেষ করে ঊনিশ দিবসীয় ভোজানুষ্ঠানের বিষয়টি আলোচনা করব এবং পরবর্তী অংশে আর্থিক প্রশ্নটি দেখব।

এরপর নিচের বিষয়গুলো, ঊনিশ দিবসীয় ভোজানুষ্ঠানের বিষয়বস্তুর উপর আলোচনার একটি ভিত্তি তৈরি করতে পারে।

- বাহাই সমাজের, সমাবেশগুলো বিভিন্ন উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়, যেমন প্রার্থনা করা, অধ্যয়ন করা, বিশেষ উৎসবগুলো পালন করা, সমাজবিষয়ক এবং সমাজের সেবা নিয়ে পরামর্শ করা, ক্রিয়াকলাপের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা ইত্যাদি। বাহা'উল্লাহ নিচের অঙ্গীকারটি তুলে ধরেছেন:

"আমার জীবন ও ধর্মের শপথ! ঈশ্বরের বন্ধুগণ তাদের পার্শ্ববর্তী যে-কোনো গৃহেই প্রবেশ করুন না কেন সেখান থেকে ঈশ্বরের মহিমা এবং প্রশংসা বন্দনা করার সময় তাদের উচ্চারিত ধ্বনি প্রকৃত বিশ্বাসীজনের হৃদয় ও আত্মাগুলোকে এবং অনুগ্রহপ্রাপ্ত দেবদূতগণকে পরিবেষ্টন করবে।"[২৩]

- বন্ধুদের সমাবেশে ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ হৃদয়ে আনন্দ বয়ে আনে এবং ঐক্যের বন্ধনকে দৃঢ় করে। বাহা'উল্লাহ আমাদের আহ্বান জানান:

"বন্ধুদের জন্য এটি উপযুক্ত হবে যে, তারা যে প্রদেশে বা স্থানেই থাকুক না কেন, সভাগুলোতে তারা বিচক্ষণতা ও বাগ্মিতার সাথে কথোপকথন করতে এবং ঈশ্বরীয় স্তোত্র পাঠ করিতে একত্রিত হইবে, কারণ ইহা ঈশ্বরের বাণী যা ভালোবাসার আগুনকে প্রজ্জ্বলিত করে এবং একে বহ্নিমান রাখে।"[২৪]

আব্দুল-বাহা লিখেছেন:

"সভা-সমাবেশের আয়োজন কর এবং স্বর্গীয় রচনাবলি পাঠ কর এবং সুমধুর সুরে তা আবৃত্তি কর, যেন নগর সত্যের আলোতে প্রকাশিত হতে পারে এবং দেশ পবিত্র আত্মার শক্তিতে সত্য স্বর্গে পরিণত হতে পারে। কারণ এই যুগচক্র মহিমান্বিত ঈশ্বরের যুগচক্র, একত্ব এবং বিশ্ব মানবতার ঐক্যের সুর অবশ্যই পূর্ব ও পশ্চিমের কর্ণগুলোতে পৌঁছাবে।"[২৫]

- বাহা'ইদের সকল সমাবেশের মধ্যে, ঊনিশ দিবসীয় ভোজানুষ্ঠানে বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। বাহা'ই ক্যালেন্ডারে ঊনিশ মাস আছে, প্রতিটি ঊনিশ দিনের এবং সকল অঞ্চলে, বাহা'ইরা এই সমাবেশের জন্য একসঙ্গে মাসে একবার মিলিত হন, যা স্বয়ং বাহা'উল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত হয়েছে:

"সত্য সত্যই তোমাদিগকে প্রতিমাসে একবার ভোজ প্রদানের আদেশ দেয়া হয়েছে, তা যদি কেবল জল পরিবেশন করেও হয়। কেননা ঈশ্বর হৃদয়সমূহকে একতাবদ্ধ করতে ইচ্ছা করেছেন, যদিও তা পার্থিব ও স্বর্গীয় উভয়ের মাধ্যমে।"[২৬]

- ঊনিশ দিবসীয় ভোজানুষ্ঠানের তিনটি অংশ আছে। প্রথমটি হলো ভক্তিমূলক অংশ, যখন প্রার্থনা ও পবিত্র লেখনাবলি থেকে পাঠ করা হয়। দ্বিতীয়টি হলো প্রশাসনিক অংশ, যখন সমাজের বিভিন্ন বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়। তৃতীয়টি হলো সামাজিক অংশ ।

- আব্দুল-বাহা'র নিচের উক্তিগুলো থেকে আমরা ঊনিশ দিবসীয় ভোজানুষ্ঠানের গুরুত্বের আভাষ পাই:

"হে সুপ্রাচীন সৌন্দর্যের বিশ্বস্ত সেবকগণ! প্রত্যেক যুগচক্রে এবং যুগ ধর্মে ভোজকে সুনজরে দেখা হয়েছে ও ভালোবাসা হয়েছে এবং ঈশ্বরের প্রেমিকজনদের জন্য টেবিল সাজানোকে প্রশংসনীয় কর্ম হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। বিশেষভাবে আজকের দিনে এই ধর্মের তুলনার ঊর্ধ্বে, সর্বাপেক্ষা এই উদার যুগে ব্যাপারটিকে উচ্চ প্রশংসা করা হয়েছে, কারণ ঈশ্বরকে আরাধনা ও মহিমান্বিত কবার জন্য যে সমাবেশগুলো অনুষ্ঠিত হয় এবং তার মধ্যে একে সত্যসত্যই গণ্য করা হয়। এখানে পবিত্র শ্লোক ও স্বর্গীয় গীত গাওয়া হয় এবং হৃদয় হয়ে ওঠে উজ্জীবিত ও আত্মহারা।"[২৭]

- ভোজানুষ্ঠানের প্রশাসনিক অংশের সময়ে, সমবেত বন্ধুরা নিকটবর্তী এবং দূরবর্তী সমাজসমূহের ক্রিয়াকলাপগুলোর প্রতিবেদনসমূহ শোনে, তাদের নিজেদের সমাজে এবং সমাজের মঙ্গলসাধনে তাদের অবদান বিষয়ে এবং ধর্মের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে, সার্বজনীন ন্যায় বিচারালয় থেকে পাওয়া পথনির্দেশের সঙ্গে পরিচিত হয়, তাদের

পরিকল্পনাগুলোর অগ্রগতি নিয়ে বিবেচনা করে, ধর্মের প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের পরামর্শগুলো নিবেদন করে। ঊনিশ দিবসীয় ভোজানুষ্ঠানের সময় আলোচনাগুলো অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, কারণ এর উপায়ের মাধ্যমে, প্রত্যেক ব্যক্তিবিশেষ বিশ্বব্যাপী বাহা'ই সমাজের বিষয়গুলোতে অংশ নিতে সক্ষম হয়।

- ভোজানুষ্ঠানের সামাজিক অংশ, অন্তরঙ্গতা এবং আতিথেয়তার কাল। সংগীত বাজানো হয়, প্রেরণামূলক কথোপকথন চর্চিত হয় এবং শিশুদের উপস্থাপনাসমূহ থাকে। সংক্ষেপে, সংস্কৃতির সযত্নে বাছাই করা অভিব্যক্তিসমূহ, যা শালিনতাপূর্ণ, আনন্দপূর্ণ ভোজানুষ্ঠানের এই অংশকে সমৃদ্ধ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

- ঊনিশ দিবসীয় ভোজানুষ্ঠান ধর্মের প্রশাসনিক বিন্যাসের একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। এটি একসঙ্গে সমাজ জীবনের ভক্তিমূলক, প্রশাসনিক এবং সামাজিক অভিব্যক্তি নিয়ে হাজির হয়। সব অভিব্যক্তিগুলোতে গুরুত্ব দিতে হবে, কারণ ভোজানুষ্ঠানের সফলতা এই তিনটি উপকরণের ভারসাম্যতার উপর নির্ভর করে। ১৯৮৯ সালের আগস্ট মাসে লেখা একটি বার্তায়, সার্বজনীন ন্যায় বিচারালয় উল্লেখ করেছেন:

"বাহা'উল্লাহর বিশ্ব ব্যবস্থা মানব সমাজের সকল শাখাকে বেষ্টন করে আছে, সংঘবদ্ধ করেছে এর জীবনযাত্রার আধ্যাত্মিক, প্রশাসনিক এবং সামাজিক প্রক্রিয়াসমূহকেও যা মানবের অভিব্যক্তিকে বিভিন্নরূপে এক নতুন সভ্যতা নির্মাণের দিকে চালিত করে। ঊনিশ দিবসীয় ভোজানুষ্ঠান এ সমস্ত দিকগুলোকে সমাজের ভিত্তিস্তরে অন্তর্ভুক্ত করে। গ্রাম, শহর ও নগরে ক্রিয়াশীল এটি এমনই একটি প্রতিষ্ঠান, প্রতিটি বাহা'ই বন্ধুই যার সদস্য। একতা বর্ধিত করা, অগ্রগতিকে সুনিশ্চিত করা এবং আনন্দ বৃদ্ধি করাই ইহার উদ্দেশ্য।"[২৮]

- ঊনিশ দিবসীয় ভোজানুষ্ঠানের মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান তাড়াহুড়ো করে করা সম্ভব নয়। প্রার্থনা এবং অনুচিন্তনের মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যক্তিকে অবশ্যই আধ্যাত্মিকভাবে নিজেকে ভোজানুষ্ঠানের জন্য তৈরি করতে হবে, অনুষ্ঠানের সময় সবাইকে হৃদয় এবং মন দিয়ে অংশগ্রহণ করতে হবে, যে কোনো অবস্থাতেই, ভক্তিমূলক লেখা পড়বার সময় অথবা উদ্ধৃতিগুলোর আবৃত্তি, প্রতিবেদনগুলো পেশ করা, পথনির্দেশিকা লাভ করা অথবা পরামর্শসমূহ জানানো, যে কাজই হোক না কেন; নিমন্ত্রণকর্তার ভূমিকা অথবা সাধারণভাবে আনন্দের সঙ্গে এবং দীপ্তিতে তার আতিথেয়তা গ্রহণ করা হোক না কেন। সার্বজনীন ন্যায় বিচারালয় ঊনিশ দিবসীয় ভোজানুষ্ঠানের উপর লেখা একই চিঠিতে উল্লেখ করেন:

"ভোজানুষ্ঠান আয়োজনের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর মধ্যে পড়ে যথাযথভাবে পবিত্র বাণীগুলোর নির্বাচন, ভালো পাঠককের উপর আগে থেকে দায়িত্ব অর্পণ এবং আধ্যাত্মিক পর্বটির উপস্থাপনা ও অভ্যর্থনা উভয় ব্যাপারে শালিনতাপূর্ণ আচরণ। ঊনিশ দিবসীয় ভোজানুষ্ঠান ঘরে বা বাইরে যেখানেই অনুষ্ঠিত হয় সেই পরিবেশের উপর মনোযোগলব্ধ অভিজ্ঞতার মনোভাবকে বৃহৎভাবে প্রভাবিত করে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বাস্তবসম্মত এবং শোভাপ্রদভাবে জায়গায় ব্যবস্থাপনা করা, এ সবই এক মহত্ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সময়ানুবর্তিতাও সুন্দর ব্যবস্থাপনার একটি পরিমাপ।

"ভোজানুষ্ঠানের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে এর ব্যবস্থাপনার উৎকর্ষ এবং ব্যক্তিগত অংশগ্রহণের উপর। প্রিয়তম মাস্টার এই উপদেশটি দিয়েছেন: "ঊনিশ দিবসীয় ভোজানুষ্ঠানগুলোর প্রতি তোমরা অতিশয় গুরুত্ব দিও যাতে এই উপলক্ষ্যগুলোতে ঈশ্বরের প্রেমিকজন এবং দয়ালু ঈশ্বরের সেবিকাগণ স্বর্গরাজ্যের প্রতি মুখ ফিরিয়ে মধুর সুরে প্রার্থনা করতে পারে। ঈশ্বরের সাহায্য ভিক্ষা করতে পারে, আনন্দিতভাবে একে অপরের অনুরক্ত হয় এবং শুদ্ধতা ও পবিত্রতায়, ঈশ্বর ভয়ে স্বার্থ ও আবেগের প্রতিরোধে বিকশিত হয়ে উঠে। এরূপে তারা এই পার্থিব জগৎ হতে নিজেরাই নিজেদের পৃথক করে নেবে এবং নিজেদেরকে চেতনার আবেগে মগ্ন করবে।"[২৯]

বরাবরের মতোই, আপনার উচিত উপরের ধারণাগুলো বেশ কয়েকবার পড়ে নেওয়া এবং আপনার দলে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা, যাতে আপনি সেগুলো সহজে বলা শিখতে পারেন। নিম্নলিখিত অনুশীলনগুলো আপনাকে উনিশ দিবসীয় ভোজানুষ্ঠানের তাৎপর্য সম্পর্কে আরও গভীর অন্তর্দৃষ্টি লাভে সহায়তা করবে:

১। বাহাউল্লাহ আমাদের কী আশ্বাস দেন যে, প্রভুর প্রশংসা ও মহিমা কীর্তন করার জন্য আমরা যেখানে একত্রিত হই, সেই প্রতিটি বাসস্থানের বৈশিষ্ট্য কেমন হবে? ____________________

____

২। উপরের দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে, বাহাউল্লাহ আমাদের বলেন যে, যখন আমরা সভাগুলোতে একত্রিত হই, তখন আমাদের উচিত ____________ ও ____________ কথা বলা উচিত, এবং ____________পাঠ করা; কারণ ঈশ্বরের বাণীই ভালোবাসার আগুনকে ____________ এবং ____________ রাখে।

৩। উপরের তৃতীয় উদ্ধৃতিতে, আব্দুল-বাহা আমাদের সমাবেশগুলো করতে বলেছেন এবং স্বর্গীয় উপদেশসমূহ আবৃত্তি এবং প্রার্থনা করার উপদেশ দেন যেন,

- যে নগরে আমরা বাস করি তা হয়তো ____________।
- যে দেশে আমরা বাস করি তা হয়তো ____________ হতে পারে। কারণ এ যুগচক্র ____________ একত্ব এবং বিশ্ব মানবতার ____________ পৌঁছাবে।

৪। বাহা'ই ক্যালেণ্ডারে কতগুলো মাস আছে? ____________।

৫। প্রতি মাসে কত দিন আছে? ____________।

৬। প্রতি মাসে একবার বাহা'ইদের মধ্যে কি ধরণের বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়? ____________

____

৭। ঊনিশ দিবসীয় ভোজানুষ্ঠানের তিনটি অংশ কী কী? ____________________

____

____

৮। ঊনিশ দিবসীয় ভোজানুষ্ঠানের অংশগুলো কি নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে পালন করা হয়? ____________

৯। ভোজানুষ্ঠানের ভক্তিমুলক অংশের উদ্দেশ্য কী? ____________________

____

____

____

____

১০। ভোজানুষ্ঠানের প্রশাসনিক অংশের উদ্দেশ্য কী? ? ____________________

____

____

১১। ভোজানুষ্ঠানের সামাজিক অংশের উদ্দেশ্য কী? ______________________________

১২। ভোজানুষ্ঠানের প্রশাসনিক অংশের সময়ে আলোচনা করতে নিচের কোন বিষয়গুলো যথোপযুক্ত হবে?

____ সামাজিক উদ্যোগে আর্থিক চাহিদাগুলো নিয়ে

____ জাতীয় ফুটবল দলের ফলাফল নিয়ে

____ সমাজের দুইজন সদস্যের মধ্যে অনৈক্য কীভাবে সমাধান করা যাবে সেটা নিয়ে

____ সমাজের বাহা'ই শিশু শিক্ষা ক্লাসের অগ্রগতি নিয়ে

____ সমাজের একজন সপ্তাহের শুরুতে ধর্মগ্রন্থের যে অংশটি পাঠ করেছিল তার অর্থ নিয়ে

____ সমাজের জুনিয়র ইয়ুথদের জুনিয়র ইয়ুথ প্রোগ্রামের তৎপরতা নিয়ে

____ তরুণদের জন্য স্থানীয় চাকুরীর সুযোগ তৈরি করা নিয়ে

____ যেসব জুনিয়র ইয়ুথ গ্রুপগুলোর প্রকল্পগুলো জটিল হয়ে পড়েছে তাদের জন্য সমাজের উৎসাহের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে

____ ইন্সটিটিউট কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষামূলক কর্মসূচিগুলোতে শিশুদের এবং জুনিয়র ইয়ুথদের বাবা মায়েদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা প্রসঙ্গে

____ সমাজের ভক্তিমূলক নৈতিক মনোভাবকে দৃঢ় করা নিয়ে

____ টেলিভিশনে প্রচার হওয়া শো-গুলোর সুচী নিয়ে

____ স্টাডি সার্কেলগুলোতে একটি আনন্দময় এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ পরিবেশকে উৎসাহ দিয়ে যে অন্তর্দৃষ্টিসমূহ অর্জিত হয়েছে তা নিয়ে

____ আসন্ন পবিত্র দিন উদযাপনের উদ্যোগ নিয়ে

____ সম্প্রাদায় গঠন প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভুত সামাজিক কর্মকান্ডের উদ্যোগ নিয়ে

১৩। আপনাদের দলের সাথে নিচের প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করুন। কেন ভোজানুষ্ঠানের তিনটি অংশের মধ্যে ভারসাম্যতা এতো গুরুত্বপূর্ণ?

১৪। এখন নিচের প্রশ্ন দুটি নিয়ে আলোচনা কর:

(ক) ভোজানুষ্ঠানের অতিথি সেবক হিসেবে এর আয়োজন করতে তুমি কীভাবে তৈরি হবে?

(খ) কেবল একজন অংশগ্রহণকারী হিসেবে ভোজানুষ্ঠানের জন্য তুমি কীভাবে নিজেকে তৈরি করবে?

পরিচ্ছেদ ১৩

ধর্মবিশ্বাস নিয়ে আলোচনায় যে দ্বিতীয় প্রশ্নটি প্রায়শই ওঠে তা হলো, বাহা'ই সম্প্রদায় কীভাবে তাদের আর্থিক চাহিদাগুলো মেটায়। এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতে আপনাকে সাহায্য করতে পারে এমন কয়েকটি বিষয় নিচে দেওয়া হলো:

- বাহাই সম্প্রদায় তাদের জাগতিক চাহিদা মেটানোর জন্য যে মাধ্যমটি ব্যবহার করে তা হলো বাহা'ই তহবিল। এটি বিভিন্ন স্তরে ধর্মের প্রতিষ্ঠানগুলো দ্বারা পরিচালিত হয়: স্থানীয়, জাতীয়, মহাদেশীয় এবং আন্তর্জাতিক। বাহা'ইরা বিশ্বাস করে যে তাদের ধর্ম প্রচারের প্রচেষ্টার ব্যয়ভার তাদের নিজেদেরই বহন করা উচিত, এবং তাই এই তহবিলে শুধুমাত্র সম্প্রদায়ের সদস্যদের কাছ থেকেই দান গৃহীত হয়।

- তহবিলে দান করা একটি স্বেচ্ছামূলক কাজ। এটি এই অর্থে গোপনীয় যে এটি ব্যক্তি এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যকার একটি বিষয়; দাতাদের নাম এবং প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ ঘোষণা করা হয় না। সম্প্রদায়ের সদস্যদের উপর দান করার জন্য কোনো চাপ দেওয়া হয় না। প্রতিষ্ঠানগুলো সম্প্রদায়ের কাছে সাধারণ আবেদন জানায়, তহবিলের গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দেয় এবং এর প্রয়োজনীয়তাগুলো উল্লেখ করে। প্রায়শই, কোনো সম্প্রদায় নিজের জন্য একটি অনুদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। কিন্তু ব্যক্তিদের জন্য অর্থের পরিমাণ কখনোই নির্দিষ্ট করা হয় না এবং অর্থ চাওয়া হয় না। সংশ্লিষ্ট নীতিগুলো সম্পর্কে তার নিজস্ব উপলব্ধি অনুযায়ী, কতটুকু অবদান রাখবেন, সেই সিদ্ধান্ত প্রত্যেক ব্যক্তির উপরই ছেড়ে দেওয়া হয়।

- আমরা যে সভ্যতা গড়তে চাইছি, তা হবে বস্তুগত ও আধ্যাত্মিকভাবে সমৃদ্ধ। সম্পদ কেবল তখনই গ্রহণযোগ্য, যখন কিছু শর্ত পূরণ হয়। আমাদের উচিত সৎ কাজের মাধ্যমে তা অর্জন করা। আমাদের উচিত মানবজাতির কল্যাণে তা ব্যয় করা। এবং সমগ্র সম্প্রদায়ের উন্নতি হওয়া উচিত; এটা গ্রহণযোগ্য নয় যে, মুষ্টিমেয় কিছু লোক অত্যন্ত ধনী হবে, অথচ অধিকাংশ মানুষ জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতেও অভাবগ্রস্ত থাকবে। বাহা'উল্লাহ আমাদের বলেন:

  "মানবের মধ্যে তারাই শ্রেষ্ঠ, যারা কোনো একটি ব্যবসায়ের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে এবং বিশ্বজগতের প্রভু ঈশ্বরের প্রেমের জন্য তারা নিজেদের ও জ্ঞাতিবর্গের ভরণপোষণে ব্যয় করে থাকে।"[৩০]

  "..... তোমরাই আমার বাগানের বৃক্ষরাজি; তোমাদের সতেজ ও সুন্দর ফল প্রদান করতে হবে, যেন তা হতে তোমরা নিজেরা এবং অপরেরা লাভবান হতে পার। এজন্য তোমাদের সকলের পক্ষে শিল্পকার্য ও ব্যবসায়ে নিয়োজিত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। হে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন লোকগণ!"[৩১]

  আব্দুল-বাহা ব্যাখ্যা করেছেন:

  "সম্পদ সর্বাধিক প্রশংসনীয়, যদি সমগ্র জনগণ সম্পদশালী হয়। তা সত্ত্বেও যদি কয়েকজন অপরিমিত সম্পদের অধিকারী হয়, যখন অন্যান্যরা দারিদ্রগ্রস্ত থাকে এবং এই সম্পদ থেকে কোনো ফল বা উপকার না পাওয়া যায়, তখন তার দায় একমাত্র এর মালিকের।"[৩২]

- অবিচার ও দুঃখমুক্ত একটি সমাজ গড়তে হলে আমাদের সকলকে উদার ও দানশীল হতে হবে। আমাদের আর্থিক সংস্থান স্বল্প হলেও মানবজাতির অগ্রগতির জন্য আমাদের কিছু অবদান রাখা উচিত, কারণ প্রকৃত সমৃদ্ধি কেবল দানের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। উদারতা মানব আত্মার একটি গুণ; এর সাথে আমাদের বস্তুগত অবস্থার কোনো সম্পর্ক নেই। বাহা'উল্লাহ 'নিহিত বাক্যাবলি'তে বলেছেন:

  "দান করা এবং উদার হওয়া আমারই গুণাবলি, মঙ্গল তাহার'ই যে নিজেকে আমার গুণাবলি দ্বারা সজ্জিত করে।"[৩৩]

- আমাদের মনে রাখা উচিত যে, আমাদের সকল সম্পদের প্রকৃত উৎস হলো পরম দাতা ঈশ্বর। তিনি আমাদের বেঁচে থাকার উপায়গুলো প্রদান করেন, তিনি আমাদের উন্নতি করার জন্য সবকিছু সম্ভব করেন এবং যখন আমরা তহবিলে দান

করি, তখন আমরা তাঁর ধর্মের জন্য ব্যয় করি, যা তিনি আমাদের দিয়েছেন। সুতরাং বাহা'ইদের জন্য তহবিলে দান করা শুধু উদারতার বিষয় নয়, এটি একটি আধ্যাত্মিক বদান্যতা এবং মহান ব্যক্তিগত দায়িত্বও বটে। অভিভাবক আমাদের পরামর্শ দিয়েছেন:

"আমাদিগকে অবশ্যই সেই ঝর্ণা বা ফোয়ারার মতো হতে হবে যা অব্যাহতভাবে নিজেকে তার সবটুকু উজাড় করে দিতে থাকে এবং একটি অদৃশ্য উৎস থেকে নিজেকে পূর্ণ করতে থাকে। দারিদ্রতার ভয়ে ভীত না হয়ে আমাদের সহচরদের মঙ্গলের জন্য এবং সকল সম্পদ ও সকল মঙ্গলের উৎসের অব্যর্থ আশীর্বাদের উপর নির্ভরশীল থেকে অব্যাহতভাবে দানশীল হওয়া ... এটিই প্রকৃত জীবনযাপনের গোপন রহস্য।"[৩৪]

এই অনুক্রমের পরবর্তী একটি কোর্সে, যেখানে বস্তুগত উপায়ের বিষয়টি আলোচনা করা হবে, আপনি এখানকার কিছু ধারণা আরও গভীরভাবে সেখানে বিবেচনা করার সুযোগ পাবেন। আপাতত, বরাবরের মতোই, আপনাকে উপরের বিষয়বস্তুগুলো এক এক করে আলোচনা করতে এবং নিম্নলিখিত অনুশীলনগুলো সম্পন্ন করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে, যাতে আপনি ধারণাগুলো স্বাভাবিকভাবে ও সহজে প্রকাশ করা শিখতে পারেন:

১। উদ্ধৃতিগুলোর ভিত্তিতে, নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর:

(ক) বাহাউল্লাহ আমাদের বলেন যে, আমাদের সবাইকে একটি ________________ নির্বাহ করা উচিত এবং তা ________ ও ________ ভরণপোষণে ব্যয় করা উচিত।

(খ) আমাদের এমন ফল উৎপন্ন করা উচিত, যেন তা থেকে আমরা ________ এবং ________ লাভবান হতে পারে।

(গ) আমাদের সকলের পক্ষে ________ও ________ নিযুক্ত হওয়া ________।

(ঘ) আব্দুল-বাহা ব্যাখ্যা করেছেন যে সম্পদ ________ যদি সমগ্র ________ সম্পদশালী হয়।

(ঙ) তা সত্ত্বেও যদি ________ অপরিমিত ________ হয় যখন ________ দারিদ্রগ্রস্থ ________ থাকে, এবং সেই ________ থেকে কোনো ________বা ________ না পাওয়া যায়, তখন তার দায় একমাত্র ________।

(চ) বাহা'উল্লাহ বলেছেন যে, "________ এবং ________ হওয়া আমার'ই গুণাবলী, মঙ্গল তার'ই যে নিজেকে ________________ সজ্জিত করে।

(ছ) অভিভাবক আমাদের পরামর্শ দিয়েছেন যে, আমাদের ________ বা ________ মতো হতে হবে, যা ________ তার সবটুকু ________ দিতে থাকে এবং একটি অদৃশ্য ________ নিজেকে পূর্ণ করতে থাকে।

(জ) দারিদ্রতার ভয়ে ________ আমাদের সহচরদের ________ এবং সকল ________________ উৎসের অব্যর্থ আশির্বাদের উপর ________ থেকে ________ দানশীল হওয়া... এটিই প্রকৃত জীবন যাপনের ________ রহস্য।

২। উপরের উপস্থাপনাকে অনুসরণ করে বিষয়বস্তুগুলোর বিন্যাসটি নিচে সাজিয়ে লিখ।

পরিচ্ছেদ ১৪

একটি কর্মচঞ্চল গ্রাম বা পাড়ায় কী ধরনের কথোপকথন হতে পারে, সে সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি লাভের জন্য আমরা আলেজান্দ্রা নামের এক তরুণী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীর প্রচেষ্টাকে অনুসরণ করেছি। কয়েক সপ্তাহ ধরে চলা ধারাবাহিক সাক্ষাতের মাধ্যমে তিনি মিঃ ও মিসেসঃ সানচেজের সাথে বেশ কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, যা তার আশা অনুযায়ী, ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে তাদের জ্ঞানকে আরও গভীর করতে এবং তাদের গৃহীত শিক্ষার প্রতি অঙ্গীকারকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে। অবশেষে, সানচেজ দম্পতির নাতনি বিয়াট্রিসের আগমন আমাদের অন্য এক ধরনের কথোপকথন পরীক্ষা করার সুযোগ করে দেয়—এই কথোপকথনটি ছিল দুই তরুণ-তরুণীর মধ্যে, যারা উভয়েই তাদের সম্প্রদায়ের সেবা কীভাবে করতে পারে তা শিখতে আগ্রহী। এই বিবরণটি পর্যালোচনা করতে গিয়ে এবং অনুশীলনগুলো সম্পন্ন করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে, প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলোর ক্রমবর্ধমান জ্ঞানের পাশাপাশি, আমরা এখানে যে কথোপকথনগুলো বিবেচনা করছি তা টিকিয়ে রাখার জন্য নির্দিষ্ট কিছু আধ্যাত্মিক গুণাবলী, মনোভাব এবং দক্ষতার প্রয়োজন হয়।

ইউনিটের এই এবং পরবর্তী অংশে আমরা ভিন্ন ধরনের বিষয়বস্তু অন্বেষণ করব—অর্থাৎ, সেইসব বিষয় যা সাধারণত ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী তরুণ-তরুণীদের পরিবারে পরিদর্শনের সময় আলোচনার জন্য উঠে আসে। যেমনটা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, শিশুদের ক্লাস নেওয়া এবং একজন এনিমেটর হিসেবে একটি জুনিয়র ইয়ুথ গ্রুপকে পরিচালনা করা হলো এমন সেবামূলক কাজ যা পরবর্তী কোর্সগুলোতে, যথাক্রমে ৩ এবং ৫ নম্বর বইতে আলোচিত হবে। আপনি এই দুটি কার্যক্রমের সাথে পরিচিত হতেও পারেন বা নাও হতে পারেন, তা নির্ভর করে আপনি নিজে অল্প বয়সে সেগুলিতে অংশ নিয়েছিলেন কিনা তার উপর।

আসুন, প্রথমে আমরা সেই বিষয়বস্তুগুলো দেখি যা প্রায়শই জুনিয়র ইয়ুথদের পরিবারের সাথে চলমান কথোপকথনের ভিত্তি তৈরি করে। আমরা কল্পনা করব যে আমাদের গল্পটি ছেড়ে আসার পর কিছুটা সময় কেটে গেছে এবং বিয়াট্রিস এখন দ্বিতীয় বইটি পড়ছে। আলেজান্দ্রা তার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করে যে, সে তার সাথে যেতে চায় কিনা যখন সে এমন কয়েকজন জুনিয়র ইয়ুথের পরিবারের সাথে দেখা করতে যাবে যারা তার সহায়তায় একটি গ্রুপ গঠন করতে চলেছে। সে সানন্দে রাজি হয়।

আলেজান্দ্রা বিয়াট্রিসকে তার পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করে। সে তাকে জানায়, "আমরা প্রতিটি সাক্ষাৎ শুরু করব অভিভাবকদেরকে সেই কর্মসূচির সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে, যেটিতে তাদের ছেলে বা মেয়ে যোগ দিতে আগ্রহ দেখিয়েছে এবং এটা উল্লেখ করে যে, এটি পাড়ায় এগিয়ে চলা সম্প্রদায়-গঠন প্রক্রিয়ার একটি অংশ। এরপর আমরা তাদের সাথে এই কর্মসূচির মূল কিছু ধারণা ও ভাবনা নিয়ে আলোচনা করব। এটি হবে ধারাবাহিক সাক্ষাৎগুলোর মধ্যে প্রথমটি, এবং আমাদের আশা এই যে, সময়ের সাথে সাথে আলোচনা যত এগোবে, পরিবারটি শুধু বিভিন্ন উপায়ে দলটিকে সক্রিয়ভাবে সমর্থনই করবে না, বরং সম্প্রদায়ের জুনিয়র ইয়ুথদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতায়নের এনিমেটরও হয়ে উঠবে।"

আলেজান্দ্রা এবং বিয়াট্রিস প্রতিটি পরিবারের সাথে উত্থাপন করার জন্য কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যান। তারা যে ধারণাগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন, সেগুলো লিখে রাখার সিদ্ধান্ত নেন, কারণ তারা জানতেন যে প্রথম সাক্ষাতে তারা মাত্র কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন এবং বাকিগুলো পরবর্তী কথোপকথনে তুলে ধরবেন। কিশোর-কিশোরীদের সম্ভাবনা সম্পর্কে তারা যে বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন, সেগুলো হলো:

- একজন ব্যক্তির জীবনে, ১২ থেকে ১৫ বছরের মধ্যেকার তিন বছর গুরুত্বপূর্ণ সময়-শৈশব থেকে পরিপক্কতার দিকে উত্তরণের পর্যায়।

- আমরা প্রায়ই এই বয়সের কাউকে "জুনিয়র ইয়ুথ" হিসেবে উল্লেখ করি। তারা আর শিশু থাকে না কিন্তু এখনও যৌবনের পূর্ণতায় পৌঁছায়নি।

- দূর্ভাগ্যবশ্যতঃ এখনও জুনিয়র ইয়ুথদের আবেগপ্রবণ, বিদ্রোহী, আত্ম-নিমগ্ন এবং ক্রমাগত সংকট প্রবণ হিসেবে একটি ভ্রান্ত অথচ বহুল প্রচারিত চিত্র রয়েছে। যাই হোক না কেন, আমরা তাদের অন্য দৃষ্টিকোণে দেখি। এটি ঠিক যে, জীবনের এই সংক্ষিপ্তকালে, আমরা সকলে শারীরিকভাবে, আবেগজনিতভাবে এবং মানসিকভাবে দ্রুত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাই। এবং এটাও সত্য যে, এর ফলে আমরা প্রতিবাদী ভাব দেখতে পারি। কিন্তু বাস্তবে, এটি বিপুল সম্ভাবনা ও প্রতিশ্রুতির একটি বয়স।

- কিছুদিন আগে আমরা নিজেরাও জুনিয়র ইয়ুথ ছিলাম এবং আমাদের মনে আছে যে, এই পরিবর্তনগুলো কীভাবে আমাদের প্রভাবিত করেছিল। কখনও কখনও আমরা সাহসী ছিলাম এবং আবার কোনো সময়ে ভীত। কোনো সময়ে আমরা সামাজিক ছিলাম এবং অন্য সময়ে লাজুক। আমরা প্রায়ই একা থাকার বাসনা প্রকাশ করতাম, অথচ আশা করতাম মনোযোগ পাবো। আমরা বুঝতে চেষ্টা করেছি কোন কোন বিষয়গুলোতে আমরা পারদর্শী এবং আমাদের কি কি প্রতিভা ও দক্ষতা রয়েছে। কীভাবে অন্য মানুষরা আমাদের দেখছে এবং আমাদের ধারণাগুলো সম্পর্কে কি চিন্তা করছে?

- যা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো, এই ধরনের আচরণ কেবলই সাময়িক। একজন মানুষের জীবনে এই সময়েই মনের বিশেষ কিছু ক্ষমতা দ্রুত বিকশিত হয়। আমরা আমাদের অস্তিত্বের মৌলিক প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে আরম্ভ করি। আমরা আমাদের চারদিকে যা ঘটছে তা বিশ্লেষণ করি এবং যা আমাদের শেখানো হয়েছে সে বিষয়ে অনেক প্রশ্ন করি। আগেকার মতো অবধারিতভাবে অনুসরণ করার আগ্রহের অভাব দেখা যাচ্ছে, যা বড়রা আমাদের করতে বলেন, বিশেষত যখন আমাদের মধ্যে তাদের কথা এবং কাজের মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা রয়েছে।

- তরুণদের উদীয়মান শক্তিকে ফলপ্রসূভাবে প্রয়োগ করতে সহায়তা করতে চাইলে তাদের সাথে শিশুর মতো আচরণ করা পরিহার করতে হবে। এখানে আব্দুল-বাহা যে ভাবে এই সময়কে বর্ণনা করেছেন:

"কিছু সময়ের পর, সে যুব অবস্থায় প্রবেশ করে, যেখানে তার আগের অবস্থা ও প্রয়োজনসমূহ নতুন প্রয়োজনীয়তার দ্বারা স্থলাভিষিক্ত হয়, যা তার অবস্থানের অগ্রগমনের জন্য প্রয়োজন। তার অর্জন করার দক্ষতাগুলো প্রশস্ত এবং গভীর হয়; তার বুদ্ধিমান সামর্থ্যগুলো প্রশিক্ষিত এবং জাগরিত হয়; শিশুকালের সীমাবদ্ধতা এবং পরিবেশ তার উদ্যম ও অর্জিত হওয়া গুণাবলিকে আর থামাতে পারে না।"[৩৫]

- বাহা'ই ধর্মের পরিচালনা সংস্থা, সার্বজনীন ন্যায় বিচারালয় জুনিয়র ইয়ুথদের সাথে কাজ করার ক্ষেত্রে আমাদের গৃহীত পদ্ধতি সম্পর্কে এই কথা বলে:

"যখন এই বয়সের গ্রুপের গতিমুখগুলোর একটি ছবি তুলে ধরে সংশয়াত্মক হিসেবে, বিশৃঙ্খল দৈহিক এবং আবেগময় পরিবর্তনের সংবেদনহীন এবং স্বনিঃশেষিত তীব্র যন্ত্রণায় যা হারিয়ে গেছে। জুনিয়র ইয়ুথদের মধ্যে পরার্থবাদের অভাব দেখে বাহা'ই সমাজের বিপরীতমুখী পরিভাষা এবং দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ গ্রহণ করেছে, যেখানে রয়েছে ন্যায়ের তীব্র বোধ, বিশ্বজগৎ সম্পর্কে জানার আগ্রহ এবং একটি সুন্দর পৃথিবী গড়ার বাসনা।"[৩৬]

আলেজান্দ্রা এবং বিয়াট্রিস এরপর স্বয়ং তাদের দৃষ্টি জুনিয়র ইয়ুথদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচির প্রতি নিবদ্ধ করে এবং কতিপয় বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করে:

- ১২ থেকে ১৫ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীরা এমন একটি গ্রুপের অংশ হতে চায়, যাদের সাথে তারা নিজেদের ভাবনা ভাগ করে নিতে, বিভিন্ন প্রকল্পে একসাথে কাজ করতে, খেলাধুলা ইত্যাদি করতে পারে। এই কারণে, কার্যক্রমটি "জুনিয়র ইয়ুথ গ্রুপ" নামক একটি ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপ একজন "অ্যানিমেটর" কর্তৃক পরিচালিত হয়, যিনি প্রায়শই তাদের চেয়ে একটু বড় একজন তরুণ এবং সদস্যদের প্রকৃত বন্ধু হিসেবে তাদের সক্ষমতা বিকাশে সহায়তা করেন।
- গ্রুপগুলো নিয়মিত মিলিত হয়। তাদের এই বৈঠকগুলোতে, জুনিয়র ইয়ুথরা বিভিন্ন ধারণা অন্বেষণ করতে এবং কোনো রকম সমালোচনা বা উপহাসের ভয় ছাড়াই নিজেদের ভাবনা প্রকাশ করতে শেখে। তাদের শুনতে, বলতে, ভাবতে, বিশ্লেষণ করতে, সিদ্ধান্ত নিতে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করতে উৎসাহিত করা হয়।
- আমরা এমন এক সময়ে বাস করছি যখন অনেক নেতিবাচক শক্তি জুনিয়র ইয়ুথদের চিন্তা ও আচরণের উপর প্রভাব ফেলে। অ্যানিমেটররা তাদের এই শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করেন—শুধু সমাজের নৈতিক অবক্ষয় থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্যই নয়, বরং বিশ্বের উন্নতির জন্য কাজ করতেও সাহায্য করে।
- এই কর্মসূচিটি মানবাত্মার অন্তর্নিহিত শক্তিগুলোকে লালন করতে চায়, যে শক্তিগুলো কৈশোরের শুরুতে ক্রমশ বৃহত্তর মাত্রায় প্রকাশিত হতে শুরু করে। বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হলো চিন্তা ও প্রকাশের ক্ষমতা। তরুণদের অবশ্যই বিশ্ব সম্পর্কে গভীর ধারণা প্রকাশ করার জন্য এবং তারা কীভাবে এর পরিবর্তন দেখতে চায় তা স্পষ্টভাবে বলার জন্য প্রয়োজনীয় ভাষা তৈরি করতে হবে।
- জুনিয়র ইয়ুথরা একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ জীবনের জন্য মৌলিক ধারণাগুলোর অর্থ নিয়ে ভাবতে আগ্রহী। সুখ, আশা এবং শ্রেষ্ঠত্ব যার কয়েকটি উদাহরণ। দুর্ভাগ্যবশত, মানুষ এই ধারণাগুলো নিয়ে অগভীরভাবে কথা বলতে অভ্যস্ত। এই ধরনের ধারণাগুলো গভীরভাবে বোঝা এবং দৈনন্দিন জীবনে এগুলো কীভাবে প্রকাশিত হয় তা উপলব্ধি করা, তরুণ মনকে একটি শক্তিশালী নৈতিক কাঠামো তৈরি করতে এবং সমাজের নেতিবাচক শক্তিগুলোকে প্রতিহত করতে সহায়তা করতে পারে।
- বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের জন্য ধারণাগুলো বোঝা অপরিহার্য। জুনিয়র ইয়ুথরা কখনও কখনও স্কুলে সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে কারণ তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রচুর তথ্য শেখার প্রত্যাশা করা হয়, কিন্তু অন্তর্নিহিত ধারণাগুলো বোঝার জন্য পর্যাপ্ত সাহায্য দেওয়া হয় না। এই কার্যক্রমটি তাদেরকে নৈতিক, গাণিতিক, বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের ধারণা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে উৎসাহিত করে এবং এর ফলে বিদ্যালয়ে তাদের কর্মক্ষমতা অনিবার্যভাবে উন্নত হয়।

- জুনিয়র ইয়ুথদের মধ্যে সবকিছুকে বোঝার এক প্রবল আকাংখা থাকে। তাদের চারপাশে যা ঘটছে, তার কারণগুলো তারা অনুধাবন করতে চায়। সফল হতে হলে, তাদের কেবল শারীরিক চোখ দিয়েই নয়, বরং আধ্যাত্মিক চোখ দিয়েও দেখতে সক্ষম হতে হবে। সুতরাং, এই কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হলো আধ্যাত্মিক উপলব্ধির বিকাশ: অর্থাৎ, সম্মুখীন হওয়া বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আধ্যাত্মিক শক্তিকে চেনা এবং আধ্যাত্মিক নীতি শনাক্ত করার ক্ষমতা অর্জন করা।

- এই কর্মসূচিটি তার বিভিন্ন লক্ষ্য—নৈতিকতার বিকাশ, আধ্যাত্মিক উপলব্ধি এবং ভাব প্রকাশের ক্ষমতা—একগুচ্ছ পাঠ্যের সাহায্যে অর্জন করে। এই পাঠ্যগুলো বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের জুনিয়র ইয়ুথদের জীবন নিয়ে লেখা সহজ-সরল গল্প দিয়ে গঠিত। এই পাঠ্যগুলো একসাথে পড়া, এর বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা এবং প্রয়োজনীয় অনুশীলনগুলো সম্পন্ন করার পাশাপাশি, জুনিয়র ইয়ুথরা খেলাধুলায় অংশ নেয় এবং চারু ও কারুকলা সম্পর্কে শেখে।

- এনিমেটর এর সহায়তায়, গ্রুপগুলো বিভিন্ন সেবামূলক প্রকল্পের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করে, যা এই কর্মসূচির একটি প্রধান অংশ। এই প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে জুনিয়র ইয়ুথরা সমাজ ও তার প্রয়োজন সম্পর্কে ভাবতে, পরামর্শ করতে এবং নিজেদের মধ্যে ও সমাজের অন্যদের সাথে সহযোগিতা করতে শেখে।

- পাঠগুলিতে আলোচিত বিষয়গুলি বৈচিত্র্যময়; প্রতিটিই জুনিয়র ইয়ুথদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতায়নের জন্য অপরিহার্য একটি মূলভাবের উপর আলোকপাত করে। উদাহরণস্বরূপ, প্রথম পাঠে "নিশ্চয়তা" নামক মূলভাবটি আলোচনা করা হয়েছে—যে মহৎ লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের প্রচেষ্টাকে ঈশ্বর সমর্থন করেন। আরেকটি পাঠ "আশা" বিষয়ক—কীভাবে কঠিনতম সময়েও আমাদের ভবিষ্যতের দিকে আশা নিয়ে তাকাতে হবে। আরেকটি পাঠে "শ্রেষ্ঠত্ব" ধারণাটি বিশ্লেষণ করেছে। একটি গল্পের মূলভাব হলো "আনন্দ", আবার অন্য একটিতে "শব্দের শক্তি" নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যে পাঠগুলিতে গাণিতিক ধারণা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তার মধ্যে একটিতে সুশৃঙ্খল মনের অভ্যাসগুলোকে অন্বেষণ করা হয়েছে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, একটি পাঠ রয়েছে যা নিজের স্বাস্থ্যের—শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক—যত্ন নেওয়ার উপর আলোকপাত করে। এবং এরকম আরও প্রায় এক ডজন পাঠ রয়েছে যা জুনিয়র ইয়ুথরা তিন বছর ধরে অধ্যয়ন করে।

আলেজান্দ্রা এবং বিয়াট্রিস কয়েকটি লেখা সাথে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে, যদি অভিভাবকরা সেগুলো একবার চোখ বুলিয়ে নিতে চান। যদি লেখাগুলোর সাথে আপনার তেমন পরিচয় না থাকে, তবে কিছু সময় নিয়ে যত বেশি সম্ভব গল্প পড়ে নিলে তা আপনার জন্য সহায়ক হতে পারে—এটি আপনাকে সম্প্রদায়ের মধ্যে চলমান বিভিন্ন আলোচনা আরও ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করবে। এরই মধ্যে, আপনাকে আপনার অধ্যয়ন গ্রুপের অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের সাথে উপরে উপস্থাপিত ধারণাগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে, যা বই ৫-এ আরও গভীরভাবে আলোচনা করা হয়েছে। যদি সেই বইটি পড়ার পর আপনি একটি জুনিয়র ইয়ুথ গ্রুপের এনিমেটর হিসেবে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন, তবে আপনি নিয়মিতভাবে এর সদস্যদের পরিবারের সাথে দেখা করবেন এবং তাদের সাথে এই ও এই জাতীয় আরও অনেক ধারণা নিয়ে আলোচনা করবেন। কিন্তু এখনও, বিয়াট্রিসের মতো, আপনিও আপনার সম্প্রদায়ের জুনিয়র ইয়ুথদের পরিবারে কয়েকবার যাওয়ার জন্য অভিজ্ঞ কারও সাথে যেতে চাইতে পারেন।

পরিচ্ছেদ ১৫

পরদিন, আলেজান্দ্রা এবং বিয়াট্রিস তিনজন কিশোর-কিশোরীর বাড়িতে যান, যারা পাড়ায় গঠিত হতে চলা নতুন গ্রুপে যোগ দেবে। আধ্যাত্মিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচি নিয়ে অভিভাবকদের উৎসাহের সাথে আলোচনা করতে দেখে বিয়াট্রিস খুশি হন। বিকেলের শেষে, তিনি নিশ্চিত হন যে তিনি আলেজান্দ্রাকে জুনিয়র ইয়ুথদের দলে সাহায্য করতে চান এবং নিজে একটি নতুন গ্রুপের সংগঠক হিসেবে কাজ করতে শিখতে চান, আশা করা যায় এই বছরের মধ্যেই। তিনি অবশ্যই বুঝতে পারেন যে, এরই মধ্যে তাকে ইনস্টিটিউটের কয়েকটি বই শেষ করতে হবে। কিন্তু তিনি সেই একই স্থির গতিতে পড়াশোনায় এগিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, যে গতিতে তিনি এতদূর এসেছেন।

এভাবে, আলেজান্দ্রার অব্যাহত সাহায্য নিয়ে বিয়াট্রিস সেবার কাজে এগিয়ে চলেছে। চলুন তার গল্পটি আবার শুরু করা যাক, কয়েক মাস পর, যখন সে বই-৩ পড়া প্রায় শেষ করেছে, তখন তার অধ্যয়ন চক্রের টিউটর, একজন শিশু ক্লাসের শিক্ষক মারিবেলকে বিয়াট্রিস এবং তার সঙ্গী অংশগ্রহণকারীদের পালাক্রমে, ৩ নং বইয়ের গ্রেড-১ এর জন্য নতুন করে আয়োজন করা একটি ক্লাসের শিশুদের অভিভাবকদের সাথে দেখা করার জন্য আমন্ত্রন জানাতে অনুরোধ করলেন। বিয়াট্রিস অনুভব করলো বই-৩ অধ্যয়নের পর অনেক কিছু সে শিখতে পেরেছে। এবং আলেজান্দ্রার কাছ থেকে বারবার শুনেছে যে, একজন অ্যানিমেটর হিসেবে কাজ করতে বই থেকে লাভ করা অন্তর্দৃষ্টিসমূহ তার সামর্থ্য অনেকখানি বাড়িয়ে দেবে।

যখন তারা একসঙ্গে মিলিত হয়, মারিবেল বিয়াট্রিসকে বলে যে, তারা এমা'র মায়ের সঙ্গে দেখা করবে। মারিবল জানায়, "ও খুব মিষ্টি একটা ছোট্ট মেয়ে, যে শিখতে ভালোবাসে।" "আমি এর মধ্যেই একবার ওর বাবা-মায়ের সাথে দেখা করে বাহা'ই শিশু ক্লাসের প্রকৃতি সম্পর্কে বুঝিয়ে বলেছি। তারা এমা'কে অংশগ্রহণের অনুমতি দিয়ে খুশি হয়েছিলেন। ওর মা ক্লাসটি সম্পর্কে আরও জানতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, এবং আমি কথা দিয়েছি যে আমরা যা পড়াই তার পেছনের শিক্ষামূলক ধারণাগুলো নিয়ে আবার গিয়ে কিছুটা কথা বলব। আমি আসলে নিজের জন্য কিছু নোট লিখে রেখেছি। তুমি চাইলে, আমরা একসাথে সেগুলো দেখতে পারি এবং আলোচনা করতে পারি।" বিয়াট্রিস রাজি হয়। নিচে সেই নোটগুলো দেওয়া হলো যা নিয়ে তারা আলোচনা করে:

- প্রথমে আমি মিসেস মার্টিনেজকে বলব যে, এমাকে ক্লাসে পেয়ে আমি কতটা খুশি এবং আমি ওর কিছু চমৎকার গুণাবলি উল্লেখ করব।

- মনে হয়, বাহা'উল্লাহর নিচের উদ্ধৃতিটি পড়ে আমাদের আলোচনা শুরু করা উচিত:

  "মানুষকে অমূল্য রত্ন সমৃদ্ধ একটি খনি হিসেবে বিবেচনা কর। কেবলমাত্র শিক্ষাই একাকী পারে এর সম্পদকে উদঘাটন করতে এবং তা থেকে লাভবান হতে মানবজাতিকে সমর্থ করতে।"[৩৭]

- এরপর একজন শিক্ষক হিসেবে কিভাবে এই উক্তিটি আমাকে প্রভাবিত করেছে সে সম্পর্কে কিছু ভাবনা চিন্তা আমি জানাতে পারি। আমি বলব, আমার হৃদয় আনন্দে উপচে পড়েছে, যখনই আমি ক্লাসে শিশুদের দেখি এবং তাদের অমূল্য মণিরত্নপূর্ণ খনি হিসেবে দেখতে পাই, তখন চিন্তা করি। তাদের প্রত্যেকের মধ্যে প্রতিভা আছে, যার আবিষ্কার এবং উন্নতি করা যায়। তারা সবাই সমাজের একজন মূল্যবান সদস্য হয়ে উঠতে পারে এবং পৃথিবীর মঙ্গলে অবদান রাখতে পারে।

- এরপর, আমার সম্ভবত সেইসব অমূল্য গুণের কয়েকটি উদাহরণ দিতে হবে যা শিক্ষার মাধ্যমে প্রতিটি শিশুর মধ্যে বিকশিত করার চেষ্টা করা উচিত। আমি মনের কিছু ক্ষমতার কথা উল্লেখ করতে পারি, যেমন—প্রকৃতির নিয়ম আবিষ্কার করা, সুন্দর শিল্পকর্ম তৈরি করা এবং মহৎ চিন্তাভাবনা প্রকাশ করা। আমি ব্যাখ্যা করব, শিশুরা এই সমস্ত ক্ষমতা বিকশিত করতে শুরু করতে পারে যখন তারা একটি যথাযথ শিক্ষা লাভ করে। কিন্তু, এটি ঘটার জন্য, তাদের অল্প বয়সেই কিছু নির্দিষ্ট গুণাবলী অর্জন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, তাদের মনোযোগ দিতে, প্রয়োজনে কঠোর পরিশ্রম করতে এবং তারা যা করছে তাতে মনোনিবেশ করতে শিখতে হবে। তাদের এমন ব্যক্তি হিসেবে বেড়ে ওঠা উচিত যারা অন্যের মঙ্গলের বিষয়ে চিন্তিত এবং যারা সমাজের সেবা করতে চায়। এই কারণেই অল্প বয়সে তাদের চরিত্র গঠনের দিকে মনোযোগ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

- এবার মিসেস মার্টিনেজকে তাঁর মেয়ে কেমন মানুষ হোক তা নিয়ে কিছু ধারণা আমাদের সাথে ভাগ করে নিতে বলার জন্য এটাই উপযুক্ত সময়। তাঁর মতে এমার মধ্যে কোন কোন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকা গুরুত্বপূর্ণ।

- তিনি যে গুণাবলীর কথা উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে কয়েকটি অবশ্যই আধ্যাত্মিক গুণাবলীর শ্রেণীতে পড়বে, যা আমি পরবর্তীতে আলোচনা করবো। আমি বলব এমন কিছু গুণাবলী রয়েছে যা একজন ব্যক্তির থাকা উচিত, এবং যা মানব অস্তিত্বের জন্য মৌলিক বিষয়। এগুলো মানবাত্মার অংশ। আমরা আমাদের হৃদয়ের দর্পনকে পরিমার্জন করার মাধ্যমে এ

গুণাবলীকে বিকশিত করি, যাতে তা ঈশ্বরের গুণাবলী প্রতিফলিত করতে পারে। এগুলোকে আমরা আধ্যাত্মিক গুণাবলী বলে থাকি, এবং আমাদের প্রথম গ্রেডের ক্লাসে আমরা যা পাঠদান করি, তা প্রধানতঃ এই গুণাবলীর উপরেই আলোকপাত করে।

- আমার মনে হয় আমি বরং বই ৩ এর প্রথম গ্রেডের পাঠে আলোচিত কয়েকটি আধ্যাত্মিক গুণাবলীর উল্লেখ করব এবং তার সাথে সম্পর্কিত উদ্ধৃতিগুলো তার সাথে ভাগ করে নেব। আমি ব্যাখ্যা করব যে এমা এই উদ্ধৃতিগুলো মুখস্থ করবে এবং সে তার মেয়েকে সেগুলো আবৃত্তি করে শোনাতে বলতে পারে, সে সাথে যে প্রার্থনাগুলো শিখবে সেগুলোও।

  - ভালোবাসা:

    "হে বন্ধু। তোমার হৃদয় উদ্যানে প্রেমের গোলাপ ব্যতীত অন্যকিছু রোপণ করিও না...."[৩৮]

  - ন্যায়বিচার:

    "ন্যায়বিচারের পথে হাঁটো, কারণ বাস্তবিক এটাই সহজ পথ।"[৩৯]

  - সত্যবাদিতা:

    "সত্যবাদিতা সকল মানবিক গুণাবলির ভিত্তি।"[৪০]

  - আনন্দ:

    "হে মানব সন্তান! তোমার হৃদয়ের আনন্দে আহ্লাদিত হও, যেন তুমি আমার সাক্ষাৎ লাভ করতে পার এবং আমার সৌন্দর্য প্রতিফলিত করার উপযোগী হতে পারো।"[৪১]

মারিবল ও বিয়াট্রিস সিদ্ধান্ত নেন যে, একটি সাক্ষাতের জন্য উপরোক্ত ধারণাগুলোই যথেষ্ট। আপনি শীঘ্রই নিজে ৩ নং বইয়ের অধ্যয়নে এগিয়ে যাবেন এবং রুহি ইনস্টিটিউটের শিশুদের আধ্যাত্মিক শিক্ষার ছয় বছরব্যাপী কর্মসূচীকে রূপদানকারী কিছু নীতির ওপর মনোনিবেশ করার সুযোগ পাবেন। এর আগে যদি কোনো শিশু ক্লাসের শিক্ষকের সাথে আপনার কয়েকজন অভিভাবকের সাথে দেখা করার সুযোগ আসে, তবে এখানে বর্ণিত ধারণাগুলো সহায়ক বলে প্রমাণিত হবে, এবং আপনার উচিত এখনই আপনার অধ্যয়ন গ্রুপে সেগুলো নিয়ে বিন্দু বিন্দু করে আলোচনা করা।

পরিচ্ছেদ ১৬

পূর্বে আমরা আব্দুল-বাহার এই বাণী পড়েছি: "মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সংহতির বন্ধন যত দৃঢ় হবে, মানবীয় কর্মকাণ্ডের সকল ক্ষেত্রে গঠনশীলতা ও সিদ্ধিলাভ করার ক্ষমতাও তত বৃদ্ধি পাবে।" সার্বজনীন ন্যায় বিচারালয় আমাদের বলে যে, অন্যের বাড়িতে গিয়ে এবং আমাদের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়ে আমরা "আধ্যাত্মিক আত্মীয়তার এমন বন্ধন তৈরি করি যা সম্প্রদায়ের অনুভূতিকে উৎসাহিত করে।" সুতরাং, আমাদের ক্রমবর্ধমান সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির উপর এই অনুশীলনের প্রভাবকে আমাদের অবমূল্যায়ন করা উচিত নয়।

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা বিভিন্ন ধরনের কথোপকথন দেখেছি, যা একে অপরের বাড়িতে আমাদের সাক্ষাতের সময় হতে পারে। আমরা সবাই, সেবার পথে চলার সময়, আমাদের গ্রাম, শহর বা পাড়ায় বাহা'উল্লাহর শিক্ষাকে আমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে প্রয়োগ করার বিষয়ে একটি ক্রমবর্ধমান কথোপকথনে অংশগ্রহণ করব। কখনও কখনও এটি আনুষ্ঠানিক সাক্ষাতের একটি ধারাবাহিকতার মাধ্যমে উন্মোচিত হবে, যা ক্রমবর্ধমান সংখ্যক মানুষকে এই শিক্ষা সম্পর্কে তাদের জ্ঞান গভীর করতে সক্ষম করার জন্য আয়োজন করা হয়। আরও অনেক অনুষ্ঠানে, ইনস্টিটিউটের শিক্ষামূলক কর্মসূচি, সেগুলোর লক্ষ্য ও বিষয়বস্তু আলোচনার বিষয় হবে। সম্প্রদায়-গঠনের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য আরও বেশি সংখ্যক প্রতিবেশী ও বন্ধুকে আমন্ত্রণ

জানানো হবে। তাই ভবিষ্যতের দিকে এবং আপনার সামনে বিস্তৃত সেবাদানের পথের দিকে দৃষ্টি রেখে, এই ইউনিটে উপস্থাপিত বিষয়বস্তু ভালোভাবে আয়ত্ত করার, প্রতিটি বিষয়ে আলোচনার অভিজ্ঞতা অর্জনের এবং অবশ্যই বাহা'উল্লাহর শিক্ষার বিষয়ে আপনার নিজস্ব জ্ঞানকে আরও সুগভীর করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা উচিত। এভাবেই অন্যদের সাথে ঈশ্বরের বাণী ভাগ করে নেওয়ার অফুরন্ত আনন্দ আপনি লাভ করবেন।

REFEERENCES

1. Bahá'u'lláh, *The Hidden Words* (Wilmette: Bahá'í Publishing Trust, 2003, 2012 printing), Arabic no. 4, p. 4.
2. Bahá'u'lláh, in *Bahá'í Prayers: A Selection of Prayers Revealed by Bahá'u'lláh, the Báb, and 'Abdu'l-Bahá* (Wilmette: Bahá'í Publishing Trust, 2002, 2017 printing), p.4
3. *Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh* (Wilmette: Bahá'í Publishing Trust, 1983, 2017 printing), IV, par. 1, p. 5.
4. Ibid., V, par. 2, pp. 6-7.
5. 'Abdu'l-Bahá, in *Bahá'í Prayers*, p. 81.
6. Ibid., p. 111.
7. Ibid.
8. From a talk given on 16 August 1912, published in *The Promulgation of Universal Peace: Talks Delivered by 'Abdu'l-Bahá during His Visit to the United States and Canada in 1912* (Wilmette: Bahá'í Publishing, 2012), par. 23, p. 364.
9. 'Abdu'l-Bahá, in *Bahá'í Prayers*, p. 130.
10. *Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh*, XLV, par. 1, pp. 111-12.
11. 'Abdu'l-Bahá, cited by Shoghi Effendi, *The World Order of Bahá'u'lláh: Selected Letters* (Wilmette: Bahá'í Publishing Trust, 1991, 2012 printing), p. 139.
12. *Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh*, V, par. 5, p. 8.
    From a talk given by 'Abdu'l-Bahá on 5 May 1912, published in *The Promulgation of Universal Peace*, par. 4, p. 128.
13. From a talk given by 'Abdu'l-Bahá on 5 May 1912, published in *The Promulgation of Universal Peace*, par. 4, p. 128.
14. From a talk given on 21 October 1911, published in *Paris Talks: Addresses Given by 'Abdu'l-Bahá in 1911* (Wilmette: Bahá'í Publishing, 2006, 2016 printing), no. 6.7-8, p. 22.
15. *Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh*, CXLVI, par. 1, p. 357.
16. From a talk given by 'Abdu'l-Bahá on 5 May 1912, published in *The Promulgation of Universal Peace*, par. 4, p. 128.
17. *The Hidden Words*, Persian no. 44, p. 37.
18. Ibid., Persian no. 66, p. 45.
19. From a Tablet of 'Abdu'l-Bahá. (authorized translation)

20. From a talk given by 'Abdu'l-Bahá on 25 September 1912, published in *The Promulgation of Universal Peace*, par. 2, pp. 478-79,
21. *Selections from the Writings of 'Abdu'l-Bahá* (Wilmette: Bahá'í Publishing, 2010, 2015 printing), no. 43.1, p. 125.
22. Ibid., no. 207.3, p. 360.
23. Bahá'u'lláh, in Bahá'í Meetings: *Extracts from the Writings of Bahá'u'lláh, 'Abdu'l-Bahá, and Shoghi Effendi*, compiled by the Research Department of the Universal House of Justice (Wilmette: Bahá'í Publishing Trust, 1976, 1980 printing), p. 3.
24. Ibid.
25. *Tablets of Abdul-Baha Abbas* (New York: Bahá'í Publishing Committee, 1916, 1930 printing), vol. 3, p. 631. (authorized translation)
26. Bahá'u'lláh, in *The Kitáb-i-Aqdas: The Most Holy Book* (Wilmette: Bahá'í Publishing Trust, 1993, 2013 printing), par. 57, p. 41.
27. *Selections from the Writings of 'Abdu'l-Bahá*, no. 48.1, p. 130.
28. From a letter dated 27 August 1989, published in *Messages from the Universal House of Justice*, 1986-2001: *The Fourth Epoch of the Formative Age* (Wilmette: Bahá'í Publishing Trust, 2010), no. 69.2, pp. 132-33.
29. Ibid., no. 69.9-10, p. 135.
30. *The Hidden Words*, Persian no. 82, p. 51
31. Ibid., Persian no. 80, p. 51.
32. 'Abdu'l-Bahá, *The Secret of Divine Civilization* (Wilmette: Bahá'í Publishing, 2007, 2016 printing), par. 46, p. 33.
33. *The Hidden Words*, Persian no. 49, p. 39.
34. Shoghi Effendi, cited in *Bahá'í News*, no. 13 (September 1926), p. 1.
35. From a talk given by 'Abdu'l-Bahá on 17 November 1912, published in *The Promulgation of Universal Peace*, par. 3, p. 617.
36. From a message dated 21 April 2010, published in *Framework for Action: Selected Messages of the Universal House of Justice and Supplementary Material, 2006-2016* (West Palm Beach: Palabra Publications, 2017), no. 14.16, p. 82.
37. *Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh*, CXXII, par. 1, p. 294.
38. *The Hidden Words*, Persian no. 3, p. 23.

39. *Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh*, CXVIII, par. 1, p. 283.

40. 'Abdu'l-Bahá, cited by Shoghi Effendi, The Advent of Divine Justice (Wilmette: Bahá'í Publishing Trust, 2006, 2018 printing), par. 40, p. 39.

41. *The Hidden Words*, Arabic no. 36, p. 12